হাদীস শরীফ

বাংলা মর্মবাণী

হাদীস শরীফ
বাংলা মর্মবাণী

নবীজীর (স) পবিত্র বাণীর শাব্দিক অনুবাদ নয়, তাঁর কিছু বাণীর বাংলা মর্মান্তর। সহজ সাবলীল এই মর্মান্তর আপনার অন্তরে সৃষ্টি করবে এক অভাবিত অনুরণন। ক্ষণে ক্ষণেই আপনি শিহরিত হবেন আপনার জীবনে এ বাণীর প্রাসঙ্গিকতায়। মনে হবে—যেন আপনাকেই কথাগুলো বলছেন তিনি।

পড়া শুরু করুন যে-কোনো পাতা থেকে। ডুবে যান বাক্যের গভীরে। আপনি পাবেন পথের দিশা। জীবন বাঁক বদলাবে। আপনার উত্তরণ ঘটবে উচ্চতর মানবে।

hadith.qm.org.bd

বইটি অনলাইনে ফ্রি পড়ুন।
ডাউনলোড করুন।
পরিচিতদের সাথে শেয়ার করুন।

প্রতিটি
কাজ
তুমি
সবচেয়ে
ভালোভাবে
করবে—এটাই
আল্লাহর
নির্দেশ

—নবীজী (স)

(হে মুহাম্মদ!) আমি তোমাকে সকল সৃষ্টির জন্যে
করুণার নিদর্শন হিসেবে পাঠিয়েছি।
–আল কোরআন ২১:১০৭

তোমার মনে কখনো কারো প্রতি কোনো
বিদ্বেষ বা অমঙ্গল চিন্তা থাকবে না—
এটাই আমার সুন্নত।
যে আমার সুন্নতকে ভালবাসল,
সে আমাকে ভালবাসল।
আর যে আমাকে ভালবাসল,
জান্নাতে সে আমার সাথে থাকবে।

–নবীজী (স)

হাদীস শরীফ

বাংলা মর্মবাণী

হাদীস শরীফ

বাংলা মর্মবাণী

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

হাদীস শরীফ
বাংলা মর্মবাণী

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ২২২২২১৪৪১, ২২২২২৫৭৫৬, ০৯৬১৩-০০২০২৫
০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
E-mail : info@quantummethod.org.bd

প্রথম প্রকাশ

মাহে রমজান, ২০২১

মুদ্রাকর

প্রজ্ঞাপ্রকাশ
ইসলাম ভবন (২য় তলা)
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

সৃষ্টির সেবায় হাদিয়া

৪০০ টাকা

ISBN : 978-984-35-0514-9

Hadis Sharif Bangla Mormobani
(Al Hadith : Translated in Bangla)

By : **Shahid El Bukhari Mahajataq**

Published by

Quantum Foundation
quantummethod.org.bd

Price : $30

কৃতজ্ঞতা

সাহাবা। নবীজীর (স) সহযোদ্ধা। যারা ছিলেন নবীজীর (স) বাণীর ধারক। যারা শান্তি ও সাম্যের বাণী নিয়ে ঘর ছেড়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন দেশ-দেশান্তরে। মানুষকে মুক্ত করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাজার বছরের জাঁতাকল থেকে। সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্তূপের ওপর যারা উড্ডীন করেছিলেন সাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিকতার পতাকা। যাদের শতকরা ৯০ জনই মৃত্যুবরণ করেছিলেন জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে।

সাহাবার পরের প্রজন্ম তাবেঈন। তার পরের প্রজন্ম তাবে-তাবেঈন। যারা নবীজীর (স) সত্যজ্ঞান ধারণ করে গড়ে তুলেছিলেন এক আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা। সত্যানুসন্ধানে যাদের অক্লান্ত মেহনতের ফসল হচ্ছে হাদীসের লিখিত রূপ। তারপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম। শতাব্দীর পর শতাব্দী। নিবেদিতপ্রাণ মুহাদ্দিসদের হাদীস জ্ঞানের অংশবিশেষের বাংলা মর্মান্তরই হচ্ছে 'হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী'।

সূচিপত্র

সূচিপত্র

শূন্য থেকে অনন্তে

শূন্য! জীবনের শুরুটাই শূন্য। বাবা মারা গেলেন ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই। মা মারা গেলেন ছয় বছর বয়সে। আশ্রয়দাতা দাদা মারা গেলেন আট বছর বয়সে। চাচার কাছে নতুন করে আশ্রয় পেলেন। কিশোর বয়সেই কাজে নেমে পড়লেন। স্বল্প পারিশ্রমিকে তপ্তমরুতে গবাদি পশু চরানোর কাজ। অক্ষরজ্ঞান অর্জনের আর সুযোগ হলো না।

১২ বছর বয়সে প্রথম বাণিজ্যযাত্রায় অংশ নিলেন চাচার সাথে। চাচার ব্যবসায় থেকে লেনদেনে সততা, আপস-আলোচনায় কুশলতা আর পণ্য কেনাবেচায় দক্ষতা দিয়ে নজর কেড়ে নিলেন ঝানু ব্যবসায়ীদের। বাণিজ্য কাফেলা পরিচালনা শুরু করলেন ২২ বছর বয়সে। সত্যবাদিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্যে পরিচিত হলেন আল-আমিন হিসেবে।

বিয়ে করলেন ২৫ বছর বয়সে। স্ত্রী ধনাঢ্য ও বিদূষী। দুবার বিধবা হয়েছেন। আগের ঘরের তিন সন্তান। তারপরও নিজের সবকিছু উজাড় করে দিলেন স্বামীর জন্যে। এক এক করে ঘর আলো করে এলো দুই ছেলে আর চার মেয়ে। সুখের পয়মন্ত সংসার। অর্থবিত্ত, সুনাম ও সম্মানে পরিপূর্ণ জীবন। একজন সংসারী মানুষ যা চায়, সবকিছুই এসেছে কানায় কানায়।

কিন্তু তারপরও অপূর্ণতা। অন্তরে এক অব্যক্ত হাহাকার। চারপাশে জাহেলিয়াতের রাজত্ব। মক্কা তখন রমরমা অর্থনৈতিক কেন্দ্র। বেনিয়া অভিজাতরা মত্ত ভোগবিলাসে। তাদের লালসার আগুনে সাধারণ জীবন শুধুই বঞ্চনার, অসহিষ্ণুতার, হিংসার।

পূর্ণতার সন্ধানে নিজের ভেতরে ডুবে যেতে লাগলেন ঘন ঘন। খুঁজতে লাগলেন বঞ্চিতের মুক্তির পথ। সুযোগ পেলেই চলে যেতেন হেরা গুহায়। সেখান থেকে তাকিয়ে থাকতেন কাবার

দিকে। কিন্তু ডুবে যেতেন অন্যলোকে। রমজানে পুরো মাসটাই কাটাতেন ধ্যানে। ৪০ বছর বয়সে তিনি প্রথম ওহী পেলেন। পেলেন লাঞ্ছিত মানবতার মুক্তির মন্ত্র; 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ!' (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই আর মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল)।

মাত্র একটি বাক্য। শুধু একটি মন্ত্র। জীবন তাঁর বদলে গেল। বাক্যের শব্দমালা সাধারণ। কিন্তু অর্থের গভীরতা মহাসমুদ্রের। 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই'। অর্থাৎ তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশী নেই। অর্থাৎ ঐশীবিধানই শুধু মানতে হবে। কোনো প্রাণী বা কল্পিত শক্তি উপাস্য হতে পারে না। এক স্রষ্টা সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ করা যাবে না। সব মানুষ সমান।

আর মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল। অর্থাৎ ঐশীবিধান এখন আসবে তাঁর মাধ্যমেই। শাশ্বত ধর্মের বাণী মানুষের কাছে তাঁকেই পৌঁছাতে হবে। বঞ্চিতের পক্ষে তাঁকেই দাঁড়াতে হবে। সত্যের পক্ষে মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। সমাজকে বদলাতে হবে।

কঠিন কাজ। সরল ও নির্বিরোধ মানুষটি রাতারাতি হয়ে গেলেন প্রাজ্ঞ সমাজবিপ্লবী। বুঝলেন—বিশ্বাসের এই বাণী বেনিয়া-অভিজাত পুরোহিত চক্র মেনে নেবে না। তাই চেতনা বিস্তারের কাজ শুরু করলেন গোপনে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্বজন ও বঞ্চিত কিছু মানুষ তাঁর চেতনাকে গ্রহণ করলেন। চেতনা বিস্তারে শুরু করলেন সঙ্ঘবদ্ধ গোপন প্রচার। তিন বছর পর প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন সত্যধর্মের বাণী।

শুরু হল বিরোধিতা। শোষক অভিজাত শ্রেণি সত্যধর্মের মধ্যে দেখল তাদের সর্বনাশ। প্রথমে পাগল, ভণ্ড, জ্বীনে পাওয়া, মৃগী রোগী বলে হাসিঠাট্টা, ব্যঙ্গবিদ্রুপ। এরপর শুরু হলো নির্মম নির্যাতন। অনেককে হত্যা করা হলো। শত্রুর প্রচণ্ড হিংসার বিরুদ্ধে তিনি অবলম্বন করলেন অহিংস নীতি। অনুসারীদের একটি দলকে আবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। নিজে অনুসারীদের

নিয়ে শিবে আবু তালিবে তিন বছর একঘরে অবরুদ্ধ জীবন কাটাতে বাধ্য হলেন।

সত্যধর্মের প্রচার কিন্তু বন্ধ হলো না। বিরোধী অভিজাতরা তখন তাঁকে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল। রাতের অন্ধকারে তিনি জন্মভূমি মক্কা থেকে হিজরত করলেন।

কোরাইশরা মদিনায়ও তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিল না। হত্যা করার জন্যে আততায়ী প্রেরণ করল। ঘাতককে বিপুল পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিল। মদিনাবাসীকে দিল চরমপত্র। তিনি বুঝলেন, শান্তির জন্যেও শক্তি দরকার।

মদিনা রক্ষার জন্যে তিনি গঠন করলেন জনযোদ্ধার দল। মূল লক্ষ্য ছিল আত্মরক্ষা। কোরাইশদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তোলা। বাণিজ্যপথে জনযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ মক্কায় এক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করল। কোরাইশরা তাঁকে ধ্বংস করার জন্যে বদর, ওহুদ, খন্দক— তিন তিনটি অভিযান চালাল। কিন্তু তাঁর রণকৌশলের সামনে শত্রুর সকল অভিযান ব্যর্থ হলো।

মদিনায় এসেই তিনি ঘর গোছানোর কাজ শুরু করলেন। একজন শরণার্থী হয়েও প্রজ্ঞা ও কুশলী পদক্ষেপের মাধ্যমে মদিনায় হানাহানি বন্ধ করে গড়ে তুললেন কল্যাণ রাষ্ট্র। প্রতিটি মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করলেন। নিশ্চিত করলেন ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকদের নিজ নিজ ধর্মপালনের অধিকার। সাহাবীদের তৈরি করলেন স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে উৎসর্গীকৃত ত্যাগী যোদ্ধা হিসেবে। হুদায়বিয়ার চুক্তি তাঁকে প্রথমবারের মতো দিল শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মপ্রচারের অধিকার।

সৃষ্টির প্রতি করুণার প্রতীক ছিলেন তিনি। রক্তপাতকে ঘৃণা করতেন। ইতিহাসে তিনি প্রথমবারের মতো প্রয়োগ করলেন অহিংস রণকৌশল। কৌশলের মূলনীতি ছিল শক্তি নিয়ে অকস্মাৎ উপস্থিত হও। শত্রুকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দাও। মনোবল ভেঙে দাও। তারপর আপস-আলোচনায় তাকে যুদ্ধ না করার সম্মানজনক সুযোগ দাও।

তাঁর অহিংস রণকৌশলের সার্থক উদাহরণ মক্কার মুক্তি (Liberation of Mecca)। জন্মভূমি মক্কাকে তিনি মুক্ত করলেন, পৌত্তলিকতার অবসান ঘটালেন রক্তপাতহীনভাবে। চরম নির্যাতনকারীদেরও তিনি ক্ষমা করে দিলেন। কট্টর শত্রুদের রূপান্তরিত করলেন তাঁর সমাজ বিপ্লবের সৈনিকে।

বিস্ময়কর ঐতিহাসিক সত্য হলো, হিজরত থেকে মক্কার মুক্তি পর্যন্ত—সবগুলো যুদ্ধ-সংঘাতে উভয়পক্ষে নিহতের সংখ্যা পাঁচশরও কম। আপস-আলোচনার মধ্য দিয়েই তিনি ছাই থেকে পত্তন করেন নতুন এক কল্যাণ রাষ্ট্রের। আর তাঁর সাহাবীরা রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের হাজার বছরের শোষণের অবসান ঘটান। গড়ে তোলেন এক আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা।

আলোকোজ্জ্বল এই নতুন সভ্যতার ভিত্তি ছিল তাঁর জীবনাচার। তাঁর জীবন ছিল তাঁর বাণীরই মূর্ত প্রতীক। হাদীস নামে পরিচিত তাঁর বাণী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনুপ্রাণিত করে এসেছে সত্যানুসন্ধানীদের। যিনিই মুক্তমনে সত্য অনুসন্ধান করেছেন, তিনিই বিস্মিত, মুগ্ধ হয়েছেন এই বাণীর কালজয়ী রূপ দেখে। জীবন বিশ্লেষণের গভীরতা দেখে। মানবিকতার জয়গান দেখে। নির্মল সত্যের প্রকাশ দেখে। মানবকে মহামানবে উন্নীত করার আকুতি দেখে। তাঁর বাণী সেকালের মতো একালেও সমভাবে অনুসরণীয়। তাঁর বাণী শুধু আধুনিকই নয়; বরং উত্তরাধুনিক।

প্রিয় পাঠক! 'হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী' তাঁর পবিত্র বাণীর শাব্দিক অনুবাদ নয়, তাঁর কিছু বাণীর বাংলা মর্মান্তর। সহজ সাবলীল এই মর্মান্তর আপনার অন্তরে সৃষ্টি করবে এক অভাবিত অনুরণন। ক্ষণে ক্ষণেই আপনি শিহরিত হবেন আপনার জীবনে এ বাণীর প্রাসঙ্গিকতায়। মনে হবে—আপনাকেই যেন কথাগুলো বলছেন তিনি। তাই পড়া শুরু করুন যে-কোনো পাতা থেকে। ডুবে যান বাক্যের গভীরে। আপনি পাবেন পথের দিশা। জীবন বাঁক বদলাবে। আপনার উত্তরণ ঘটবে উচ্চতর মানবে।

জীবনদৃষ্টি

প্রতিটি কাজ তুমি সবচেয়ে ভালোভাবে করবে।
এটাই আল্লাহর নির্দেশ।

–নবীজী (স)

নিয়ত

১.

নিয়ত সকল কর্মের অঙ্কুর।
প্রত্যেকের কর্মের মূল্যায়ন করা হবে তার নিয়ত বা অভিপ্রায় অনুসারে।
কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সন্তুষ্টির জন্যে হিজরত করে,
তবে সে সেভাবেই মূল্যায়িত হবে। আর যদি কেউ পার্থিব ধনসম্পত্তি বা
কোনো নারীকে পাওয়ার জন্যে হিজরত করে,
তবে তার মূল্যায়নও সেভাবেই হবে।

[হিজরত অর্থ দেশত্যাগ। দেশত্যাগী বা শরণার্থীর জীবনে কষ্ট অনেক। অর্থাৎ দুনিয়া হোক বা আখেরাত, একজন মানুষ যে উদ্দেশ্যে কষ্টস্বীকার করছে, মূল্যায়নটা হবে সেভাবেই। কষ্ট করার উদ্দেশ্যটাই গুরুত্বপূর্ণ। উম্মে কায়েস নামে এক কুমারীকে বিয়ে করার জন্যে মক্কা থেকে এক যুবক মদিনায় এলে নবীজী (স) একথা বলেন।]

–*ওমর ইবনে খাত্তাব (রা);* বোখারী, মুসলিম

২.

প্রতিটি সকালই মানুষের সামনে একটি ক্রান্তিকাল।
দুটি পথ তার সামনে থাকে।
(যখন সে মহাবিচার দিবসের চিন্তায় তার কর্মকে সমর্পিত করে, তখন)
সে পরিত্রাণের পথে এগিয়ে যায় অথবা
(যখন প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে যায়, তখন)
সে নিজের সর্বনাশ ঘটায়।

–*আবু মালেক আশয়ারী (রা);* মুসলিম, নববী

৩.

আল্লাহ তোমার চেহারা বা ধনসম্পত্তির দিকে তাকাবেন না,
তিনি দেখবেন তোমার অন্তর আর
হিসাব নেবেন তোমার কর্মের।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, ইবনে মাজাহ

৪.

আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্য ছাড়া যা-ই করো না কেন,
তা পরিণামে ব্যর্থ হবে। তাই 'বীর' উপাধি পাওয়ার জন্যে যুদ্ধ কোরো না।
'জ্ঞানী' বলে স্বীকৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণ কোরো না।
'দাতা' বলে পরিচিত হওয়ার জন্যে দান কোরো না।
করলে মহাবিচার দিবসে তোমাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।
(তোমার বাহ্যিক কর্মকাণ্ড নয়, আল্লাহ দেখবেন তোমার অন্তর।
কর্মফল পাবে নিয়ত বা অন্তর্গত অভিপ্রায় অনুসারেই।)

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৫.

আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার জন্যে, পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে,
প্রতিবেশীদের সাহায্য করার জন্যে বৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জনের
আন্তরিক চেষ্টা করো। মহাবিচার দিবসে তোমার চেহারা
পূর্ণিমার মতো দীপ্যমান হবে।
কিন্তু যদি তোমার অর্থ উপার্জনের লক্ষ্য হয় পার্থিব ভোগবিলাস,
শানশওকত প্রদর্শনী এবং মানুষের বাহবা পাওয়া—
তবে মহাবিচার দিবসে তুমি প্রভুর রোষানলে ভস্মীভূত হবে।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মেশকাত, বায়হাকি

৬.

মানুষকে দেখানোর জন্যে বা মানুষের বাহবা পাওয়ার জন্যে যে ভালো
কাজ করবে, তার কোনো পুরস্কার মহাবিচার দিবসে আল্লাহ দেবেন না।

—*উবাই ইবনে কাব (রা);* আহমদ

৭.

যে নিজের দম্ভ প্রকাশ করার জন্যে কোনো সৎকর্ম করে,
আল্লাহ তাকে মহাবিচার দিবসে সবার সামনে লাঞ্ছিত করবেন।
আর যে লোক-দেখানোর জন্যে কোনো ভালো কাজ করবে,
আল্লাহ তাকে মুনাফেকের কাতারভুক্ত করবেন।

—*জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* বোখারী, মুসলিম

৮.

সৎ কাজের নিয়ত করে কেউ তা করতে না পারলেও
আল্লাহ্ তাকে একটি নেকি দেন।
আর নিয়ত করার পর কাজটি সম্পন্ন করলে আল্লাহ্ তাকে
১০ থেকে ৭০০, এমনকি তার চেয়েও বেশি নেকি দেন।
কিন্তু কেউ যদি খারাপ কিছু করার চিন্তা করে
তা করা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ্ তাকে একটি নেকি দেন।
আর যদি সে সেই খারাপ কাজটি করে ফেলে,
তবে তার নামে একটি গুনাহ্ লিপিবদ্ধ করেন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯.

গুণাবলিকে বিকশিত করে যে মহৎ হতে চায়,
আল্লাহ্ তাকে মহৎ করেন।
আর যে ভোগ্যপণ্য ও ধনসম্পদ চায়,
আল্লাহ্ তাকে তা-ই দেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

১০.

মানুষের উত্থান হবে তাদের নিয়ত অনুসারে।

–*আবু হুরায়রা (রা), জাবির (রা);* ইবনে মাজাহ

দৃষ্টিভঙ্গি

১১.

যে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে,
আল্লাহ তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বদলে দেবেন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* হাকেম

১২.

ভালো সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করো,
তাহলে দুর্দিনে তিনি তোমাকে দেখবেন।
জেনে রাখো, যা তুমি পাও নি তা তোমার নয়।
যা তোমাকে ভুল পথে নিয়ে যায়,
তা কখনো তোমাকে সত্যে পৌঁছাবে না।
আর যা তোমাকে ভালো কাজে সাহায্য করে,
তা কখনো বিভ্রান্তির পথে নেবে না। মনে রেখো,
অবিচল বিশ্বাস ও নিরলস পরিশ্রমই আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তির পথ।
দুঃখকষ্ট, সংগ্রামের পথেই আসে সমৃদ্ধি।
আর দুঃসময়ের পরেই আসে সুসময়,
প্রতিটি দুঃখের সাথেই সুপ্ত আছে সুখ।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* নাসাঈ, রিয়াদুস সালেহীন

১৩.

কঠোর পরিশ্রমই উত্তম পুরস্কার আনে।
আল্লাহ যখন কারো মঙ্গল চান,
তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন।
যে ব্যক্তি ইতিবাচকভাবে বিষয়টি গ্রহণ করে,
আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন (সে বিজয়ী হয়)।
আর যে বিরক্তি ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে,
আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হন (সে ব্যর্থ হয়)।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* তিরমিজী, ইবনে মাজাহ

১৪.

আল্লাহ যখন কাউকে অনুগ্রহ-সম্পদ দিতে চান, তখন তাকে
পার্থিব বিপদ-আপদ প্রতিকূলতার মুখোমুখি ঠেলে দেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

১৫.

কখনো মনে করবে না যে, কাজটি আমি পারব না। যে কাজ তোমার জন্যে
কল্যাণকর, তা পূর্ণোদ্যমে করো এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

১৬.

সাধারণ বিশ্বাসীর চেয়ে অটল বিশ্বাসীকে আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন।
প্রতিটি কল্যাণকর কাজে সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়ো।
আল্লাহর কাছে তা চাও এবং পাওয়ার জন্যে বিরামহীনভাবে লেগে থাকো।
নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো। কখনো হাল ছেড়ে দিও না।
কোনো বিপদ-মুসিবত এলে কখনো বোলো না যে,
'যদি এটা না করতাম তাহলে এ বিপদ হতো না'।
কারণ এই 'যদি' শব্দটি বিভ্রান্তির দরজা খুলে দেয়।
বরং বলো, 'আল্লাহ যা নির্ধারিত করেছেন, তা-ই হয়েছে'।
(আর ভবিষ্যতে কী করতে পারো, তার পরিকল্পনা করো।)

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, ইবনে মাজাহ

১৭.

যারা বিপদ-আপদ-পরীক্ষাকে দুর্ভাগ্য মনে করে,
যারা সহজে কাজ হয়ে যাওয়াকে সৌভাগ্য মনে করে,
তারা কখনো সম্মানিত অগ্রগামী বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* তাবারানী

১৮.

বিবেক দংশিত হয় এমন কিছু কোরো না।

–*হাসান ইবনে আলী (রা);* মেশকাত

১৯.

ঘাত-প্রতিঘাতে না পড়লে সহনশীল হওয়া যায় না,
অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রাজ্ঞ হওয়া যায় না।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* তিরমিজী, বোখারী

২০.

বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে প্রবৃত্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং
আখেরাতের জন্যে কাজ করে। আর নির্বোধ সেই ব্যক্তি,
যে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে এবং প্রত্যাশা করে যে,
তার খায়েশ আল্লাহ পূরণ করে দেবেন আর
পরকালে সে কোনো না কোনোভাবে পার পেয়ে যাবে।

–*শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা);* তিরমিজী

২১.

একজন মানুষ বহু বছর সৎকর্ম করার পর
পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে।
আর পাপাচারী হিসেবেই মৃত্যুবরণ করতে পারে।
আবার একজন বহু বছর পাপাচারে লিপ্ত থাকার পর
সৎকর্মে একাত্ম হতে পারে এবং
সৎকর্মশীল হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

২২.

আলস্য ও কর্মবিমুখতা যাকে পিছিয়ে দেয়, সৎকর্মে যে পিছিয়ে পড়ে,
বংশপরিচয় তাকে কখনো এগিয়ে দেবে না।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

২৩.

ধীরস্থিরভাবে কাজ করো। সহনশীল হও।
মানুষের মাঝে এই দুটি গুণকে আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* তিরমিজী, মুসলিম

২৪.

অন্যের বিপদে আনন্দিত হয়ো না। কারণ আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে
রেহাই দিয়ে সে বিপদ তোমার ওপর আপতিত করতে পারেন।

–ওয়াসিলা ইবনে আল আসকা (রা); তিরমিজী

২৫.

তোমরা মানুষকে আশার বাণী শোনাবে।
নিরাশার কথা বলে তাদের হতাশ করে দেবে না।
উদারতা প্রদর্শন করবে। রূঢ় আচরণ করবে না।

–আবু মুসা আশয়ারী (রা); বোখারী, মুসলিম

২৬.

আল্লাহকে স্মরণ করো। তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন।
আল্লাহর সাহায্যের কথা সবসময় উল্লেখ করো, তাঁকে তুমি পাশেই পাবে।
তোমার যা প্রয়োজন শুধু তাঁর কাছেই চাও।
যখনই বিপন্ন বোধ করো তাঁর কাছেই বিপদ-মুক্তির আবেদন জানাও।
সকল মানুষ একত্র হয়ে সাহায্য করতে চাইলেও
তারা তা করতে পারবে না। তুমি শুধু ততটুকুই পাবে,
যা তিনি নির্ধারিত করেছেন। একইভাবে সবাই মিলে
তোমার ক্ষতি করতে চাইলেও তারা কিছুই করতে পারবে না,
যদি না আল্লাহ ইতোমধ্যেই সে নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); মেশকাত, নববী

২৭.

শারীরিক এবং আর্থিক বিপদ ও ক্ষয়ক্ষতিতে নিমজ্জিত হয়েও
যদি কেউ (আল্লাহর বিরুদ্ধে) অভিযোগ না করে (বিশ্বাসে অটল থাকে),
তবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের অধিবাসী করবেন।

–তাবারানী

২৮.

মানুষকে ভালো ভাবা সঠিক ইবাদতের অংশ।

–আবু হুরায়রা (রা); আবু দাউদ

২৯.

মানুষকে তার সুনামের যোগ্য মর্যাদা দেবে।

–আয়েশা (রা); মেশকাত

৩০.

কয়েকজন সাহাবী সফর শেষে নবীজীর (স) কাছে
তাদের একজন সাথির প্রশংসা করে বললেন,
তার মতো ভালো মানুষ আমরা আর দেখি নি।
তিনি সফরের মধ্যে সবসময় তেলাওয়াত করেছেন,
যেখানে নেমেছেন, সেখানেই নামাজ আদায় করেছেন।
নবীজী (স) তখন জিজ্ঞেস করলেন,
তার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম কে করেছে?
তাকে বহনকারী পশুটিকে খাওয়ানো
ও যত্নের ব্যবস্থা কে করেছে? তারা জবাব দিলেন,
আমরাই তার প্রয়োজনীয় সব কাজ করে দিয়েছি।
তখন নবীজী (স) বললেন,
তোমরা সকলেই তার চেয়ে ভালো মানুষ।

–কালাবা (রা); আবু দাউদ

৩১.

আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো,
কিন্তু তোমার উটটাকেও বেঁধে রাখো ভালোভাবে।
(অর্থাৎ সতর্কতা ও করণীয় কর্তব্যে অবহেলা করবে না।)

–আনাস ইবনে মালেক (রা); তিরমিজী

৩২.

সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখ
তুমি ঘরে নিরাপদে আছ, শরীর সুস্থ আছে,
ঘরে সারাদিনের খাবার আছে,
তাহলে ধরে নাও পৃথিবীর সবই তোমার আছে!

–ওবায়দুল্লাহ ইবনে মিহসান (রা); তিরমিজী, মুফরাদ (বোখারী)

৩৩.

তোমার দায়িত্ব ও তোমার কর্মের জন্যে
তোমাকেই জবাবদিহি করতে হবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী

৩৪.

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে যত্নশীল হয়,
আল্লাহ তার মানবীয় পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে যত্ন নেন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* হাকেম

৩৫.

যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে,
তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো।
যে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাকে তুমি দান করো।
যে তোমার ওপর অন্যায় করেছে, তাকে তুমি ক্ষমা করো।
এটাই সুন্দর চরিত্রের প্রকাশ।

–*উকবা ইবনে আমর (রা);* বায়হাকি

৩৬.

ঝগড়া-বিবাদ ধর্মপরায়ণতার বিনাশ ঘটায়।
ভুল বোঝাবুঝি ও ঝগড়া-বিবাদ দূর করে শান্তি স্থাপন করা
নামাজ, রোজা ও সাদাকার চেয়ে উত্তম কাজ।

–*আবু দারদা (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৩৭.

তোমরা পিতামাতার খেদমত করো।
তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের খেদমত করবে।
নিজেরা অশালীন কাজ থেকে বিরত থাকো।
তোমাদের স্ত্রীদের চরিত্র আল্লাহ হেফাজত করবেন।

–*ওমর ইবনে খাত্তাব (রা);* তাবারানী

৩৮.

(জনজীবনে হোক বা ব্যক্তিগত জীবনে)
সবসময় আল্লাহ্-সচেতন থেকো।
(তোমার আচরণে যেন তোমার ধর্মপরায়ণতার প্রকাশ ঘটে।)
কোনো ভুল করে ফেললে সাথে সাথে একটি ভালো কাজ করো।
ভালো কাজ মন্দ কাজকে ধুয়ে-মুছে নিয়ে যাবে।
মানুষের সাথে সদাচরণ করো।
(তোমার সদাচরণ তোমার দোষত্রুটি মার্জনায় সহায়ক হবে।)

–*আবু যর গিফারী (রা);* আহমদ, তিরমিজী

৩৯.

তোমরা অবশ্যই মানুষকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করবে,
অন্যায় করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে।
তা না হলে আল্লাহ তোমাদের ওপর আজাব আপতিত করবেন অথবা
সবচেয়ে পাপী ও জালেমদের তোমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করবেন।
তোমাদের কোনো দোয়াই তখন কবুল হবে না।

–*হুজাইফা ইবনে ইয়ামন (রা);* আহমদ

৪০.

সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সবার সাথেই সদাচরণ করো।
কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তার সাথে ভালো ব্যবহার করো।
কারো ভালো আচরণের পরিবর্তে তোমার ভালো আচরণ
দুজনকেই সমমর্যাদা দেয়। তুমি তখন ব্যতিক্রমী কিছু করছ না।
তুমি অনন্য হবে তখন, যখন অন্যের মন্দ আচরণের জবাবে তুমি ভালো
আচরণ করবে। কেউ গালি দিলে তুমি তার জন্যে দোয়া করবে।

–মুফরাদ (বোখারী)

৪১.

ইবাদত গালিগালাজ বা কটুভাষণের
দোষ মোচন করতে পারে না।

–বায়হাকি

৪২.

যদি তোমাকে কেউ অপবাদ দেয়, গালিগালাজ করে বা
তোমার কোনো দোষ—যা সে জানে,
তা উল্লেখ করে বদনাম ছড়ায়, তোমাকে লজ্জায় ফেলে দেয়,
(তবুও) তুমি নীরব থাকবে। তুমি তার যে দোষগুলো জানো,
তা প্রকাশ করে তাকে লজ্জায় ফেলে দেবে না।
মনে রেখো, তার পাপের বোঝা তার ওপরই বর্তাবে।
তোমার সদাচরণের জন্যে তুমি পুরস্কৃত হবে।

–*জাবির ইবনে সুলাইম (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী, আহমদ

৪৩.

কাউকে কখনো গালিগালাজ বকাবকি করবে না।
ভালো কোনো কাজকেই ছোট মনে করবে না।
অহংকারের প্রকাশ ঘটে এমন কিছু করবে না।

–*জাবির ইবনে সুলাইম (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৪৪.

তোমাদের ওপর কিছু শাসক নিযুক্ত হবে।
তাদের কিছু কাজ (শরিয়ত অনুযায়ী হওয়ায়) তোমরা পছন্দ করবে।
কিছু কাজ (শরিয়ত বিরোধী হওয়ায়) অপছন্দ করবে।
তখন খারাপ কাজগুলোকে যে খারাপ জানবে
সে গুনাহর দায়মুক্ত থাকবে।
যারা খারাপ কাজের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলবে
তারা জবাবদিহিতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকবে।
কিন্তু যারা এ অন্যায়ের সমর্থন করবে ও তাদের অনুসরণ করবে,
তাদের এই নাফরমানির জন্যে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।
সাহাবীরা তখন জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রসুল!
আমরা কি তখন তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করব না?’
নবীজী (স) বললেন, ‘না! যতদিন পর্যন্ত তারা নামাজ কায়েম রাখবে,
ততদিন পর্যন্ত অস্ত্রধারণ করবে না।’

–*উম্মে সালামা (রা);* মুসলিম, তিরমিজী

৪৫.

তোমাদের নেতা ও শাসক ভালো ও যোগ্য হলে,
তোমাদের ধনীরা দানশীল হলে, তোমাদের কাজকর্ম
পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হলে
তোমাদের জন্যে ভূপৃষ্ঠ ভূতল (কবর) থেকে উত্তম হবে।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী

৪৬.

তিন জন একত্র হলে একজনকে বাদ দিয়ে অপর দুজন কখনো কানাঘুষা করবে না। কারণ এতে তৃতীয় ব্যক্তি বিরক্ত বা চিন্তাগ্রস্ত হতে পারে।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); বোখারী, মুসলিম

৪৭.

মহামারি হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত শাস্তি, যাদের তিনি শায়েস্তা করতে চান। আর বিশ্বাসীদের জন্যে এটি হচ্ছে তাঁর দয়া ও করুণার উৎস।

–আয়েশা (রা); বোখারী, মুসলিম

৪৮.

যদি কোনো স্থানে মহামারি দেখা দেয়, সে এলাকায় প্রবেশ করবে না। আর আক্রান্ত এলাকা থেকে কেউ বেরিয়েও আসবে না।

–উসামা ইবনে জায়েদ (রা); মুসলিম

৪৯.

ধর্মপরায়ণতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে—যে বিষয়ে তুমি সংশ্লিষ্ট নও, সে বিষয়ে তুমি নাক গলাবে না।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী, আশকালানী

৫০.

আল্লাহর বিধান হচ্ছে, যখনই কোনোকিছু উন্নতির
উচ্চশিখরে আরোহণ করে, তারপর তা পতিত হয়।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); বোখারী

৫১.

পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষা থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে,
একজন নির্লজ্জ বা বেহায়া যে-কোনো কিছু করতে পারে।

–আবু মাসউদ (রা); বোখারী

৫২.

আমি যখন কোনোকিছু করার নির্দেশ দেই,
তোমরা অবশ্যই তা অনুসরণ করবে।
তোমার সামর্থ্য অনুসারে তা কার্যকরী করার প্রয়াস চালাবে।
যখন আমি সুনির্দিষ্টভাবে কোনোকিছু করতে নিষেধ করি,
তখন তা পরিহার করবে।
যখন কোনোকিছু করার ব্যাপারে আমি ছাড় দেই,
তোমরাও আমাকে ছাড় দাও।
যে-সব বিষয়ে আমি কোনো বক্তব্য দেই নি,
সে-সব বিষয়ে অহেতুক প্রশ্ন করতে থেকো না।
অতীতে অনেক উম্মত অহেতুক প্রশ্ন করে তাদের নবীদের সাথে
মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে এবং পরিণামে তারা ধ্বংস হয়েছে।

[আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবীজী (স) একবার ভাষণে বলেন : আল্লাহ তোমাদের ওপর হজ ফরজ করেছেন। তখন একজন জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসুল! আমাদের কি প্রতিবছর হজ করতে হবে? নবীজী (স) চুপ থাকলেন। সে ব্যক্তি পর পর একই প্রশ্ন তিন বার করল। তখন নবীজী (স) বললেন : 'আমি যদি হাঁ বলতাম, তাহলে তোমাদের জন্যে প্রতিবছর হজ ফরজ হয়ে যেত এবং তোমরা তা পালন করতে অক্ষম হতে।' তারপর তিনি উপরিউক্ত উপদেশ দেন।]

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

৫৩.

মানুষকে যদি তার দাবি অনুযায়ী ফয়সালা করে দেয়া হয়,
তবে প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবন ও সম্পদের দাবিদার পাওয়া যাবে।
তাই বিবাদীকে অবশ্যই হলফ করার অধিকার দিতে হবে।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); মুসলিম, বায়হাকি, নববী

৫৪.

দুই ব্যক্তি বিচার চাইতে এলে
প্রথমজনের কথা শুনেই রায় দিয়ে দিও না।
অপর পক্ষের কথা পুরোপুরি শোনার পর
তুমি নিজেই বুঝতে পারবে রায় কী দিতে হবে।

–*আলী ইবনে আবু তালিব (রা);* আহমদ

৫৫.

মানুষের মনে প্রশ্নের কোনো শেষ নেই।
এর অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর।
তারা এমন প্রশ্নও করবে : ঠিক আছে,
আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন,
তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে?

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* আহমদ, বোখারী

৫৬.

কোনো পাপ করার কারণে যদি কেউ কোনো বিশ্বাসীকে
খোঁটা দিয়ে অপমান করে,
তবে সে পাপ নিজে না করা পর্যন্ত সে মারা যাবে না।

–*মুয়াজ ইবনে জাবল (রা);* তিরমিজী, আশকালানী

৫৭.

পরকীয়া, ব্যভিচার, মদ ও মাদক গ্রহণ, মিথ্যাচার এবং
চুরি হচ্ছে জঘন্য পাপাচার এবং কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

–*ইমরান ইবনে হোসেইন (রা);* বোখারী, মুসলিম

৫৮.

আল্লাহর শপথ! দুই দুর্বল সত্তা—
এতিম ও নারীদের অধিকার রক্ষায়
যে-কোনো ব্যর্থতাকে আমি পাপাচার বলে ঘোষণা করছি।

–*খুয়াইলিদ ইবনে আমর (রা);* নাসাঈ

৫৯.

অবিচার ও জুলুম কোরো না। মহাবিচার দিবসে জুলুম পুঞ্জিভূত
অন্ধকাররূপে তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে।
কৃপণতা কোরো না। কৃপণতা অতীতে বহু
রক্তারক্তি ও হানাহানির কারণ হয়েছে।
কৃপণতাই তাদের প্ররোচিত করেছে অবৈধ বিষয়কে বৈধতা দিতে।

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); আহমদ, হাকেম

৬০.

বৈঠকের আলোচনা আমানত (অর্থাৎ অন্যদের অনুমতি ছাড়া
বাইরের কারো সাথে এ নিয়ে আলাপ করা গুরুতর পাপ)।
তবে তিনটি বিষয়ে বৈঠকের আলোচনা আমানত নয় :
১. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করার চক্রান্ত করার বৈঠক।
২. গোপনে ব্যভিচার করার বৈঠক।
৩. অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র করার বৈঠক।
(এই তিন ধরনের বৈঠকের আলোচনা আমানত নয়।)

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); আবু দাউদ, মেশকাত

৬১.

আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ অনুশোচনারই অংশ।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); ইবনে মাজাহ

৬২.

বিনয়ী ও নম্র হও। কেউ কারো ওপর অন্যায় কোরো না।
কেউ নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে কোরো না।
সবার সাথে সুন্দর আচরণ করো।

–আয়াজ ইবনে হিমার (রা); মুসলিম

৬৩.

কাউকে প্রশংসা করতে গিয়ে যুক্তির সীমালঙ্ঘন কোরো না।

–আবু মুসা (রা), আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা); বোখারী

৬৪.

কোনোকিছু অতিরঞ্জিত কোরো না।
অতিরঞ্জনকারী অতিরঞ্জন করে নিজেরই ক্ষতি করে।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); মুসলিম

৬৫.

বাক্‌চতুর মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো।
কথাবার্তায় আলোচনায় মনে হবে তারা জ্ঞান ও সচ্চরিত্রের ধারক
কিন্তু তাদের কর্ম থেকে বেরোবে বদমাইশি ও পাপাচারের দুর্গন্ধ।

–বায়হাকি, মেশকাত

৬৬.

তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি—যে একজনের কাছে
একরূপে আবার অন্যজনের কাছে অন্যরূপে নিজেকে প্রকাশ করে।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৬৭.

কখনো অন্যকে অনর্থক ভয় দেখাবে না বা
সে ভয় পেতে পারে এমন কিছু করবে না।

–ইবনে আবু লায়লা (র); আবু দাউদ (মেশকাত)

৬৮.

কোনোকিছু পাওয়ার জন্যে জেদ ধোরো না।
তোমরা কেউ যদি আমার কাছ থেকে জোর করে কিছু পেতে চাও
আর আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই জিনিস তোমাকে দেই,
তবে তাতে কোনো বরকত থাকবে না।

–মোয়াবিয়া (রা); মুসলিম

৬৯.

দারিদ্র্য ও কুফর সমপর্যায়ের ক্ষতিকারক।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা); নাসাঈ, বায়হাকি

৭০.

যদি তুমি শোনো যে, একটা পাহাড় অপসারণ করা হয়েছে
তবে তা বিশ্বাস করতে পারো। কিন্তু যদি শোনো যে,
একজন মানুষের স্বভাব রাতারাতি বদলে গেছে,
তাহলে তা (তৎক্ষণাৎ) বিশ্বাস করবে না।

–*আবু দারদা (রা);* আহমদ

৭১.

যখন কাউকে বলতে শুনবে যে, মানুষজন সব খারাপ, বরবাদ হয়ে গেছে,
তখন বুঝবে—নষ্ট লোকের তালিকায় তার অবস্থানই শীর্ষে!

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুফরাদ, আহমদ

৭২.

অন্যের এমন সব দোষত্রুটি দেখা ও বলা থেকে বিরত থাকো,
যা তোমার মধ্যেও আছে।

–*আবু যর গিফারী (রা);* মেশকাত

৭৩.

নিজ পরিবার, গোত্র বা সম্প্রদায়ের অন্যায় কাজকে যে অন্ধভাবে
সমর্থন করে সে আসলে আত্মবিনাশের পথই অনুসরণ করে।

–*জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম

৭৪.

ব্যক্তি বিশেষের পাপ কাজ বন্ধ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও
যদি কোনো জাতি তা না করে, তবে সে জাতির ওপর আল্লাহ
কঠিন বিপদ ও আজাব আপতিত করবেন।

–*জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

৭৫.

দান করলে সম্পদ বাড়ে। ক্ষমা করলে সম্মান বাড়ে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৭৬.

প্রত্যেক আদম সন্তানই পাপী।
এদের মধ্যে ভালো সে-ই, যে ভুলের জন্যে অনুশোচনা করে।

—*আনাস ইবনে মালেক (রা);* তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, আশকালানী

৭৭.

যে ব্যক্তি অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকে,
আল্লাহ তাকে অন্যের ওপর নির্ভরতা থেকে রক্ষা করেন।
তাকে অভাবমুক্ত রাখেন।

—*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* বোখারী, নাসাঈ

৭৮.

যাকাত ছাড়াও তোমাদের সম্পদে মানুষের হক রয়েছে।

—*ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা);* তিরমিজী, ইবনে মাজাহ

৭৯.

প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার রয়েছে
খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের।

—*উসমান ইবনে আফফান (রা);* তিরমিজী

৮০.

বৈধভাবে উপার্জন করো ও বৈধ কাজে ব্যয় করো। তুমি পরিতৃপ্তি পাবে।
অবৈধভাবে যত উপার্জনই করো না কেন, কখনো পরিতৃপ্তি পাবে না।
আর মহাবিচার দিবসে অবৈধ সম্পদই তোমার কাল হবে।

—*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* বোখারী, মুসলিম

৮১.

যারা অর্থের পূজারি ও বিলাসী ভোগ্যপণ্যের প্রদর্শনকারী,
তারাই সত্যিকারের দরিদ্র। তারা পেলে খুশি হয়,
না পেলে হতাশায় ডুবে যায়।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

৮২.

হে মানুষ! তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ
সৎ কাজে ব্যয় করো। তাহলে তোমার কল্যাণ হবে।
আর যদি তা অকারণে কুক্ষিগত করে রাখো,
তবে তোমার ক্ষতি হবে। প্রয়োজনীয় সম্পদ
নিজের কাছে রেখে দিলে সেজন্যে তুমি তিরস্কৃত হবে না।
আর ব্যয় শুরু করবে যাদের দায়িত্ব তোমার ওপর রয়েছে,
তাদের লালনের মধ্য দিয়ে।

–*আবু উমামা (রা);* তিরমিজী

৮৩.

টাকাপয়সা ব্যয় করো। শুধু গুনে গুনে জমা কোরো না।
যদি তুমি শুধু গোনার কাজে ব্যস্ত থাকো,
আল্লাহ তোমাকে দেয়ার পরিমাণও সীমিত করে ফেলবেন।
কৃপণ হয়ো না। হলে আল্লাহ তোমাকে বেহিসাব দেবেন না।
(অতএব যত পারো সৎ কাজে ব্যয় করো।)

–*আসমা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৮৪.

অর্থপূজারিদের ওপর অভিসম্পাত!
অর্থের গোলামদের ওপর লানত!

–*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী, মেশকাত

৮৫.

মানুষ বলে, আমার ধন! আমার সম্পদ!
আসলে তোমার সম্পদের কতটুকু তোমার?
তোমার সম্পদ হচ্ছে—
১. যা তুমি খেয়েছ।
২. যা তুমি পরিধান করেছ। (দুনিয়াতেই এ দুটি শেষ।)
৩. যা তুমি দান করেছ। (আখেরাতের জন্যে তা-ই তোমার সঞ্চয়।)
[ধনসম্পদ যা রেখে যাবে তা হবে উত্তরাধিকারীদের।]

–*আবদুল্লাহ ইবনে আশশিখখির (রা), আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৮৬.

অন্যের আছে কিন্তু তোমার নেই—এমন জিনিসের জন্যে
প্রতিযোগিতায় নেমো না।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৮৭.

দুনিয়া আকর্ষণীয় ভোগ্যপণ্যে পরিপূর্ণ। আল্লাহ তোমাকে
তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন—তুমি কী করো তা দেখার জন্যে।
অতএব লোভ-লালসা থেকে নিজেকে রক্ষা করো এবং
বিপরীত লিঙ্গের (প্রতি মোহাবিষ্ট হওয়ার) ব্যাপারে সতর্ক থেকো।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা); মুসলিম

৮৮.

ভোগ্যপণ্যের আসক্তি অন্তরকে অন্ধ ও বধির করে দেয়।

–আবু দারদা (রা); আবু দাউদ

৮৯.

যারা শুধু অর্থবিত্ত ও বিলাসী ভোগ্যপণ্যের
পেছনে ছোটে তারা অভিশপ্ত!
(তারা কখনো প্রশান্তি বা আলোকিত অন্তর্লোকের সন্ধান পায় না।)

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৯০.

ভোগ্যপণ্য ও ধনসম্পত্তির পেছনে ছুটো না। সতর্ক থাকো।
তা না হলে তুমি আসক্ত হয়ে পড়বে।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); তিরমিজী

৯১.

বয়স বাড়ার সাথে সাথে সম্পদ ও দীর্ঘজীবনের প্রতি
একজন মানুষের মোহ বাড়তে থাকে।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); বোখারী

৯২.

বৈষয়িক প্রাচুর্যকে যে নিজের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে
নির্ধারণ করে, আল্লাহ তার চোখের সামনে
দারিদ্র্য (অর্থাৎ সব হারানোর ভয়)-কে দৃশ্যমান করে রাখেন।

—*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* ইবনে মাজাহ

৯৩.

ভোগ্যপণ্যের প্রতি নিরাসক্তি দেহ-মনকে প্রশান্ত রাখে।
আর ভোগ্যপণ্যের প্রতি আসক্তি
দুশ্চিন্তা, পেরেশানি ও রোগব্যাধি সৃষ্টি করে।
আর আলস্য নাশ করে প্রাণবন্ততা।

—*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* সুয়ুতি

৯৪.

পার্থিব নিরাসক্তির অর্থ
হালাল জিনিস নিজের জন্যে নিষিদ্ধ করা নয়।
নিরাসক্তির অর্থ হচ্ছে—
তোমার কাছে যা আছে, তার চেয়ে
আল্লাহর হাতে যা আছে তার ওপর বেশি নির্ভরতা।
নিরাসক্তির অর্থ হচ্ছে—
কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাকে তুমি যা হারাবে, তার চেয়ে
তোমার পুরস্কারের পরিমাণ হবে অনেক বেশি—
এই অনুভূতিতে তৃপ্ত থাকা।

—*আবু যর গিফারী (রা);* ইবনে মাজাহ

৯৫.

ধনসম্পদ, বিলাসী ভোগ্যপণ্য ও আভিজাত্যের প্রতি
মানুষের লোভ-লালসা তার ধর্মীয় চেতনার
যত মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে,
দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়েও ভেড়ার পালের ততটুকু ক্ষতি করতে পারে না।

—*কাব ইবনে মালেক (রা);* তিরমিজী

৯৬.

মিতব্যয় হচ্ছে নবুয়তের ৭০ ভাগের একভাগ।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); তাবারানী

৯৭.

মধ্যপন্থা অনুসরণ করো।

চিন্তাভাবনা না করে দায়িত্ব নিলে পরিণামে তুমি লজ্জিত হবে।

–হুজাইফা (রা); তিরমিজী, বায়হাকি

৯৮.

শুদ্ধাচার, সুবিবেচনা, পরিমিতি ও মধ্যপন্থা অবলম্বন হলো
নবুয়তের ২৪ ভাগের একভাগ।

–আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা); তিরমিজী

৯৯.

ভালো কাজে অবহেলা কোরো না।

সাতটি আপদের যে-কোনো একটি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আগে,
ভালো কাজ করো—

১. এমন অভাব-অনটন, যা তোমার প্রজ্ঞা-বুদ্ধি নাশ করে।

২. এমন প্রাচুর্য, যা তোমাকে সীমালঙ্ঘন করায়।

৩. এমন রোগ, যা তোমার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে।

৪. এমন বার্ধক্য, যা তোমার বুদ্ধি ও স্মৃতিবিভ্রম ঘটায়।

৫. এমন মৃত্যু, যা অকস্মাৎ ঘটে যায়।

৬. এমন বালা-মুসিবত, যা দজ্জালের আগমনে ঘটবে।

৭. অথবা কেয়ামত সংঘটিত হওয়া, যা হবে কঠিন দীর্ঘতম দিবস।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী

১০০.

কারো কোনো জিনিসের ক্ষতি করলে
অবশ্যই তার ক্ষতিপূরণ দেবে।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); বোখারী, মেশকাত

১০১.

কোনো শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করলে
কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর তার মজুরি পুরোপুরি শোধ করো।
অন্যথায় মহাবিচার দিবসে
আল্লাহ কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা নেবেন।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

১০২.

শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর আগে
তার মজুরি পরিশোধ করো।

—*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* ইবনে মাজাহ, মেশকাত

১০৩.

একজন অধীনস্থ কর্মী যখন (বৈধ কাজে)
মালিকের আনুগত্য করে,
তখন সে আল্লাহরই আনুগত্য করে
এবং যখন সে (বৈধ কাজে) মালিকের অবাধ্যতা করে,
তখন সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করে।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুফরাদ (বোখারী)

১০৪.

আল্লাহ তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন—
১. মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করা।
২. কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেয়া (ভ্রূণহত্যা করা)।
৩. দান করার সময় কৃপণতা করা।
৪. অন্যের কাছ থেকে নানাভাবে পেতে চাওয়া।
৫. ফালতু আলাপচারিতা ও বিতর্কে জড়িয়ে পড়া।
৬. অতিরিক্ত ও অযথা প্রশ্ন করা।
৭. ধনসম্পত্তির অপচয় করা
(যথাযথ যত্ন ও ব্যবহার না করা)।

—*মুগীরা ইবনে শুবা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৫.

হে মানুষ! তোমরা—

১. বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকে কাজে লাগাও।

২. দুর্যোগ-দুর্বিপাক আসার আগে সমৃদ্ধিকে কাজে লাগাও।

৩. কাজের চাপ বাড়ার আগে সময়কে কাজে লাগাও।

৪. অসুস্থ হওয়ার আগে স্বাস্থ্যকে কাজে লাগাও।

৫. শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে জীবনকে কাজে লাগাও।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); তিরমিজী, বায়হাকি

১০৬.

আমার [নবীজী (স)] পরে তোমরা অপ্রীতিকর ও
অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে।
তখন তোমরা নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবে এবং
(ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি পরিবর্তন ও নিজের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্যে)
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); বোখারী, মুসলিম

১০৭.

সঠিক কাজটি করো। অন্যায় করা থেকে বিরত থাকো।
মৃত্যুর সময় মানুষের মুখে যে মন্তব্য তুমি পছন্দ করবে,
সেই কাজটি করো। আর সে সময় মানুষের যে মন্তব্য
তুমি অপছন্দ করবে, তা করা থেকে বিরত থাকো।

–হারমালা ইবনে আবদুল্লাহ (রা); আত তারগিব, মুফরাদ

১০৮.

আমি মানুষের অতিরিক্ত কিছু নই।
আমি যখন ধর্ম বা জীবনাচরণ সম্পর্কে কোনো নির্দেশ দেই,
তখন তা পুরোপুরি অনুসরণ করো।
আর যখন পার্থিব বিষয়ে কিছু বলি,
তখন আমি তোমাদেরই মতো একজন।

–রাফি ইবনে খাদিজ (রা); মুসলিম, মেশকাত

জ্ঞান

১০৯.

জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক বিশ্বাসী নরনারীর জন্যে ফরজ।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); মেশকাত

১১০.

জ্ঞানী তারাই, যারা জ্ঞান অনুসারে কাজ করে।

–কাব (রা); মেশকাত

১১১.

জান্নাতে না পৌঁছা পর্যন্ত একজন বিশ্বাসীর জ্ঞানের তৃষ্ণা
কখনো নিবৃত্ত হয় না।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা); তিরমিজী

১১২.

জ্ঞান তোমাদের হারানো ধন, যেখানে পাও সেখান থেকেই কুড়িয়ে নাও।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী, মেশকাত

১১৩.

রাতে একঘণ্টা জ্ঞানচর্চা বা ধ্যান সারারাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); মেশকাত

১১৪.

জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণে যার জীবন উৎসর্গিত—সে শহিদ, সে অমর।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); মেশকাত

১১৫.

জ্ঞান অর্জন করো ও জ্ঞান বিতরণ করো। এটাই সর্বোত্তম কাজ।

–আনাস ইবনে মালেক (রা), আয়েশা (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); মেশকাত

১১৬.

জ্ঞান দান করো যোগ্যতা বিবেচনা করে।
অপাত্রে জ্ঞান দান করা শুকরের গলায় মুক্তোর মালা পরানোর সমতুল্য।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* ইবনে মাজাহ

১১৭.

যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্যে ঘর থেকে বের হয়,
সে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জেহাদের মধ্যে) থাকে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* তিরমিজী

১১৮.

শুধু জ্ঞান আহরণ বা বিতরণের উদ্দেশ্যে কেউ যদি সকালে ঘর থেকে
বের হয়, তবে সে একবার হজ সম্পাদনের সমান পুরস্কার লাভ করবে।

–*আবু উমামা (রা);* তাবারানী

১১৯.

যে জ্ঞান মানুষের কোনো উপকারে আসে না, তা অর্থহীন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* দারিমি, মেশকাত

১২০.

কোনো বিষয় যদি জানা না থাকে, তবে যে জানে তাকে জিজ্ঞেস করো।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* আবু দাউদ, মেশকাত

১২১.

সত্যজ্ঞান তুমি যা জানো তা অন্যকে বলা বা জানানো তোমার কর্তব্য।
আর কোনো বিষয়ে কিছু জানা না থাকলে তোমার বলা উচিত
'আল্লাহই এ বিষয়ে সবচেয়ে ভালো জানেন'।
কারণ যে বিষয়ে মানুষের কোনো জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে
'আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন' বলতে পারাটাও একটা জ্ঞান।
(কখনো জানার ভান করা বা মিথ্যা দাবি করা উচিত নয়)

–*মাশরুক (র);* বোখারী

১২২.

যে ব্যক্তি সত্যজ্ঞানের পথে বিচরণ করে,
আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

১২৩.

তোমরা আল্লাহর কাছে তোমার জন্যে কল্যাণকর জ্ঞান প্রার্থনা করো।
আর কল্যাণহীন জ্ঞান থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করো।

—*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* ইবনে মাজাহ

১২৪.

(জানার জন্যে আন্তরিকভাবে প্রশ্ন করো।) উত্তম প্রশ্ন জ্ঞানের অর্ধেক।

—*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বায়হাকি

১২৫.

অজ্ঞতার একমাত্র ওষুধ—জানার উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রশ্ন করা।

—*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* আবু দাউদ

১২৬.

কোনো কোনো কবিতায় গভীর জ্ঞান আছে। কবিতা কথার মতোই।
ভালো কবিতা ভালো কথার মতো। মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতো।

—*উবাই ইবনে কাব (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* মুফরাদ, দারাকুতনি

১২৭.

ইব্রাহিমের (আ) ওপর নাজিল হওয়া গ্রন্থের শিক্ষা অনুসারে
জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে সময়কে ভাগ করে নেয়া :

১. কিছু সময় প্রার্থনার জন্যে
২. কিছু সময় গভীর ধ্যানের জন্যে
৩. কিছু সময় আত্মপর্যালোচনার জন্যে
৪. কিছু সময় জীবিকা আহরণে।

—*আবু যর গিফারী (রা);* ইবনে হিব্বান

১২৮.

যে জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়,
সে জ্ঞানকে যদি কেউ পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্যে
অর্জন ও ব্যবহার করে,
তবে তা আখেরাতে কোনো কাজে লাগবে না।
সে জান্নাতের সুঘ্রাণ থেকেও বঞ্চিত হবে।

–আবু হুরায়রা (রা); আবু দাউদ

১২৯.

আখেরাতকে অবহেলা করে শুধু বৈষয়িক জ্ঞান নিয়ে
(বা জ্ঞানকে শুধু অর্থ উপার্জনের জন্যে ব্যবহারে)
ব্যস্ত থাকাকে আল্লাহ অপছন্দ করেন।

–আবু হুরায়রা (রা); হাকেম

১৩০.

জ্ঞানীদের কাছ থেকে বাহবা পাওয়ার জন্যে,
মূর্খদের সাথে বিতর্ক করার জন্যে,
আর মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে
যে জ্ঞান অর্জন করবে,
আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

–কাব ইবনে মালেক (রা); তিরমিজী

১৩১.

সে-ই অধম, যে শিক্ষিত কিন্তু অসৎ
আর উত্তম সে, যে জ্ঞানী এবং সৎ।

–আহওয়াস ইবনে হাকিম (রা); মেশকাত

১৩২.

প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির বিষয়ে
কাউকে নিরাশ করে না।

–আলী ইবনে আবু তালিব (রা); দারিমি

১৩৩.

৪০টি হাদিসের জ্ঞান যে আত্মস্থ ও সংরক্ষণ করবে,
মহাবিচার দিবসে একজন জ্ঞানী হিসেবে তার পুনরুত্থান হবে এবং
আমি [নবীজী (স)] তার শাফায়াতকারী হবো।

–আবু দারদা (রা); মেশকাত

১৩৪.

সত্যজ্ঞানীরা নবীদের উত্তরসূরি। নবীরা উত্তরাধিকার হিসেবে
সোনাদানা রেখে যান নি। তারা রেখে গেছেন সত্যজ্ঞান।
যারা এই সত্যজ্ঞান আহরণ করেছে, তারা যথার্থ উত্তরাধিকার লাভ করেছে।

–আবু দারদা (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

১৩৫.

এক হাজার অজ্ঞ আবেদের চেয়ে একজন সত্যজ্ঞানী
শয়তানের বিরুদ্ধে অনেক বেশি শক্তিশালী।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, মেশকাত

১৩৬.

(একজন আবেদের অর্থাৎ ইবাদতকারীর চেয়ে একজন সত্যজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।)
একজন সাধারণ বিশ্বাসীর ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব যেমন প্রতিষ্ঠিত,
একজন আবেদের ওপর একজন সত্যজ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্বও একই মাত্রার।
যারা মানুষকে সত্যজ্ঞান দান করে তাদের জন্যে আল্লাহ,
ফেরেশতাগণ এবং আকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রাণী দোয়া করে।

–আবু উমামা (রা); তিরমিজী

১৩৭.

সত্যজ্ঞানীর অনুপস্থিতিতে সাধারণ মানুষ মূর্খদেরই ইমাম বা নেতা বানিয়ে
তাদের কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা চাইবে। আর এই মূর্খরা জ্ঞান ছাড়াই
ফতোয়া দিতে শুরু করবে। তারা নিজেরা উচ্ছন্নে যাবে,
সাধারণ মানুষকেও উচ্ছন্নে যাওয়ার পথে নেতৃত্ব দেবে।

–আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); বোখারী, মুসলিম

১৩৮.

(যে কল্যাণ অনুসন্ধান করে) আল্লাহও তার কল্যাণ চান,
তাকে তিনি সত্যধর্মের জ্ঞানদান করেন।

–*মোয়াবিয়া (রা);* বোখারী, মুসলিম

১৩৯.

আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসুল!
দুনিয়াতে কারা সবচেয়ে বেশি
(দুঃখকষ্টের) পরীক্ষার সম্মুখীন হন?
তিনি বলেন, নবীরা!
: তারপর কারা?
: সত্যজ্ঞানীরা।
: তারপর কারা?
: সৎ মানুষেরা।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* হাকেম

১৪০.

সত্যধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি যদি
সে জ্ঞান গোপন করে, তবে মহাবিচার দিবসে
তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

১৪১.

আমি [আবু হুরায়রা (রা)] নবীজীর (স) কাছ থেকে
দুই ধরনের জ্ঞানলাভ করেছি।
আমি শুধু এক ধরনের জ্ঞানই তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছি।
দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞান যদি বর্ণনা করি,
তবে তোমরা আমার গলা কেটে ফেলবে।
(ইলমে মারেফত, যা আসলে বিশেষ সাধনা ছাড়া উপলব্ধি করা যায় না।
তাই তা সাধারণ্যে প্রকাশ শুধু ভুল বোঝাবুঝিই বাড়াবে।)

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

ধ্যান ও মৌনতা

১৪২.

একঘণ্টার ধ্যান ৭০ বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

–*আবু হুরায়রা (রা);* জামে উস-সগীর, ইবনে হিব্বান

১৪৩.

আল্লাহর সৃষ্টির বৈচিত্র্য নিয়ে ধ্যান করো,
তাঁর মহিমা আঁচ করতে পারবে।
আল্লাহকে নিয়ে ধ্যান করতে যেও না।
(কারণ তুমি কখনো তাঁর ক্ষমতার কূলকিনারা পাবে না।)

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* আবু নায়ীম, গাজ্জালী

১৪৪.

যে মৌন থাকল, সে রেহাই পেল।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* তিরমিজী

১৪৫.

সদাচরণ বা শুদ্ধাচার ও দীর্ঘ মৌনতার
সমতুল্য কোনো আমল নেই।

–*আবু যর গিফারী (রা);* আবু ইয়ালা, তাবারানী

১৪৬.

হে আবু যর! তোমাকে কি আমি দুটো আমলের কথা বলব,
যা পালন করা সহজ কিন্তু
পাপ-পুণ্যের পাল্লায় ওজনে খুব ভারী?
'অবশ্যই বলবেন, হে আল্লাহর রসুল' [আবু যরের (রা) উত্তর]।
নবীজী (স) বললেন, আমল দুটো হচ্ছে—
দীর্ঘ মৌনতা ও সদাচরণ বা শুদ্ধাচার!

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* মেশকাত, তাবারানী

১৪৭.

মৌনতা প্রজ্ঞার পথ।
কিন্তু খুব কম মানুষই মৌনতার অনুশীলন করে।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); বায়হাকি (আশকালানী)

১৪৮.

(একঘণ্টার) বিশুদ্ধ মৌনতা অনুশীলন
৬০ বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

–ইমরান ইবনে হোসেইন (রা); মেশকাত

১৪৯.

দীর্ঘ মৌনতা পালন করো। দীর্ঘ মৌনতা শয়তানকে
তোমার কাছ থেকে দূরে তাড়িয়ে দেয় এবং
তোমার ধর্মপরায়ণতা জোরদার করে।

–আবু যর গিফারী (রা); মেশকাত, বায়হাকি

প্রজ্ঞা

১৫০.

স্রষ্টা-সচেতনতার সুউচ্চ স্তর থেকেই প্রজ্ঞার শুরু।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); হাকেম

১৫১.

প্রজ্ঞা ১০ ভাগে বিভক্ত। নয় ভাগ জড়িত নিরাসক্তির সাথে।
আর একটি ভাগ জড়িত মৌনতার সাথে।

–আবু হুরায়রা (রা); সুয়ুতি

১৫২.

যদি এমন কোনো মানুষের খোঁজ পাও—
যে ফালতু গালগল্প করে না এবং
পার্থিব ভোগবিলাস থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে,
তবে তুমি তার সঙ্গ গ্রহণ করো।
(কারণ তার কাছ থেকে তুমি প্রজ্ঞার সন্ধান পাবে।)

–আবু খাল্লাদ (রা); বায়হাকি, ইবনে মাজাহ

১৫৩.

প্রত্যেককে প্রজ্ঞা দেয়া হয়েছে।
একজন ফেরেশতা এটা নিয়ন্ত্রণ করে। যখন কেউ বিনয়ী হয়,
তখন ফেরেশতাকে প্রজ্ঞা বৃদ্ধির নির্দেশ দেয়া হয়।
যখন তার মধ্যে অহংকারের প্রকাশ ঘটে,
তখন ফেরেশতা ঐ ব্যক্তির প্রজ্ঞা হ্রাস করার নির্দেশ পায়।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); তাবারানী

শুকরিয়া

১৫৪.

যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, যার কাছে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ রয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তাতেই যে পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে তাকে অভিনন্দন। সে সফল।

–*ফাদালা ইবনে ওবায়েদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* তিরমিজী, মুসলিম

১৫৫.

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।
উপকৃত হয়ে যে মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না,
সে কখনো আল্লাহর শোকরগোজার বান্দা হতে পারে না।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ, আহমদ

১৫৬.

তোমার চেয়ে বিত্তবান বা তোমার চেয়ে সুন্দর কারো দিকে না তাকিয়ে তোমার চেয়ে বিত্তহীন বা তোমার চেয়ে অসুন্দর কারো দিকে তাকাও। তাহলেই তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহকে অনুধাবন করতে পারবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১৫৭.

অকৃতজ্ঞ বান্দার মৃত্যুর সময় যখন তার আত্মাকে বলা হয়, বেরিয়ে এসো! তখন সে বলে, আমি স্বেচ্ছায় আসব না, আসতে হলে অপারগ হয়ে আসব।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, তিরমিজী

১৫৮.

অকৃতজ্ঞতাই শয়তানের প্রকাশ্য রূপ।

–*বারা ইবনে আজিব (রা);* মুফরাদ (বোখারী)

সালাম

১৫৯.

‘আসসালামু আলাইকুম’ বলে সবাইকে আগে সালাম দাও।

–আবু উমামা (রা); মেশকাত, আবু দাউদ

১৬০.

সর্বত্র সালামের প্রচলন করো
(প্রথম সুযোগেই আগে সালাম দাও)।
তোমরা লাভ করবে শান্তি ও নিরাপত্তা।

–বারা ইবনে আজিব (রা); আহমদ, মুফরাদ

১৬১.

সালামের প্রসার ঘটাও। ভালো কথা সুন্দর করে বলো।
এর মধ্যেই নিশ্চয়তা রয়েছে আল্লাহর ক্ষমার।

–আবু শুরাই (রা); ইবনে হিব্বান, তাবারানী

১৬২.

যখন তুমি ঘরে ফেরো, তখন ঘরের সবাইকে সালাম দাও।
সালাম তোমার ও তোমার পরিবারের
কল্যাণ ও বরকতের উৎসে পরিণত হবে।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); তিরমিজী

১৬৩.

বিশ্বাসী ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে ভালো না বাসলে
কখনো বিশ্বাসী হতে পারবে না।
আর পরস্পরকে ভালবাসতে হলে
পরস্পর সালাম দেয়ার রেওয়াজ চালু করো।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

১৬৪.

যে আল্লাহর নিকটবর্তী, সে-ই সবসময়
অন্যকে সালাম দেয়ার ক্ষেত্রে হয় অগ্রবর্তী।

—*আবু উমামা (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

১৬৫.

ইসলামে সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে, পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে
সবাইকে আগে সালাম দেয়া (আসসালামু আলাইকুম বলা)
এবং অভুক্ত মানুষকে খাওয়ানো।

—*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ

১৬৬.

হে মানুষ! পরস্পরকে সালাম দেয়ার রেওয়াজ চালু করো।
অভুক্তদের খাবার দাও। আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করো।
সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামাজে নিমগ্ন হও।
তুমি নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

—*আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা);* তিরমিজী

১৬৭.

তোমরা যখন কোনো সমাবেশে উপস্থিত হও, তখন আগে সালাম দাও।
সেখান থেকে বিদায় নেয়ার সময়ও সালাম দিয়ে বিদায় নাও।

—*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

১৬৮.

যখন কোনো সমাবেশে যোগ দেবে, তখন আগে সালাম দেবে।
সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময়ও সালাম দেবে।
যদি পুনরায় সেখানে উপস্থিত হও,
তাহলে আবার সালাম দেবে।
দ্বিতীয় সালাম প্রথমবার সালাম দেয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

—*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* আহমদ, নাসাঈ

১৬৯.

যখন তোমার কারো সাথে দেখা হয়, তাকে সালাম দাও।
যদি কোনো গাছ বা দেয়ালের আড়ালে চলে যাওয়ার পর
আবার তোমাদের দেখা হয়, তখন আবার সালাম দাও।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ

১৭০.

যানবাহনে আরোহণকারী পদচারীকে সালাম দেবে।
পদচারী বসা ব্যক্তিকে সালাম দেবে।
কম সংখ্যক মানুষ বেশি সংখ্যক মানুষকে সালাম দেবে।
আর বয়সে ছোটরা সালাম দেবে বড়দেরকে।
(এটাই সালামের সাধারণ নিয়ম।)

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১৭১.

দুজন পথ চলার সময় যে পদচারী প্রথম সালাম দেবে, সে-ই উত্তম।

–*জাবির (রা);* মুফরাদ

১৭২.

শিশুদের আগে সালাম দাও।
(নবীজী (স) শিশু-কিশোরদের পাশ দিয়ে যাওয়ার পথে
সবসময় আগে সালাম দিতেন।)

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

১৭৩.

নবীজী (স) যখন কোনো গোত্রের কাছে যেতেন,
তখন তিনি তাদের আগে সালাম দিতেন।
পর পর তিন বার সালাম দিতেন।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী

১৭৪.

আমরা মেয়েদের একটি দল মসজিদে বসেছিলাম।
নবীজী (স) পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের সালাম দিলেন।

–*আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

১৭৫.

মুসলমান, ইহুদি ও মূর্তিপূজকদের এক সমাবেশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়
নবীজী (স) সবাইকে সম্বোধন করে সালাম দিলেন—
'আসসালামু আলাইকুম'।

–*উসামা ইবনে জায়েদ (রা);* বোখারী, মুসলিম

১৭৬.

সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে সালামের জবাব না দেয়া কৃপণ মনের প্রকাশ।
নিঃসন্দেহে সে কৃপণদের একজন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* মুফরাদ (বোখারী)

করমর্দন

১৭৭.

সালাম পূর্ণতা পায় হাত মেলানো বা করমর্দনের মাধ্যমে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আবু উমামা (রা);* বায়হাকি, তিরমিজী

১৭৮.

যখন দুই জন বিশ্বাসী মিলিত হয় এবং
আন্তরিকভাবে করমর্দন করে (হাত মেলায়),
তখন তারা পৃথক হওয়ার আগেই
তাদের পাপমোচন করা হয়।

–*বারা ইবনে আজিব (রা), আবু হুরায়রা (রা);* বাজ্জার, আবু দাউদ

সুবচন

১৭৯.

তুমি যদি বিশ্বাসী হও, তাহলে ভালো কথা বলো
অথবা নীরব থাকো।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

১৮০.

অন্যের বুদ্ধি-বিবেচনা বা চেতনার স্তর বুঝে কথা বলো।

–*আলী ইবনে আবু তালিব (রা);* বোখারী

১৮১.

চিন্তাভাবনা করে যে অন্যের কল্যাণার্থে কথা বলে,
জাহান্নামকে আল্লাহ তার কাছ থেকে বহু দূরে নিয়ে যান।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১৮২.

(নিজ কথার গুরুত্ব উপলব্ধি না করেও)
একজন মানুষ যখন আল্লাহর পছন্দনীয় কথা বলে,
তখন আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।
(একইভাবে নিজ কথার গুরুত্ব উপলব্ধি না করেও)
যখন একজন মানুষ আল্লাহর অপছন্দনীয় কথা বলে,
তখন তা তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

১৮৩.

অতিরিক্ত হাসিতামাশা এড়িয়ে চলো।
অতিরিক্ত হাসিতামাশা অন্তরকে ভোঁতা করে দেয়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী, ইবনে মাজাহ

১৮৪.
আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ মানুষ হচ্ছে তারা—
যারা অতিরিক্ত কথা বলে,
অন্যদের নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ করে,
(হামবড়াভাবে) কোনোদিকে খেয়াল না রেখে বকবক করে যায়।
–*আবু হুরায়রা (রা);* আহমদ, মুফরাদ

১৮৫.
আল্লাহর স্মরণ (জিকির) ছাড়া দীর্ঘ আলাপচারিতায় মেতে থেকো না।
(ফালতু আড্ডা দেবে না)। আল্লাহর স্মরণ ছাড়া দীর্ঘ আলাপ
মনের সংবেদনশীলতা নষ্ট করে, হৃদয়কে ভোঁতা করে দেয়।
আর ভোঁতা হৃদয় মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায়।
–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* তিরমিজী

১৮৬.
তোমার বিশ্বাসী ভাইয়ের সাথে ঝগড়া কোরো না,
তাকে নিয়ে তামাশা কোরো না।
তাকে কথা দিয়ে থাকলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কোরো না।
–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* তিরমিজী

১৮৭.
একদা একজন আরেকজনকে সামনাসামনি অতিরঞ্জিত প্রশংসা করছিল।
নবীজী (স) সব শুনতে পেয়ে বললেন,
তুমি তো ওকে খুন করে ফেললে! তার মেরুদণ্ড ভেঙে দিলে!
–*আবু মুসা আশয়ারী (রা);* বোখারী, মুসলিম

১৮৮.
পরস্পরকে গালিগালাজ কোরো না।
যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি গালির জবাবে সীমালঙ্ঘন না করে,
তবে প্রথম গালিটি যে দেবে, সে-ই দোষী সাব্যস্ত হবে।
–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী

১৮৯.

উগ্রভাষী কখনো বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

–*হারিসা ইবনে ওয়াহাব (রা);* বোখারী

১৯০.

সত্যিকার বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনো বিদ্রুপকারী, অভিসম্পাতকারী,
অসদাচারী ও অশ্লীলভাষী হতে পারে না।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* তিরমিজী, হাকেম

১৯১.

অশ্লীল কথাবার্তা ও বাজারের চেঁচামেচি আল্লাহ অপছন্দ করেন।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* আবু দাউদ, মুফরাদ

১৯২.

অশ্লীলতা বা অশ্লীল ভাষার ব্যবহার সবকিছুর সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়
আর শালীনতা সবকিছুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* তিরমিজী

১৯৩.

নবীজী (স) কখনোই অশ্লীল কথা বলতেন না বা শুনতেনও না।
তিনি প্রায়ই বলতেন : তোমাদের মধ্যে ভালো তারাই,
যারা সদালাপী ও শুদ্ধাচারী।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

১৯৪.

মহাবিচার দিবসে অশ্লীলভাষী ও অমিতাচারীরা
আল্লাহর রোষানলে পড়বে।

–*আবু দারদা (রা);* তিরমিজী

সদাচরণ/ শুদ্ধাচার

১৯৫.

সচ্চরিত্র ও শুদ্ধাচারের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যেই
আমি রসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।

–আবু হুরায়রা (রা), আনাস ইবনে মালেক (রা); বায়হাকি, আহমদ, মুফরাদ, হাকেম

১৯৬.

তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র উত্তম, মানুষ হিসেবে সে সর্বোত্তম।

–আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); বোখারী, মুসলিম

১৯৭.

ভালো কাজ হলো সদাচরণ।
আর মন্দ কাজ হলো, যা তার মনকে পীড়িত করে এবং
যা সে গোপন রাখতে চায়।

–নাওয়াস ইবনে সামআন (রা); মুসলিম, তিরমিজী, মুফরাদ

১৯৮.

সদাচারী বা শুদ্ধাচারী সৎকর্মশীল দীর্ঘায়ু মানুষই উত্তম মানুষ।

–আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা); তিরমিজী

১৯৯.

তোমরা ধনসম্পত্তি দিয়ে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না।
মানুষকে সন্তুষ্ট করো হাসিমুখে সুন্দর আচরণ উপহার দিয়ে।

–আবু হুরায়রা (রা); হাকেম, আশকালানী

২০০.

সবচেয়ে নিকৃষ্ট সে-ই, যার দুর্ব্যবহারের জন্যে
অন্যেরা তাকে এড়িয়ে চলে।

–আয়েশা (রা); বোখারী

২০১.

দুর্ব্যবহার দুর্ভাগ্য ডেকে আনে।

–আয়েশা (রা); আহমদ, আশকালানী

২০২.

যারা স্ত্রীকে প্রহার করে, তাদের সদাচারী বলা যায় না।

–আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা); বোখারী, মেশকাত

২০৩.

তোমরা আমাকে কখনো কৃপণ, মিথ্যুক ও
কাপুরুষ হিসেবে দেখতে পাবে না।

–জুবাইর ইবনে মুতিম (রা); বোখারী

২০৪.

তুমি যদি জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পেতে চাও
এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও,
তাহলে অন্যের সাথে সেই আচরণ করবে,
যা তুমি নিজের জন্যে প্রত্যাশা করো।
আর আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস-সহ মৃত্যু কামনা করবে।

–আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); মুসলিম

২০৫.

মহাবিচার দিবসে একজন বিশ্বাসীর
সবচেয়ে মূল্যবান নেকি হবে তার সদাচরণ।

–আবু দারদা (রা); তিরমিজী

২০৬.

একজন বিশ্বাসী সদাচরণের মাধ্যমে
সারাদিন রোজা পালনকারী ও সারারাত ইবাদতকারীর
সমান মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

–আয়েশা (রা); আবু দাউদ

২০৭.

আল্লাহ-সচেতনতা ও সদাচরণ জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী

২০৮.

সাধারণ মানুষের সাথে মিলেমিশে বসবাসকারী
কোমল হৃদয়, শুদ্ধাচারী ও সমমর্মী মানুষের জন্যে
জাহান্নামের আগুন হারাম করা হয়েছে।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); তিরমিজী

২০৯.

সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এবং ভালো কাজ করেও
যে জাঁকজমক ও আত্মপ্রদর্শন থেকে বিরত থাকে,
জান্নাতের একপাশে তার নিবাস নিশ্চিত।
ঠাট্টা বা কৌতুক করার ছলেও যে মিথ্যা বলে নি,
জান্নাতের মধ্যস্থলে তার নিবাস নিশ্চিত।
আর যে সচ্চরিত্র-শুদ্ধাচারী, জান্নাতের শীর্ষস্থানে হবে তার নিবাস।

–আবু উমামা (রা); আবু দাউদ

২১০.

শুদ্ধাচারী ও চরিত্রবানরাই মহাবিচার দিবসে
আমার প্রিয়জন হিসেবে কাছাকাছি থাকবে।
আর অহংকারী, বাচাল ও দুর্ব্যবহারকারী বদমেজাজিরা
আমার কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে থাকবে।

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); তিরমিজী

সমমর্মিতা

২১১.

আল্লাহ পরমদয়ালু। তিনি সমমর্মিতা ভালবাসেন।
সমমর্মিতা যা অর্জন করতে পারে, কঠোরতা তা কখনো পারে না।
তিনি সমমর্মী মানুষকেই অনুগ্রহ করেন।

–*আয়েশা (রা);* মুসলিম

২১২.

অর্থ ও ভোগ্যপণ্যের উপচে পড়া সমারোহ কাউকে সম্পদশালী করে না।
সত্যিকার সম্পদ হচ্ছে সমমর্মিতা ও হৃদয়ের মহানুভবতা।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

২১৩.

'মানুষের প্রতি যে সমমর্মী নয়, মানুষের প্রতি যার দয়ামায়া নেই,
আল্লাহ তাকে দয়া করেন না।'

[একদিন নবীজী (স) তাঁর নাতি হাসানকে (রা) চুমু দিচ্ছিলেন। এসময় উপস্থিত একজন সাহাবী আল আকরা ইবনে হাবিস (রা) বলেন যে, আমার ১০ পুত্র, কিন্তু আমি তাদেরকে কখনো চুমু দেই নি। নবীজী (স) তখন এই মন্তব্য করেন।]

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

২১৪.

যার মধ্যে অন্যের প্রতি সমমর্মিতা নেই, তার আসলে কোনো সদ্‌গুণ নেই।

–*জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম

২১৫.

সমমর্মিতা ও ভালবাসা পরের প্রজন্মেও সঞ্চারিত হয়।
(একইভাবে ঘৃণাও সঞ্চারিত হতে পারে পরের প্রজন্মে।)

–*আবু বকর ইবনে হাজম (রা);* জামে উস-সগীর, মুফরাদ (বোখারী)

বিনয়

২১৬.

আন্তরিক বিনয় সকল সদ্‌গুণের উৎস।

–মেশকাত

২১৭.

বিনয় ও কোমল আচরণ সাদাকার অংশ।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* ইবনে হিব্বান

২১৮.

নিম্নোক্ত চারটি গুণ নির্মল চরিত্র গঠন করে—

১. বিশ্বাসযোগ্যতা, ২. সত্যবাদিতা, ৩. বিনয়

৪. হালাল উপার্জনে জীবনযাপন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* মুফরাদ (বোখারী)

২১৯.

ধৈর্য ও বিনয় আল্লাহ পছন্দ করেন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* মুসলিম

২২০.

বিনয়, দয়া ও ক্ষমায় সিক্ত হৃদয়কে আল্লাহ ভালবাসেন।

–*আবু দারদা (রা);* তাবারানী

২২১.

বিনয় কখনো সম্মান কমায় না।

যখন কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বিনয়ী হয়,

আল্লাহ অবশ্যই তার সম্মান বাড়িয়ে দেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

দয়া কোমলতা ও ক্ষমা

২২২.

আল্লাহ্ দয়াময়।

তিনি সকল কাজে দয়াশীলতা পছন্দ করেন।

—*আয়েশা (রা);* বোখারী, মুসলিম

২২৩.

দয়ালুকে আল্লাহ্ দয়া করেন।

তাই জীবে দয়া করো, আল্লাহ্ তোমাকে দয়া করবেন।

—*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

২২৪.

যার স্বভাবে কোমলতা নেই,

সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।

—*জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* আবু দাউদ, আহমদ

২২৫.

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোমল। তিনি কোমলতা পছন্দ করেন।

তিনি বান্দাদের কোমলতার কারণে যা দেন,

তা কঠোর স্বভাবের কাউকে দেন না।

—*আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফল (রা);* মুফরাদ (বোখারী), মুসলিম

২২৬.

ধর্মপরায়ণতা ও কল্যাণের সাথে স্বভাবের কোমলতা

অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে কোমলতা থেকে বঞ্চিত,

সে সু-স্বভাব ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

মহাবিচার দিবসে সু-স্বভাবের ওজন হবে বিশ্বাসীর জন্যে সবচেয়ে বেশি।

নিশ্চয়ই অশ্লীলভাষী ও বাচালকে আল্লাহ্ অপছন্দ করেন।

—*আবু দারদা (রা);* মুফরাদ, ইবনে হিব্বান

২২৭.

কোমলতা চেহারার কমনীয়তা বাড়ায়।
কোমলতা চলে গেলে চেহারার কমনীয়তা হারিয়ে যায়।

–*আয়েশা (রা);* মুসলিম

২২৮.

অন্যকে ক্ষমা করো। তুমি আল্লাহর ক্ষমা পাবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* বোখারী, আবু দাউদ

২২৯.

কারো প্রতি অন্যায় করে থাকলে
যত তাড়াতাড়ি পারো ক্ষমা চেয়ে নাও।

–বোখারী

২৩০.

প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ক্ষমা করে,
আল্লাহর কাছে সে-ই বেশি সম্মান পাবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বায়হাকি, ইবনে হিব্বান

২৩১.

ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি করা যাদের স্বভাব,
তাদেরকে সবসময়ই ক্ষমার চোখে দেখো।

–*আয়েশা (রা);* আহমদ

সংযম ও আত্মশুদ্ধি

২৩২.

একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন,
কীভাবে আত্মশুদ্ধি করা যায়?
নবীজী (স) বললেন, তুমি সবসময় মনে রাখবে,
তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহ তোমার সাথে আছেন
(তোমার সবকিছু দেখছেন)।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মোয়াবিয়া (রা);* তাবারানী

২৩৩.

তোমার প্রবৃত্তিকে (খেয়ালখুশিকে) ধর্মের নিয়ন্ত্রণে
না আনা পর্যন্ত তুমি বিশ্বাসী নও।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* মেশকাত

২৩৪.

ঘন ঘন মৃত্যুর কথা মনে করো।
তাহলে পার্থিব লোভ-লালসা ও আসক্তি কমতে থাকবে।
জৈবিক কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী, নাসাঈ

২৩৫.

আত্মনিয়ন্ত্রণ মানুষকে জান্নাতের পথে অগ্রবর্তী করে।
প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টা মানুষকে
সরাসরি জাহান্নামে ঠেলে দেয়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মেশকাত

২৩৬.

সতর্ক থেকো, তোমার সবচেয়ে বিপজ্জনক অঙ্গ হচ্ছে জিহ্বা।

–*সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* তিরমিজী

২৩৭.

জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো।
জিহ্বার কারণেই বহু মানুষকে
জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে।

–*মুয়াজ ইবনে জাবল (রা);* তিরমিজী

২৩৮.

যখন একজন মানুষ সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠে,
তখন তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জিহ্বাকে
সর্বান্তকরণে অনুরোধ করে, 'আল্লাহ-সচেতন হও;
আমরা তোমাকেই অনুসরণ করি।
তুমি ঠিক থাকলে আমরা ঠিক থাকব
আর তুমি ভুল করলে আমরাও ভুল করব।'

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* তিরমিজী

২৩৯.

জিহ্বা ও যৌনাঙ্গের অপব্যবহার
জাহান্নামে প্রবেশের রাজপথ।

–*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী, আহমদ

২৪০.

তুমি যদি তোমার জিহ্বা ও যৌনাঙ্গের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দাও
(অর্থাৎ মুখ ও যৌনাঙ্গের সকল অন্যায় থেকে বিরত থাকো),
তবে আমি তোমাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

–*সহল ইবনে সাদ (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৪১.

মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্যেরা নিরাপদ।
আর মুহাজের (হিজরতকারী) সেই ব্যক্তি,
আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে যে দূরে থাকে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৪২.

হঠাৎ করে বা ঘটনাচক্রে নিষিদ্ধ কিছুর প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলে
তোমার কর্তব্য হচ্ছে—মুহূর্তে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া।

–*জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম

২৪৩.

কোনো পুরুষ কোনো নারীর গোপন অঙ্গের দিকে তাকাবে না।
কোনো নারীও তাকাবে না অন্য নারীর গোপন অঙ্গের দিকে।
দুজন পুরুষ একত্রে একই চাদরের নিচে জড়াজড়ি করে ঘুমাবে না।
একইভাবে দুজন নারীও এক চাদরের নিচে জড়াজড়ি করে ঘুমাবে না।
(কারণ এতে কুপ্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিতে পারে।)

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* মুসলিম

২৪৪.

বিপরীত লিঙ্গের দিকে বা তার কোনো
অঙ্গের দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকানো বা
যৌন উত্তেজক দৃশ্য দেখা চোখের ব্যভিচার।
যৌন উত্তেজক বা অশ্লীল গালগল্প শোনা কানের ব্যভিচার।
যৌন উত্তেজক কথাবার্তা বলা জিহ্বার ব্যভিচার।
হাত দিয়ে উত্তেজক কিছু স্পর্শ করা হাতের ব্যভিচার।
উত্তেজক কিছুর দিকে এগিয়ে যাওয়া পায়ের ব্যভিচার।
মন কুভাবনার মাধ্যমে যৌন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে আর
যৌনাঙ্গ এই ক্রিয়া সম্পন্ন করে কিংবা
মন সংযমী হয়ে তা প্রতিহত করে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

সবর

২৪৫.

যে ধৈর্যশীল হতে চায়, আল্লাহ তাকে
পর্যাপ্ত ধৈর্য বা সবর দান করেন।
ধৈর্য বান্দার প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় উপহার।
–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৪৬.

চলাফেরায় তাড়াহুড়ো কোরো না।
ধীরস্থিরভাবে চলাফেরা করো।
তাড়াহুড়োয় কোনো কল্যাণ নেই।
–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৪৭.

আল্লাহ চান তুমি ধীরস্থিরভাবে কাজ করো।
আর শয়তান চায় তুমি তাড়াহুড়ো ও হুলস্থুল করো।
–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বায়হাকি

২৪৮.

একজন বিশ্বাসীর জানমাল-সন্তানের ওপর
বিপদ-আপদ লেগে থাকতে পারে। (এটা তার জন্যে পরীক্ষা।
যে সবর সহকারে পরিস্থিতির মোকাবেলা করবে)
সে গুনাহমুক্ত হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।
–*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী

২৪৯.

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যদি কেউ সকল কষ্ট ও ক্ষয়ক্ষতিতে
ধৈর্যধারণ করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
–*আবু উমামা (রা);* ইবনে মাজাহ

সদ্‌গুণ

২৫০.

ধর্মপরায়ণ, মিতচারী ও আত্মপ্রচারবিমুখ
সৎকর্মশীল দাসকে আল্লাহ ভালবাসেন।

—*সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা);* মুসলিম

২৫১.

সে ব্যক্তিই সৎ—যে চিন্তা, কথা ও কাজে সৎ।

—বায়হাকি

২৫২.

তিনটি গুণ তোমাকে পরিত্রাণ দেবে। গুণ তিনটি হচ্ছে :
১. প্রকাশ্য ও গোপনে সবসময় আল্লাহ-সচেতন থাকা।
২. আনন্দ বা ক্রোধে সবসময় সত্য বলা।
৩. অভাবে বা প্রাচুর্যে সবসময় পরিমিতি বজায় রাখা।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বায়হাকি, মেশকাত

২৫৩.

সত্যবাদিতা সততার পথ দেখায়, সততা জান্নাতের পথে নিয়ে যায়।
আর মিথ্যা অশ্লীলতার পথ দেখায়,
অশ্লীলতা জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়।

—*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৫৪.

কল্যাণের উদ্দেশ্যে শুধু তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি রয়েছে—
১. বিবদমান দুটি দলের মধ্যে শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে।
২. যুদ্ধ জয়ের জন্যে।
৩. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে।

—*আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা), উম্মে কুলসুম (রা);* মুসলিম, তিরমিজী

২৫৫.

মুসা (আ) আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন,
১. হে প্রভু! তোমার দাসদের মধ্যে সবচেয়ে মনোযোগী কারা?
আল্লাহ জবাব দিলেন, যারা সবসময় আমাকে স্মরণ করে।
আমার নাম কখনো বিস্মৃত হয় না।
২. তোমার দাসদের মধ্যে সবচেয়ে অনুগত কারা?
যারা আমার দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে।
৩. তোমার দাসদের মধ্যে সবচেয়ে সুবিচারক কারা?
যারা নিজেরা যেভাবে বিচার পেলে খুশি হতো, সেভাবে বিচার করে।
৪. তোমার দাসদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী কারা?
একজন জ্ঞানী, যে তার জ্ঞান নিয়ে অতৃপ্ত এবং
ক্রমাগত অন্যের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে।
৫. তোমার দাসদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত কারা?
যারা প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়।
৬. তোমার দাসদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধনী কারা?
যারা তাদের যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট।
৭. তোমার দাসদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র কারা?
যারা তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা করে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* ইবনে হিব্বান

২৫৬.

তুমি যদি নিম্নোক্ত ছয়টি বিষয় অনুসরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও,
তবে আমি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা দিচ্ছি :
১. যখন কথা বলবে, সত্য কথা বলবে।
২. যখন ওয়াদা করবে, তা রক্ষা করবে।
৩. আমানতের হেফাজত করবে এবং তা ফেরত দেবে।
৪. যৌনাঙ্গের অপব্যবহার করবে না।
৫. নিষিদ্ধ জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করবে না,
এমনকি সেদিকে তাকাবেও না।
৬. কারো ক্ষতি বা কারো অধিকার নষ্ট করবে না।

–*উবাদা ইবনে সামিত (রা);* আহমদ, বায়হাকি

দান

সততার সাথে দান সংগ্রহকারী ও দান বিতরণকারী
দাতার মতোই সমভাবে পুরস্কৃত হবে।

–*নবীজী (স)*

সাদাকা

২৫৭.

প্রত্যেকটি ভালো কাজই সৎকর্ম, সাদাকা বা দান বা সেবা।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৫৮.

সাদাকা বা দান বা অন্যের সেবা হচ্ছে ঈমানের প্রমাণ।

–*আবু মালেক আশয়ারী (রা);* মুসলিম, নববী

২৫৯.

মহাবিচার দিবসে তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই তার প্রতিপালক
কথা বলবেন। এই কথাবার্তায় কোনো দোভাষী থাকবে না।
যখন ডানে তাকাবে, তুমি তখন তোমার অতীত ভালো কাজ দেখতে পাবে।
বামে তাকালে তুমি তোমার অতীত মন্দ কাজ দেখবে।
আর সামনে দেখবে জাহান্নামের লেলিহান আগুন।
তাই সময় থাকতে, এমনকি এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও
নিজেকে বাঁচাও। আর তা-ও যদি না পারো,
তবে হাসিমুখে কথা বলে, ভালো কথা বলে ও ভালো ব্যবহার করে
নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।

–*আদী ইবনে হাতিম (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৬০.

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করলে সেই সাদাকা বা দান
গ্রহীতার হাতে পৌঁছার আগেই আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়।

–তাবারানী

২৬১.

নিজের প্রিয় ও পছন্দনীয় জিনিস থেকে দানই উত্তম দান।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৬২.

সর্বোত্তম দান হচ্ছে নিজের শ্রম দ্বারা অর্জিত অর্থ থেকে
সাধ্যমতো দান করা।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

২৬৩.

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে তুমি যা ব্যয় করবে,
তোমাকে তার পুরস্কার দেয়া হবে,
এমনকি স্ত্রীর মুখে এক লোকমা আহার তুলে দিলেও।

–*সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৬৪.

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্যে
যা খরচ করা হয়, তা-ও দান বা সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।

–*আবু মাসউদ (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৬৫.

হালাল উপার্জন থেকে কেউ যদি একটি খেজুরের মূল্যের
সমপরিমাণ দান করে, আল্লাহ তা দানকারীর জন্যে বৃদ্ধি করতে থাকেন।
এই বৃদ্ধির উপমা হচ্ছে—তোমরা কেউ একটি বাছুর দিলে
আল্লাহ তাকে বৃদ্ধি করে পরিণত করলেন পাহাড়সম শক্তিমান বৃষে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৬৬.

তোমরা রোগ নিরাময়ের জন্যে সাদাকা দাও।

–জামে উস-সগীর

২৬৭.

তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও। রোগীর সেবা করো।
(মনোজাগতিক শৃঙ্খলে বন্দিসহ) বন্দিদের মুক্ত করো।

–*আবু মুসা আশয়ারী (রা);* বোখারী

২৬৮.

ক্ষুধার্তকে পেটপুরে খাওয়ানো উত্তম দান।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); মেশকাত

২৬৯.

মৃত মায়ের জন্যে কোন দান উত্তম হবে?
একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন। 'পানি'—নবীজীর (স) উত্তর।

–সাদ ইবনে উবাদা (রা); আবু দাউদ, নাসাঈ, মেশকাত

[কূপ খনন, পুকুর-দীঘি, টিউবওয়েল বা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা
মৃতের জন্যে উত্তম সাদাকা।]

২৭০.

মৃত পিতামাতার নামে দান উত্তম সাদাকা।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); বোখারী, তিরমিজী

[মৃত পিতামাতার নামে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা উত্তম সাদাকা।
তাদের নামে কোরআনের জ্ঞান বিতরণও সদকায়ে জারিয়া।]

২৭১.

নবীজীর (স) কাছে একজন জানতে চাইলেন,
'আমার মা হঠাৎ মারা যান। আমার মনে হচ্ছে,
তিনি যদি মৃত্যুর আগে বলে যেতে পারতেন,
তাহলে দান করার কথা বলতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে
দান করি, তবে কি তিনি এর সওয়াব পাবেন?'
নবীজী (স) স্পষ্ট উত্তর দিলেন, 'হাঁ! অবশ্যই পাবেন!'

–আয়েশা (রা); বোখারী, মুসলিম

২৭২.

দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চেয়ে উত্তম।
উদারতা শুরু করো নির্ভরশীলদের দান করে।
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে দান করা উত্তম সাদাকা।

–হাকিম ইবনে হিজাম (রা), আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, নাসাঈ

২৭৩.

তুমি যদি এত গোপনে দান করো যে,
তোমার বাম হাতও জানে না—ডান হাত কী দিয়েছে,
তাহলে মহাবিচার দিবসে তুমি আরশের ছায়ায় থাকবে।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম, আশকালানী

২৭৪.

সততার সাথে দান সংগ্রহকারী ও দান বিতরণকারী
দাতার মতোই সমভাবে পুরস্কৃত হবে।
(দান সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা উত্তম সাদাকা।)

–আবু মুসা আশয়ারী (রা); বোখারী, মুসলিম

২৭৫.

নীরব ও গোপন দান আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা করে।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); মেশকাত

২৭৬.

দান ও সাদাকায় (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে)
বাধা দান বা নিরুৎসাহিতকারীর ওপর লানত।

–আলী ইবনে আবু তালিব (রা); নাসাঈ, মেশকাত

২৭৭.

দান করে কখনো তা ফেরত নেবে না। তোমার দান করা জিনিস
যদি গ্রহীতা স্বেচ্ছায়ও তোমার কাছে বিক্রি করতে চায়,
তবুও তা কিনবে না। এটাও দান ফেরত নেয়ার সমান।
আর যে তা করবে, সে যেন নিজের বমি নিজে খেলো।

–ওমর ইবনে খাত্তাব (রা); বোখারী, মুসলিম

২৭৮.

কৃপণ আবেদের চেয়ে নিরক্ষর দাতা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।

–আবু হুরায়রা (রা); মেশকাত

২৭৯.

প্রতিদিন সকালে দুজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন।
একজন (সকালে যে দান করেছে এমন) দাতার জন্যে প্রার্থনা করেন :
'হে আল্লাহ! দাতাকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করো।'
আর অন্যজন (দান করা থেকে বিরত কৃপণের জন্যে)
প্রার্থনা করে : 'হে আল্লাহ! কৃপণের ধন বিনষ্ট করো।'

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৮০.

আমাকে যদি ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ ওজনের সোনা দেয়া হয়,
তবে তিন রাতের মধ্যেই আমি আনন্দিতচিত্তে সব দান করে দেবো।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৮১.

আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান!
কল্যাণার্থে ব্যয় করো, তোমাকেও সেভাবেই দেয়া হবে।'

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৮২.

নারীদের উদ্দেশ্যে নবীজী (স) বলেন : 'দান করো, দান করো।'
নারীরাই বেশি দান করেছিল।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* মুসলিম, নাসাঈ

২৮৩.

পানি যেভাবে আগুনকে নিভিয়ে ফেলে, দানও তেমনি পাপমোচন করে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা), মুয়াজ ইবনে জাবল (রা);* তিরমিজী, ইবনে মাজাহ

২৮৪.

প্রত্যেক দাতা মহাবিচার দিবসে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত
তার সাদাকা বা দানের সুশীতল ছায়ার নিচে থাকবে।

–*আবু মাসউদ (রা);* ইবনে হিব্বান, হাকেম, আশকালানী

২৮৫.

এক আবেদ পাহাড়ে হেঁটে বেড়ানোর সময় হঠাৎ
গায়েবি আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, 'অমুকের বাগানে পানি দাও'।
কিছুক্ষণ পরই বৃষ্টি শুরু হলো এবং পানি পাহাড়ের পাশে একটি নালা দিয়ে
গড়াতে লাগল। তিনি কৌতূহলী হয়ে ঐ নালাকে অনুসরণ করলেন।
কিছুদূর গিয়ে তিনি দেখলেন, একজন কৃষক কোদাল দিয়ে
মাটি কেটে বাগানে পানি ঢোকার পথ করে দিচ্ছে।
নাম জিজ্ঞেস করতেই তিনি চমকে উঠলেন। কারণ গায়েবি আওয়াজে এ
ব্যক্তির বাগানেই পানি দিতে বলা হয়েছিল। তার কাছে জানতে চাইলেন যে,
কোন পুণ্যের বিনিময়ে প্রকৃতি এভাবে তাকে সহযোগিতা করছে?
তিনি তখন বললেন, পুণ্যের কথা আমি বলতে পারব না।
তবে আমি এ বাগানের ফসলকে তিন ভাগ করি। একভাগ পরিবারের
ভরণপোষণ, একভাগ জমিতে বিনিয়োগ এবং বাকি একভাগ দান করি।
এজন্যেই হয়তো আল্লাহ আমাকে এভাবে সাহায্য করেন।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

২৮৬.

সাদাকা অকল্যাণ ও বালা-মুসিবতের দরজা বন্ধ করে।

—*আলী ইবনে আবু তালিব (রা);* রাজিন (মেশকাত)

২৮৭.

আল্লাহর রসুল (স) একদিন আমাদের জিজ্ঞেস করলেন :
তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যার কাছে নিজের ধনসম্পদের চেয়েও
উত্তরাধিকারীর ধনসম্পদ প্রিয়? সাহাবীরা বললেন,
আমাদের মধ্যে এমন (বোকা) কেউ নেই।
উত্তরাধিকারীর চেয়ে নিজের সম্পদই আমাদের কাছে প্রিয়।
তখন নবীজী (স) বললেন : তাহলে শুনে রাখো,
(পরিমিত জীবনোপকরণ ব্যবহার করে) যা তুমি দান করলে,
সৃষ্টির কল্যাণে ব্যবহার করলে, তা-ই তোমার সম্পদ।
আর যা জমিয়ে রেখে গেলে তা তোমার উত্তরাধিকারীর সম্পদ।

—*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* বোখারী

২৮৮.

একজন মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার সকল সৎকর্মের
সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি সৎকর্মের সওয়াব বা নেকি
সে সবসময় পেতে থাকবে—
১. সদকায়ে জারিয়া অর্থাৎ যে স্থায়ী দান থেকে
মৃত্যুর পরও মানুষ উপকৃত হয়।
যেমন : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।
(তাই মৃত্যুর আগেই নিজের এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি
সেবামূলক কাজে ওয়াকফ করুন।)
২. (কথন, লিখন প্রকাশ বা বিতরণের মাধ্যম) প্রচারিত জ্ঞান
(কোরআনের জ্ঞান এবং এমন পুস্তক, যা সঠিক জীবনদৃষ্টি প্রদান করে
মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে সাফল্যের সরলপথ দেখায়)।
৩. সুসন্তান (যে তার জন্যে দোয়া ও দান করে)।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, আবু দাউদ

২৮৯.

সাতটি কাজের নেকি একজন মানুষ তার মৃত্যুর পরও পেতে থাকবে।
১. জ্ঞানাগার (অর্থাৎ বই বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান), ২. খাল খনন,
৩. পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ৪. বৃক্ষরোপণ,
৫. মসজিদ নির্মাণ, ৬. কোরআনের কপি বিতরণ,
৭. নেক সন্তান, যে তার জন্যে দোয়া করবে।

—*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বাজ্জার

[সদকায়ে জারিয়ার ধারণা বাংলার মুসলমানদের অন্তরে এত বদ্ধমূল ছিল যে, ইংরেজরা বাংলা দখল করার আগে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ স্থাবর সম্পদই ছিল ওয়াকফ সম্পত্তি। এই ওয়াকফ সম্পত্তি দিয়েই মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা, এতিমখানা, মুসাফিরখানা ও সেবামূলক কাজ পরিচালিত হতো। ইংরেজরা বাংলা দখল করে প্রথমেই এই বিশাল ওয়াকফ সম্পত্তি গ্রাস করে। ফলে মুসলমানদের পুরো শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।]

সাদাকার স্বরূপ

২৯০.

প্রতিটি সৎকর্মই সাদাকা বা দান।
হাসিমুখে কথা বলা সাদাকা।
ভালো কাজে উৎসাহিত করা সাদাকা।
খারাপ কাজ থেকে কাউকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হওয়া সাদাকা।
পথহারা মানুষকে পথ দেখানো সাদাকা।
অসুস্থকে দেখতে যাওয়া সাদাকা।
কাউকে পানি ঢেলে খাওয়ানোও সাদাকা।

–*আবু যর গিফারী (রা);* তিরমিজী

২৯১.

সৎ কাজে অনুপ্রাণিত করা আর অসৎ কাজে
কাউকে নিষেধ করাও সাদাকা।

–*আবু যর গিফারী (রা);* মুসলিম

২৯২.

সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ,
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর
(মনে মনে বা জোরে বলাও) সাদাকা।

–*আবু যর গিফারী (রা);* মুসলিম

২৯৩.

সুন্দরভাবে কারো প্রশ্নের উত্তর দেয়া সাদাকা।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

২৯৪.

ভালো কথা বলাও সাদাকা।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৯৫.

সত্যকথন আল্লাহর কাছে সৎকর্ম বা
সাদাকা হিসেবে সবচেয়ে প্রিয়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বায়হাকি

২৯৬.

তুমি নিজে যে খাবার খাও, তা তোমার জন্যে সাদাকা বা দান।
সন্তানদের যা খাওয়াও তা-ও দান।
স্ত্রীকে যা খাওয়াও তা-ও দান।
অধীনস্থকে যা খাওয়াও তা-ও দান।

–*মিকদাম ইবনে মাদিকারিব (রা);* বোখারী

২৯৭.

স্ত্রীর সাথে হাসিমুখে কথা বলাও সাদাকা।
স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও সাদাকা।

–*আবু যর গিফারী (রা);* মুসলিম, মুফরাদ, ইবনে খুজাইমা

২৯৮.

বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে সুবিচার করা বা
আপস-মীমাংসা করা সাদাকা।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

২৯৯.

প্রতিবেশীকে উপহার হিসেবে যে-কোনো কিছু দেয়া সৎকর্ম বা সাদাকা।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩০০.

একজন কারিগর বা মিস্ত্রিকে সাহায্য করা সাদাকা।
হালাল উপার্জনের জন্যে কোনো ব্যক্তিকে কারিগরি বা
বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান সাদাকা।

–*আবু যর গিফারী (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩০১.

একজনকে যানবাহনে উঠতে বা
মালামাল যানবাহনে ওঠাতে সহযোগিতা করা সাদাকা।
নামাজের উদ্দেশ্যে ফেলা প্রতিটি পদক্ষেপ সাদাকা।
–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩০২.

মানুষের চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টিকারী বস্তু কাঁটা পাথর বা বাধা
রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলা সাদাকা।
–*আবু যর গিফারী (রা), আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩০৩.

দুধ পান করার জন্যে কাউকে
দুগ্ধবতী গবাদি পশু ধার দেয়া উত্তম সাদাকা।
–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* বোখারী

৩০৪.

পতিত জমি আবাদ করাও সাদাকা।
–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* দারিমি, মেশকাত

৩০৫.

একজন বিশ্বাসীর কোনোকিছু চুরি হয়ে গেলে
তা-ও তার জন্যে সাদাকা।
–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মেশকাত

৩০৬.

সাদাকা বা দান করা প্রত্যেক বিশ্বাসীর কর্তব্য।
যার আর্থিক সামর্থ্য নেই তার জন্যে
যে-কোনো সৎ কাজ করা বা খারাপ কাজ থেকে
(নিজেকে বা অন্যকে) বিরত রাখাও দান বা সাদাকা।
–*আবু মুসা আশয়ারী (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩০৭.

অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকাও সাদাকা।

–*আবু যর গিফারী (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩০৮.

মহাবিচার দিবসে মহামহিম আল্লাহ অনুযোগ করবেন,
'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম। তুমি আমাকে দেখতে যাও নি।'
অভিযুক্ত তখন আরজ করবে, 'প্রভু হে! তুমি তো মহাবিশ্বের প্রতিপালক।
(তুমি কীভাবে অসুস্থ হতে পারো?) আমি কোথায় তোমাকে দেখতে যাব?'
আল্লাহ বলবেন, 'তুমি কি জানতে না যে, অমুক অসুস্থ ছিল?
তুমি তাকে দেখতে যাও নি। তুমি কি জানতে না যে,
তাকে দেখতে গেলে সেখানেই আমাকে পেতে?'
আল্লাহ বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম।
তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাও নি।'
অভিযুক্ত তখন আরজ করবে, 'হে মহান অন্নদাতা!
তুমি যেখানে সবার অন্নের ব্যবস্থা করো,
সেখানে আমি তোমাকে কীভাবে খাওয়াব?'
আল্লাহ বলবেন, 'অমুক তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল
কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাও নি। তুমি কি জানতে না যে,
তখন যদি তুমি তাকে খাবার দিতে,
তাহলে তার পুরস্কার আমার কাছ থেকে পেতে?'
আল্লাহ বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম।
তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পানি দাও নি।'
অভিযুক্ত তখন আরজ করবে, 'হে মহান তৃষ্ণা নিবারণকারী!
তুমি যেখানে মহাবিশ্বের সবার তৃষ্ণা নিবারণ করো,
সেখানে আমি তোমাকে কীভাবে পানি পান করাব?'
আল্লাহ বলবেন, 'অমুক তৃষ্ণার্ত তোমার কাছে পানি চেয়েছিল,
কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাও নি।
তুমি কি জানতে না যে, তখন তুমি তাকে পানি পান করালে
এখন আমার কাছ থেকে এর পুরস্কার পেতে?'

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

বৃক্ষরোপণ

৩০৯.

তুমি যদি নিশ্চিত হও যে, আগামীকাল কেয়ামত হবে
তারপরও আজকে যদি তোমার কাছে
গাছের একটি বীজ থাকে, তা বপন করো
আর চারা থাকলে তা রোপণ করো।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* মুফরাদ (বোখারী), আহমদ

৩১০.

গাছ লাগাও, চাষাবাদ করো।
এটাও তোমার জন্যে সাদাকা বা দান হিসেবে বিবেচিত হবে।
কারণ তোমার উৎপন্ন ফসল তো মানুষ বা কোনো প্রাণীই খাবে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* আহমদ

৩১১.

(ফলদ বনজ ভেষজ—যে-কোনো) গাছ লাগানো সাদাকা।
এ গাছ থেকে যত পশু, প্রাণী বা মানুষ উপকৃত হবে,
তা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে
গাছ রোপণকারীর নামে লেখা হতে থাকবে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* মুসলিম

সৎকর্মের গুরুত্ব

৩১২.

সকল সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহর পরিবার। আল্লাহর পরিবারের সাথে
ভালো ব্যবহারকারী আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* আবু ইয়ালা, বায়হাকি

৩১৩.

যাদের দ্বারা মানুষ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়,
আল্লাহ তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ; (রা);* তাবারানী

৩১৪.

সেবামূলক কাজে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির মর্যাদা হচ্ছে
আল্লাহর পথে জেহাদকারী ব্যক্তির সমান।
কাজ থেকে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত এ মর্যাদা বহাল থাকে।

–*রাফি ইবনে খাদিজ (রা);* তিরমিজী

৩১৫.

কোনো ভালো কাজকেই ছোট মনে কোরো না।
ভাই বা বন্ধুকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানানো সদাচরণেরই অংশ।
যত ছোটই হোক, যে-কোনো সহযোগিতাই ভালো কাজ।

–*আবু যর গিফারী (রা);* মুসলিম

৩১৬.

রাস্তায় একটি কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল পড়ে থাকতে দেখে একজন বলল,
'আমি এটি অপসারণ করব। কোনো বিশ্বাসী এ কাঁটায় বিঁধে
কষ্ট পেতে পারে।' নবীজী একথা শুনে বললেন, 'এ কাজের জন্যে
আল্লাহ তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।'

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম, তিরমিজী

৩১৭.

জনগণের চলাচল পথ থেকে ক্ষতিকারক/ কষ্টদায়ক
বস্তু অপসারণ করো। তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে।
–আবু বারজাহ আল আসলামী (রা); মুসলিম, ইবনে মাজাহ

৩১৮.

আল্লাহ একজন পতিতার সারাজীবনের গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন—
একটি মৃতপ্রায় তৃষিত কুকুরকে কুয়ো থেকে পানি তুলে পান করানোর জন্যে।
–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৩১৯.

সামর্থ্য অনুসারে ইবাদত ও ভালো কাজ করা ওয়াজিব।
আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় উত্তম কাজ বা আমল হচ্ছে—
যা আমলকারী নিয়মিত করে।
–আয়েশা (রা); বোখারী, মুসলিম

৩২০.

যেখানেই থাকো, আল্লাহ-সচেতন থাকো।
কোনো পাপ হয়ে গেলে ভালো কাজ দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত করো।
ভালো ব্যবহার দিয়ে মানুষের মন জয় করো।
–আবু যর গিফারী (রা); তিরমিজী

৩২১.

নিজেকে নেপথ্যে রেখে যদি ভালো কাজ করা সম্ভব হয়,
তবে তা-ই করবে।
–জুবাইর ইবনে আওয়াম (রা); সুনানে কুবরা

৩২২.

তুমি যদি (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে) কোনো ভালো কাজ করো আর
মানুষ সে কাজের প্রশংসা করে তবে এটা তোমার জন্যে আগাম সুসংবাদ।
–আবু যর গিফারী (রা); মুসলিম

৩২৩.

সৎকর্ম আয়ু বাড়ায়।

–সাওবান (রা), সালমান ফারসি (রা); তিরমিজী, মেশকাত, ইবনে মাজাহ

৩২৪.

ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করো।

তোমরা অবশ্যই এর পুরস্কার পাবে।

–আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা (র); বোখারী

৩২৫.

কোনো সৎ কাজের পথ-প্রদর্শনকারী

সেই সৎ কাজ সম্পাদনকারীর সমান সওয়াব পাবে।

–আবু হুরায়রা (রা), আবু মাসউদ (রা); মুসলিম

৩২৬.

আল্লাহ কারো ভালো কাজই ব্যর্থ হতে দেন না।

বিশ্বাসী ব্যক্তি সৎকর্ম করলে আল্লাহ ইহকাল ও পরকাল—

দুই কালেই এর পুরস্কার দেবেন।

আর কোনো অবিশ্বাসী বা সত্য অস্বীকারকারীর ভালো কাজের প্রতিদান

যা দেয়ার তিনি তাকে এই পৃথিবীতেই দেবেন।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); মুসলিম

৩২৭.

আল্লাহ কোনো বান্দার কল্যাণ চাইলে

তিনি তাকে মৃত্যুর আগেই পরিশুদ্ধ করেন।

সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কীভাবে

মৃত্যুর আগে তাকে পরিশুদ্ধ করেন?

নবীজী (স) বললেন, 'তিনি তাকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত

সৎকর্ম অব্যাহত রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন।'

–আবু উমামা (রা); মুজাম আল কবীর

এতিমের প্রতি দায়িত্ব

৩২৮.

আমি [নবীজী (স)] এবং একজন এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী,
আমরা একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করব।
(তর্জনী ও মধ্যমা একসাথে তুলে দেখিয়ে বললেন,
এই দুই আঙুলের মতো) জান্নাতে একসাথে থাকব।

–*সহল ইবনে সাদ (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩২৯.

মুসলমানদের সে ঘরটি উত্তম, যেখানে এতিমের সাথে
ভালো ও সম্মানজনক ব্যবহার করা হয়।
আর নিকৃষ্ট ঘর সেটাই,
যেখানে এতিমের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* ইবনে মাজাহ, মুসলিম, মুফরাদ

৩৩০.

অধীনস্থ ও এতিমদের তোমরা তোমাদের সন্তানদের মতো
লালনপালন করবে। তোমরা যা খাবে, তাদের তা-ই খেতে দেবে।

–*আবু বকর সিদ্দীক (রা);* ইবনে মাজাহ

৩৩১.

দুটি বালিকাকে শিশুকাল থেকে যে লালনপালন করে বড় করবে,
মহাবিচার দিবসে সে আমার সাথে থাকবে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* মুসলিম, মুফরাদ

৩৩২.

সমাজের দুটি দুর্বল শ্রেণি—এতিম ও নারীর অধিকার লঙ্ঘন করা,
তাদের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করা কবিরা গুনাহ—জঘন্য পাপ।

–*আবু শোরাইহ খোয়ালিদ (রা);* নাসাঈ, রিয়াদুস সালেহীন

৩৩৩.

যদি কেউ কন্যাসন্তানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় এবং
তাদের আন্তরিকভাবে লালনপালন করে,
মহাবিচার দিবসে জাহান্নামের আগুন ও তার মাঝখানে
এই কন্যা দেয়াল হিসেবে দাঁড়াবে।

–*আয়েশা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩৩৪.

বিধবা ও এতিম অসহায় মানুষের কল্যাণে নিরলস পরিশ্রমকারীর মর্যাদা
আল্লাহর পথে জেহাদরত মুজাহিদের মতো।
তার মর্যাদা সারারাত অবিরাম নামাজ আদায়কারী এবং
সারাদিন বিরতিহীন রোজা পালনকারীর সমতুল্য।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩৩৫.

যে সমাজ দুর্বল ও দরিদ্রদের যথাযথ যত্ন নেয় না,
তা কখনো ধর্মপরায়ণ সমাজ হতে পারে না।

–মেশকাত

৩৩৬.

নিঃস্ব, বঞ্চিত ও অবহেলিতদের কল্যাণ করার মধ্য দিয়ে
তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করো। তোমরা তাদের ওসিলায়
(প্রতিপক্ষের মোকাবেলায়) সাহায্য এবং রিজিকপ্রাপ্ত হও।

–*আবু দারদা (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৩৩৭.

তোমার কন্যাসন্তানকে যদি তুমি জীবন্ত কবর না দাও (ভ্রূণহত্যা না করো),
তাকে অবহেলা না করো, তার ওপর ছেলেদের অগ্রাধিকার না দাও,
তাকে স্নেহ-মমতা ও মর্যাদার সাথে লালন করো,
তবে তুমি এই কন্যার জন্যেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* আবু দাউদ

পরামর্শ

৩৩৮.

যার কাছে উপদেশ বা পরামর্শ চাওয়া হয়,
তাকে বুঝতে হবে তার ওপর অর্পিত বিশ্বাসের গুরুত্ব।

–আবু হুরায়রা (রা); আবু দাউদ

৩৩৯.

কারো কাছে পরামর্শ চাওয়া হলে
পরামর্শদাতার জন্যে বিষয়টি আমানত।
(অর্থাৎ কারো কাছে তা প্রকাশ করা গুরুতর পাপ।)

–আবু হুরায়রা (রা), আবু মাসউদ (রা); ইবনে মাজাহ

৩৪০.

কাউকে জেনেশুনে ভুল পরামর্শ দেয়া আর
তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা একই কথা।

–আবু হুরায়রা (রা); মুফরাদ, আহমদ, ইবনে মাজাহ

৩৪১.

কেউ যদি কাউকে বিপদ উত্তরণের পথ দেখায়,
যদি বলে দেয়—অমুকের কাছে যাও,
তার সহযোগিতায় এই বিপদ থেকে তুমি মুক্তি পেতে পারো,
তবে পরামর্শদাতাও সহযোগিতাকারীর মতোই
আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবে।

–আবু মাসউদ (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

ধর্ম

ধর্মকে সহজ করার জন্যেই
আমি প্রেরিত হয়েছি।

-নবীজী (স)

ইসলাম

৩৪২.

ইসলাম হচ্ছে সদুপদেশ সংযম সমর্পণ ও কল্যাণ কামনা।
উত্তম ঈমানের প্রকাশ হচ্ছে সদাচরণ।
উত্তম হিজরত হচ্ছে—
আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা পরিত্যাগ করা।

–*আমর ইবনে আবাসা (রা);* আহমদ, মেশকাত

৩৪৩.

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি—
১. সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই
এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রসুল।
২. নামাজ কায়েম করা।
৩. যাকাত আদায় করা।
৪. রমজান মাসে রোজা রাখা।
৫. সামর্থ্য থাকলে হজ করা।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩৪৪.

দ্বীনের ভিত্তি হচ্ছে আন্তরিকতা।
এ আন্তরিকতা আল্লাহর প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি,
তাঁর রসুলের প্রতি, মুসলমানদের নেতা ও সাধারণের প্রতি।

–*আবু রুকাইয়া তামিম ইবনে আউস আদ-দারী (রা);* মুসলিম

৩৪৫.

সহজ সাবলীল বোধগম্য ভাষায় ইসলামের জ্ঞান শিক্ষা দাও।
আর ভেতরে ক্রোধ সঞ্চারিত হলে পুরোপুরি মৌন থাকো।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* মুফরাদ (বোখারী)

৩৪৬.

শাশ্বত ধর্মের কথা বলতে গিয়ে নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় কোরো না।
যা সত্য তা-ই বলো, যদি তা তিক্ত সত্যও হয়।

–*আবু যর গিফারী (রা);* মেশকাত, বায়হাকি

৩৪৭.

আসলে আল্লাহ-সচেতনতা বা ধর্মানুরাগের অবস্থান হচ্ছে অন্তর।
আবারো বলছি, আল্লাহ-সচেতনতা বা ধর্মানুরাগের অবস্থান হচ্ছে অন্তর।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৩৪৮.

আমি মানুষের অন্তর দেখা বা তাদের পেট কেটে
উন্মুক্ত করার জন্যে আদিষ্ট হয়ে প্রেরিত হই নি।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* বোখারী

৩৪৯.

দৃশ্যমানভাবে দূষণীয় নয়—এমন বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে পারলেই
তুমি ক্ষতিকর দূষণীয় বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।
এটাই ধর্মপরায়ণতার সুউচ্চ স্তর।

–*আতিয়া ইবনে উরওয়াহ (রা);* তিরমিজী

৩৫০.

ধর্মকে কঠিন ও কষ্টদায়ক করার জন্যে আমাকে প্রেরণ করা হয় নি।
ধর্ম শিক্ষা দেয়া ও ধর্মকে সহজ করার জন্যে আমি প্রেরিত হয়েছি।

–*আয়েশা (রা);* মুসলিম

৩৫১.

ধর্মপালনকে মানুষের জন্যে সহজ করো।
একে মানুষের জন্যে কঠিন কোরো না। তাদের সুসংবাদ দাও।
ভীতসন্ত্রস্ত করে ধর্ম থেকে তাদের দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়ো না।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী

৩৫২.

একদিন এক বেদুইন মসজিদে নববীতে এসে পেশাব করে দিল।
উপস্থিত অনেকেই তাকে শায়েস্তা করার জন্যে
উঠে দাঁড়াল ও ঘিরে ফেলল। নবীজী (স) তখন বললেন,
'ওকে ছেড়ে দাও। আর জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলো।
(মনে রেখো) প্রতিটি বিষয় সহজ সমাধানের জন্যে তোমাদের
পাঠানো হয়েছে, বিষয়টিকে কঠিন ও জটিল করার জন্যে নয়।'

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

৩৫৩.

আল্লাহর দ্বীন (ধর্ম) খুব সহজ।
কেউ এই দ্বীনকে কঠিন করে তুললে তা তার ওপরই চেপে বসবে।
তাই সবসময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

৩৫৪.

(তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না।)
'অতীতে ধর্মচর্চা নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করেছে,
তারা নিহত ও ধ্বংস হয়েছে।'
নবীজী (স) তিন বার একথার পুনরাবৃত্তি করেন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* মুসলিম

৩৫৫.

'তোমরা ধর্মীয় নিগূঢ় বিষয় নিয়ে (আলোচনা করতে পারো, কিন্তু)
কখনো তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে না। সাবধান! অতীতে এই তর্ক-বিতর্ক/
বাহাস করতে গিয়েই বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে।'
মসজিদে নববীতে একদিন কয়েকজন সাহাবীকে তকদির
(অর্থাৎ প্রতিটি সৃষ্টির বিকাশ ধারা ও পরিণতির প্রাকৃতিক আইন)
নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত অবস্থায় দেখে নবীজী (স) একথা বলেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী

৩৫৬.

সাধারণ মানুষকে (ধর্মের নামে) অন্যের বিরুদ্ধে অন্যায় করতে
সহযোগিতা করাই হচ্ছে ধর্মান্ধতা।

—*ওয়াসিলা ইবনে আল আসকা (রা);* আবু দাউদ, মেশকাত

৩৫৭.

দ্বীনের (ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক বিধিবিধানের) মধ্যে
বেদাত অর্থাৎ চেতনাবিরুদ্ধ নতুন কিছু সংযোজনের
যে-কোনো প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করবে।

—*আয়েশা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩৫৮.

যারা ধর্মে চেতনাবিরুদ্ধ নতুন কিছু সংযোজন করে,
তাদের ওপর আল্লাহর লানত।

—*আলী ইবনে আবু তালিব (রা);* মুসলিম, নাসাঈ

৩৫৯.

যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো ভালো ও
কল্যাণকর প্রক্রিয়া বা নিয়মের প্রচলন করবে,
সে তার পুরস্কার পাবে।
সে নিয়ম অনুযায়ী যারা কাজ করবে,
তাদের পুরস্কারও অতিরিক্ত হিসেবে ধারাবাহিকভাবে
তার সাথে যুক্ত হতে থাকবে।
আর যে ব্যক্তি কোনো ক্ষতিকর বা
ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া বা নিয়মের প্রচলন করবে,
তাকে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে।
এই প্রক্রিয়া বা নিয়ম যারা অনুসরণ করবে
তাদের সমুদয় শাস্তিও উদ্ভাবনকারী ভোগ করবে
আর বদ নিয়মের অনুসরণকারীরাও
যথাযথ শাস্তি ভোগ করবে।

—*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম

৩৬০.

ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ। এর চূড়া হচ্ছে জেহাদ।
আর চূড়ায় পৌঁছার পথ হচ্ছে জিহ্বাকে সংযত রাখা।
—*মুয়াজ ইবনে জাবল (রা);* তিরমিজী, আহমদ, তাবারানী

৩৬১.

সর্বোত্তম জীবন হচ্ছে সংগ্রামী জীবন।
আল্লাহর পথে যে চলে অবিরাম।
ন্যায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তে।
বিপদ বা শত্রুর মোকাবেলায় থাকে অগ্রভাগে।
কামনা করে শহিদী মৃত্যু (যাতে সহযোদ্ধারা বেঁচে গিয়ে
লাভ করতে পারে বিজয়ীর জীবন)। অথবা তার জীবন,
যে চলে যায় কোনো পাহাড় চূড়ায় বা কোনো উপত্যকায়।
কায়েম করে নামাজ, আদায় করে যাকাত,
সদাচরণ করে মানুষের সাথে,
অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না কোনোভাবেই।
আর আমৃত্যু নিবেদিত থাকে আল্লাহর ইবাদতে।
—*আবু সাঈদ খুদরী (রা), আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩৬২.

নবীজী (স) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন :
তোমরা এমন এক যুগে বাস করছ যখন বিধিবিধানের
এক-দশমাংশ অবহেলা করলেও তোমরা ধ্বংস হবে।
আবার এমন যুগ আসবে যখন এই বিধিবিধানের
এক-দশমাংশ পালন করলেও তারা পরিত্রাণ পাবে।
—*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী

কোরআন

৩৬৩.

কোরআন অধ্যয়ন করো।
মহাবিচার দিবসে অধ্যয়নকারীর জন্যে কোরআন
সুপারিশকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে।

–আবু উমামা (রা); মুসলিম

৩৬৪.

নবীজীর (স) চরিত্র ও আচরণ
পবিত্র কোরআনের বাস্তব উদাহরণ।

–আয়েশা (রা); মুসলিম

৩৬৫.

যে অন্তরে কোরআনের কোনো জ্ঞান নেই,
সেই অন্তর হচ্ছে একটি পরিত্যক্ত (পুঁতিগন্ধময়) ঘর।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); তিরমিজী

৩৬৬.

'মানুষের মাঝেই রয়েছে আল্লাহর লোক'।
সাহাবীরা জানতে চাইলেন—আল্লাহর লোক কারা?
নবীজী (স) বললেন, কোরআনকে যারা অন্তরে ধারণ করে
(সে অনুসারে জীবন পরিচালনা করে) তারাই আল্লাহর লোক।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); ইবনে মাজাহ, আহমদ

৩৬৭.

তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম,
যে নিজে কোরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে
অন্যদের সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করে।

–উসমান ইবনে আফফান (রা); বোখারী, আবু দাউদ

৩৬৮.

সকল জাহেরী, বাতেনী, সূক্ষ্ম ও অনন্ত জ্ঞানের আকর হচ্ছে কোরআন।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); ইবনে হিব্বান

৩৬৯.

সবকিছুরই অলংকার আছে।

কোরআনের অলংকার হচ্ছে সুন্দর কণ্ঠ।

–আনাস ইবনে মালেক (রা), আল বারা ইবনে হিজাম (রা); হাকেম, বায়হাকি, দারিমি

৩৭০.

কোরআনে পাঁচ ধরনের আয়াত রয়েছে—

১. হালাল (বৈধ)।

২. হারাম (অবৈধ)।

৩. মুহকামাত (সুস্পষ্ট বিধিবিধান)।

৪. মুতাশাবেহাত (রূপক)।

৫. কেসাস (উদাহরণ)।

তোমরা হালালকে হালাল মানবে। হারাম থেকে দূরে থাকবে।

আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধিবিধান মোতাবেক কাজ করবে।

মুতাশাবেহাত আয়াতের ওপর বিশ্বাস রাখবে

(এ নিয়ে কোনো বিতর্কে যাবে না)।

কেসাস বা উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৩৭১.

কোরআনের শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন সূরা হচ্ছে সূরা ফাতেহা।

–আবু সাঈদ রাফাই (রা); বোখারী

৩৭২.

হেদায়েতের জন্যে যে ব্যক্তি কোরআনকে যথেষ্ট মনে করবে না,

সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী

৩৭৩.

একজন মুসলমান—যে নিয়মিত কোরআন চর্চা করে,
তার উপমা হচ্ছে কমলা। কমলার রঙ সুন্দর,
ঘ্রাণ মনোরম এবং খেতে সুস্বাদু।
আর একজন মুসলমান—যে কোরআন অধ্যয়ন করেছে কিন্তু নিয়মিত
চর্চা করে না, তার উপমা হচ্ছে খোরমা। খোরমা শুষ্ক ঘ্রাণহীন কিন্তু মিষ্টি।
কোরআন পাঠকারী একজন মুনাফেকের উপমা হচ্ছে এমন ফল,
যার ঘ্রাণ আছে কিন্তু স্বাদ একেবারে তেতো।
আর কোরআন পাঠ করে না এমন মুনাফেকের উপমা হচ্ছে এমন ফল,
যার কোনো ঘ্রাণ নেই, আবার তেতোও।

—*আবু মুসা আশয়ারী (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩৭৪.

কোরআন অধ্যয়নের জন্যে, কোরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ার জন্যে
মানুষ যখন কোথাও সমবেত হয়, কিতাবের জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে,
তাদের ওপর তখন আল্লাহর বিরামহীন রহমত নাজিল হয়।
প্রশান্তি তাদের চারপাশ ছেয়ে ফেলে। ফেরেশতারা তাদের ওপর
বিস্তার করে রহমতের ছায়া। আর আল্লাহ তাঁকে বেষ্টনকারী
ফেরেশতাদের কাছে এই সমাবেশের কথা উল্লেখ করেন।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৩৭৫.

যে ব্যক্তি কোরআনের একটি হরফ অধ্যয়ন করবে,
সে একটি নেকি পাবে।
এই একটি নেকি অন্য ভালো কাজের ১০টি নেকির সমান।

—*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* তিরমিজী

৩৭৬.

কোরআনের কোনো বিষয় নিয়ে
বিতর্ক-বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া কুফরী।

—*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), আবু হুরায়রা (রা);* আহমদ, আবু দাউদ, বায়হাকি

৩৭৭.

যদি কোনো ব্যক্তি রাতে ওজিফা (সূরা বা সূরার অংশ)
পুরোপুরি বা আংশিক না পড়েই ঘুমিয়ে যায় এবং
পরদিন জোহরের আগেই তা পড়ে ফেলে, তাহলে
রাতে পড়ার সমান সওয়াবই সে পাবে।

–*ওমর ইবনে খাত্তাব (রা);* মুসলিম, নাসাঈ

৩৭৮.

একদিন নবীজী (স) আমাকে বললেন :
আমার সামনে কোরআন তেলাওয়াত করো।
আমি বললাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনার সামনে আমি পড়ব!
কোরআন তো আপনার কাছেই নাজিল হয়েছে।
তিনি বললেন, আমি তেলাওয়াত শুনতে ভালবাসি।
আমি তাঁকে সূরা নিসা পড়ে শোনাতে লাগলাম।
আমি যখন পড়ছি—'মহাবিচার দিবসে যখন আমি
প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী হাজির করব
এবং তোমাকেও সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব,
তখন এ পাপীদের অবস্থা কী হবে?' *(সূরা নিসা : ৪১)*
তখন তিনি বললেন, সুন্দর হয়েছে! থামো!
আমি যখন তাঁর দিকে তাকালাম, দেখি তাঁর দুচোখে অশ্রুধারা!

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩৭৯.

আল্লাহ বহু জাতির উত্থান ঘটাবেন কোরআনের মাধ্যমে।
আবার (অনুসরণ না করার কারণে) বহু জাতির
পতনের কারণও হবে কোরআন।

–*ওমর ইবনে খাত্তাব (রা);* মুসলিম

বিশ্বাস ও বিশ্বাসী

৩৮০.

পৃথিবী বিশ্বাসীর জন্যে পরীক্ষাগার আর
অবিশ্বাসীরা একেই মনে করে স্বর্গ।

–*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী

৩৮১.

যদি তুমি ভালো কাজ করে আনন্দ পাও এবং
খারাপ কাজ করে ফেললে অনুতপ্ত হও,
তাহলেই তুমি প্রকৃত বিশ্বাসী।

–*আবু উমামা (রা);* আহমদ, মেশকাত

৩৮২.

নিজের জন্যে যা পছন্দ করো, অন্যের জন্যেও তা-ই পছন্দ করবে।
তাহলেই তুমি প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারবে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩৮৩.

প্রথম সারির উত্তম মানুষ হচ্ছে সেই বিশ্বাসী,
যে তার জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে।
দ্বিতীয় সারির উত্তম মানুষ হচ্ছে, যে আল্লাহ-সচেতন এবং
মানুষের কোনোরকম ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩৮৪.

জাহেলি যুগে যারা ভালো মানুষ ছিল,
ইসলাম গ্রহণের পর তারা ইসলামেও ভালো মানুষ হিসেবে
পরিগণিত হবে যদি তারা ধর্মের জ্ঞান ও গুণে গুণান্বিত হয়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩৮৫.

নবীজী (স) জিজ্ঞেস করলেন : ওমর, আমাকে তুমি কতটা ভালবাসো?
আমার সবকিছুর (মা-বাবা, ছেলেমেয়ের) চেয়ে
আমি আপনাকে বেশি ভালবাসি, তবে নিজেকে ছাড়া, বললেন ওমর (রা)।
তোমার নিজের চেয়েও যদি আমাকে বেশি ভালো না বাসো
তবে তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না, বললেন নবীজী (স)।
তখন ওমর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ!
এখন এই মুহূর্ত থেকে আমার নিজের চেয়েও আপনি আমার বেশি প্রিয়।
নবীজী (স) তখন বললেন, 'হে ওমর, এখন তুমি যথার্থ বিশ্বাসী'।

–*আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রা);* বোখারী

৩৮৬.

আল্লাহ ও তাঁর রসুল তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলেই তুমি
সত্যিকার বিশ্বাসের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী

৩৮৭.

যেদিন আমি তোমার কাছে তোমার বাবা-মা সন্তানসন্ততি এমনকি তোমার
নিজের চেয়ে বেশি প্রিয় হবো, সেদিনই তুমি যথার্থ বিশ্বাসী হবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

৩৮৮.

ঈমানের ৭০টি প্রকাশ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে,
'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই'
এই সত্যের স্বীকারোক্তি। আর সহজ প্রকাশ হচ্ছে
লোক চলাচল পথ থেকে ক্ষতিকর বস্তুর অপসারণ।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩৮৯.

সহজ সাধারণ অনাড়ম্বর জীবনযাপন সত্যিকার বিশ্বাসের প্রকাশ।

–*আবু উমামা (রা);* আবু দাউদ, মুসলিম

৩৯০.

অন্যায় ও পাপ দেখলে তোমার অন্তরে যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে
ঘৃণা সৃষ্টি না হয় এবং অবস্থার পরিবর্তন কামনা না করো
তাহলে বুঝতে হবে তোমার অন্তরে
একবিন্দু ঈমানও অবশিষ্ট নেই।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* মুসলিম

৩৯১.

কোথাও কোনো অন্যায় হতে দেখলে তার প্রতিকার করবে।
প্রতিকার করতে না পারলে অন্যায়ের ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলবে।
যদি তা-ও না পারো, তবে অন্তর থেকে অন্যায়কে ঘৃণা করবে।
এটাই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* মুসলিম

৩৯২.

তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ হচ্ছে :
১. যাকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে।
২. যার কথা শুনলে বিশ্বাস জোরদার হয়।
৩. যার কাজ পরকালের জন্যে কাজ করার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* হাকেম, আশকালানী

৩৯৩.

সত্যিকার বিশ্বাসের স্বাদ পাওয়ার জন্যে
তোমার তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজন।
১. আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে তুমি তোমার জীবনের
সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালবাসবে।
২. যা-ই করো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই করবে।
৩. সত্য অস্বীকারের অন্ধকারে (কুফরীর পথে)
ফিরে যাওয়াকে তুমি জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার
মতোই খারাপ মনে করবে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

৩৯৪.

সততা বিনয় নম্রতা শালীনতা ও লজ্জাশীলতা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

–আবু হুরায়রা (রা), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); বোখারী, মুসলিম

৩৯৫.

একজন বিশ্বাসীর তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় :

১. রাগে ফেটে পড়লেও কখনো অন্যায়ের আশ্রয় নেয় না।

২. আনন্দে ভেসে গেলেও সত্যের সীমালঙ্ঘন করে না।

৩. ক্ষমতা-কর্তৃত্ব পেলেও অন্যের অধিকারকে অস্বীকার করে না।

–তাবারানী, মাজমাউস জাওয়াজিদ

৩৯৬.

সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন বিশ্বাসহীন কপট ব্যক্তির চেয়ে
পার্থিব সহায়সম্বলহীন একজন বিশ্বাসী মানুষ উত্তম।

–সহল ইবনে সাদ (রা); বোখারী, মুসলিম

৩৯৭.

বিপদে পড়লে দুর্ভাগ্যের জন্যে যে বিলাপ করে,
গালে চপেটাঘাত করে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে মাতম করে—
সে আসলে জাহেলি যুগের রীতি অনুসরণ করে।
সে বিশ্বাসীদের দলভুক্ত নয়।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); বোখারী, মুসলিম

৩৯৮.

একজন সত্যিকার বিশ্বাসী কখনো প্রতারণা ও মিথ্যাচারে লিপ্ত হতে পারে না।

–আহমদ, বায়হাকি

৩৯৯.

সত্যিকার বিশ্বাসী কখনো লোভ-লালসার শিকার হতে পারে না,
পারে না কৃপণ হতে।

–আবু হুরায়রা (রা); নাসাঈ

৪০০.

একজন বিশ্বাসী কখনো কৃপণ ও দুর্ব্যবহারকারী হতে পারে না।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* মুফরাদ, তিরমিজী

৪০১.

শোষক-নিপীড়কের সাথে যে জেনেশুনে চক্রান্তে লিপ্ত হয় বা নেপথ্যে সমর্থন দেয়, সে বিশ্বাসের সীমানার বাইরে চলে যায়।

–*আওস ইবনে শোরাহবীল (রা);* মেশকাত, বায়হাকি

৪০২.

প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে যে পেট পুরে খায়, সে বিশ্বাসী নয়।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* মেশকাত

৪০৩.

প্রয়োজন ছাড়া অন্যের বিষয়ে নাক গলাবে না।
এটাই প্রকৃত বিশ্বাসীর পরিচয়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ

৪০৪.

যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে বিশ্বাসীদের অর্ন্তভুক্ত নয়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৪০৫.

যে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে,
সে আমাদের উম্মাহর কেউ নয়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, তিরমিজী

৪০৬.

একজন বিশ্বাসী সবসময় হেফাজত ও নিরাপত্তার মধ্যে অবস্থান করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কাউকে খুন করে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী

৪০৭.

লুটেরা বা চাঁদাবাজ বা ছিনতাইকারী বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

–ইমরান ইবনে হোসেইন (রা); নাসাঈ, ইবনে মাজাহ

৪০৮.

'হে আল্লাহর রসুল! আমাদের অন্তরে এমন সব প্রশ্ন,
এমন সব কথা ঘুরপাক খেতে থাকে যা মুখে প্রকাশ করা কখনোই সম্ভব নয়।
এমনকি কেউ দুনিয়ার সব সম্পদ দিতে চাইলেও তা প্রকাশ করতে পারব না।
নবীজী (স) জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি তোমাদের অন্তরে
এ ধরনের কথা আসে? তারা বললেন, জ্বি হাঁ।
তিনি বললেন, এটাই সত্যিকার বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য।
আসলে বিশ্বাসীদের অন্তরেই শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় বেশি।
কুমন্ত্রণার চাপে তারা বিরক্ত। বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের পরীক্ষায়
উত্তরণের বৈশিষ্ট্যই এটা। অতএব চিন্তার কিছু নেই।
অন্তরে কুমন্ত্রণা এলে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে
(আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজিম) আর কাজে মন দেবে।
অথবা অন্তরে তেমন কোনো কুমন্ত্রণা অনুভব করলে
তিন বার বলবে 'আল্লাহ মহান!'

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), আবু হুরায়রা (রা), আয়েশা (রা); মুফরাদ (বোখারী)

৪০৯.

একজন বিশ্বাসী অন্য বিশ্বাসীর জন্যে একই ঘরের দেয়ালস্বরূপ।
এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে ও দৃঢ়বদ্ধ রাখে।

–আবু মুসা আশয়ারী (রা); বোখারী, মুসলিম

৪১০.

বিশ্বাসী ও বিশ্বাসের উপমা হচ্ছে খুঁটির সাথে বাঁধা ঘোড়া।
ঘোড়া যে-দিকেই যাক, শেষ পর্যন্ত খুঁটির দিকেই ফিরে আসে।
একইভাবে বিশ্বাসী ব্যক্তিও ভুল করতে পারে,
কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বিশ্বাসের দিকেই ফিরে আসে।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা); বায়হাকি, আহমদ

৪১১.

একজন বিশ্বাসী অপর বিশ্বাসীর দর্পণ।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুফরাদ, আবু দাউদ

৪১২.

একজন বিশ্বাসী বন্ধুত্বের সহজাত কেন্দ্রবিন্দু।
এটা মোটেই শোভন নয় যে, একজন বিশ্বাসী কারো বন্ধু হবে না
বা কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে না।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আহমদ, বায়হাকি

৪১৩.

যারা মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং
(সত্যের পথে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে) তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে,
তারা বিশ্বাসীদের মধ্যে উত্তম।
আর যারা মানুষের সাথে মেলামেশা করে না,
মানুষের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে পারে না,
বিশ্বাসী হিসেবে তাদের অবস্থান পেছনের কাতারে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* মুফরাদ (বোখারী)

৪১৪.

একজন বিশ্বাসী যখন অন্য বিশ্বাসী ভাইকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে
ভালবাসে তখন তার অবশ্যই জানানো উচিত যে, সে তাকে ভালবাসে।
(পারস্পরিক ভালবাসার প্রকাশ সম্পর্ককে গভীর করে)

–*হাবাব ইবনে ওবায়েদ (রা);* আহমদ

৪১৫.

তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে বসবাস করবে।
পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না। সম্পর্ক ছিন্ন করবে না।
কোনো মুসলমানের জন্যে তার ভাইদের সাথে তিন দিনের বেশি
সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা বৈধ নয়।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪১৬.

সকল বিশ্বাসী পরস্পরের ভাই।
একজন বিশ্বাসী অপর বিশ্বাসীর ওপর জুলুম করতে পারে না,
পারে না তাকে বিপদাপন্ন অবস্থায় অসহায়ভাবে ছেড়ে যেতে। তাই—
১. কখনো অন্যকে হেয় মনে করবে না।
২. কখনো অন্যের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হবে না।
৩. কখনো অন্যের প্রতি ক্ষোভ পুষে রাখবে না।
৪. কখনো পারস্পরিক বন্ধন ছিন্ন করবে না।
৫. কখনো পারস্পরিক রেষারেষি বা শত্রুতাকে উসকে দেবে না।
এসবই ধর্মপরায়ণতার ভিত্তি।
আরেকজন বিশ্বাসীকে যে অসম্মানিত করে, সে-ই দুরাচারী।
একজন বিশ্বাসীর সম্মান, সম্পদ ও প্রাণ
অন্য সকল বিশ্বাসীর জন্যে হারাম।
ধর্মানুরাগের অবস্থান হচ্ছে অন্তরে।
কোনো ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট যে,
সে তার বিশ্বাসী ভাইকে ঘৃণা করে।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, তিরমিজী

৪১৭.

ভাই বা বিশ্বাসীর সাথে তর্ক করতে যেও না,
তাকে নিয়ে হাসিতামাশা কোরো না।
তাকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিও না,
যা তুমি পূরণ করতে পারবে না।

—*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* তিরমিজী, মুফরাদ

৪১৮.

দয়া, ভালবাসা ও সমমর্মিতার বন্ধনে বিশ্বাসীরা আবদ্ধ।
তাদের অবস্থা একটি দেহের মতো।
দেহের একটি অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়লে
পুরো দেহই সেই ব্যথা অনুভব করে।

—*নোমান ইবনে বশীর (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪১৯.

কোনো বিশ্বাসীর পার্থিব কোনো কষ্ট দূর করলে
মহাবিচার দিবসে আল্লাহ তার একটি বড় কষ্ট দূর করে দেবেন।
কোনো অভাবীর অভাবের কষ্ট লাঘব করলে
আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার কষ্ট লাঘব করবেন।
অন্যের কোনো দোষ গোপন রাখলে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে
তার দোষ গোপন রাখবেন। অন্যকে সাহায্য করলে
আল্লাহও তাকে সাহায্য করা অব্যাহত রাখবেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৪২০.

যে আল্লাহর সাথে শরিককারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে,
জাহান্নাম হচ্ছে তার ঠিকানা। আর যে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী
হিসেবে মৃত্যুবরণ করে, জান্নাত হচ্ছে তার ঠিকানা।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম

৪২১.

ইহকাল ও পরকালে কল্যাণকর নয় এমন সকল বাজে কাজ
পরিহার করাই হচ্ছে একজন সমর্পিত মানুষের সৌন্দর্য।

–*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী

৪২২.

আমার উম্মাহর ব্যাপারে আমার একটাই ভয়—
অনড় বিশ্বাসের অভাব।

–*আবু হুরায়রা (রা);* তাবারানী

৪২৩.

এমন সময় আসবে যখন ঈমান ঠিক রাখা
হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখার মতোই দুঃসাধ্য হবে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* তিরমিজী

আল্লাহ ও আল্লাহ-সচেতনতা

৪২৪.

আল্লাহ বলেন, বান্দার ধারণা অনুসারেই
আমি তার সামনে প্রতিভাত হই।
সে যখন প্রার্থনা করে, আমি তার সাথেই থাকি।
সে যদি মনে করে—আমি তাকে অনুগৃহীত করব,
আমি তাকে তখন অনুগৃহীত করি।
আর যদি সে মনে করে—আমি তার প্রতি বিরূপ,
তবে সে বিরূপতারই সম্মুখীন হবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আহমদ

৪২৫.

আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে যেভাবে কল্পনা করে,
আমি তার জন্যে সে-রকমই।
যখন সে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সাথে থাকি।
সে যখন মনে মনে আমাকে স্মরণ করে,
আমিও তখন তাকে স্মরণ করি।
যখন সে কোনো সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে,
আমি তখন তার চেয়ে ভালো সমাবেশে তাকে স্মরণ করি।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪২৬.

আল্লাহ বলেন, যখন কোনো বান্দা আমার পথে
এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত এগিয়ে যাই।
যখন সে আমার দিকে একহাত এগিয়ে আসে,
আমি তখন তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই।
আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে,
আমি তখন তার দিকে দৌড়ে যাই।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪২৭.

আল্লাহ বলেন, বান্দা যদি আমার সাথে মিলিত হতে ভালবাসে, আমিও তার সাথে মিলিত হতে ভালবাসি। বান্দা যদি আমার সাথে মিলিত হওয়াকে অপছন্দ করে, আমিও তার সাথে মিলিত হওয়াকে অপছন্দ করি।

–আয়েশা (রা), আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৪২৮.

আল্লাহর মতো এত বেশি সহনশীল আর কে আছে!
মহামহান স্রষ্টা সব শোনেন, সব দেখেন।
তাঁর সাথে শরিক করা কিংবা তাঁর সন্তান আছে বলে
মিথ্যা অপবাদ দেয়ার পরও তিনি শরিককারীদের
নিরাপত্তা ও জীবনোপকরণ দানে কোনো কার্পণ্য করেন নি।

–আবু মুসা আশয়ারী (রা); আহমদ

৪২৯.

আল্লাহ বলেছেন, আমি যা ফরজ করেছি তা পালন করলে
বান্দা আমার নিকটবর্তী হয়। নফল ইবাদতের মাধ্যমে যখন সে
আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, তখন আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি।
যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি
তার কান চোখ হাত পা হয়ে যাই—
যা দিয়ে সে শোনে, দেখে, কাজ করে, হাঁটে।
তখন সে যা চায়, আমি তাকে তা-ই দেই।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী

৪৩০.

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে পরস্পরকে ভালবাসে,
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে পারস্পরিক বৈঠকে মিলিত হয়,
আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ করে,
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে,
আল্লাহও তাদেরকে ভালবাসেন।

–আবু ইদ্রিস আল খাওলানী (র); মুয়াত্তা

৪৩১.

আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন।
আল্লাহর হক আদায় করো, তাঁকে তোমার সাথেই পাবে।

—*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* তিরমিজী

৪৩২.

হে আল্লাহর রসুল! একজন মানুষ আল্লাহওয়ালা মানুষকে ভালবাসে।
কিন্তু সে তার মতো অত আমল করতে পারে না,
(মহাবিচার দিবসে) তার কী হবে? নবীজী (স) বললেন : আবু যর!
তুমি তাদের সাথেই থাকবে, যাদের তুমি ভালবাসো।
আবু যর (রা) বললেন, আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলকে ভালবাসি।
নবীজী (স) বললেন, তুমি যাকে ভালবাসো তার সাথেই থাকবে।

—*আবু যর গিফারী (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪৩৩.

একজন সংবেদনশীল মা তার সন্তানের প্রতি
যে-রকম সদয় ও মমতাময়, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি
তার চেয়েও অনেক বেশি সদয় ও অনুগ্রহশীল।

—*ওমর ইবনে খাত্তাব (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪৩৪.

আল্লাহ সুন্দর। তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন।

—*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* মুসলিম

৪৩৫.

আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ পছন্দ করেন :
১. এক আল্লাহর ইবাদত করা।
২. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা।
৩. আল্লাহর দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা
এবং সঙ্ঘবদ্ধ থাকা।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৪৩৬.

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় জায়গা হচ্ছে মসজিদ।
আর সবচেয়ে অপছন্দনীয় জায়গা হচ্ছে বাজার।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

৪৩৭.

আল্লাহর ব্যাপারে কোনো উৎপীড়কের উৎপীড়নকে ভয় কোরো না।

–আবু যর গিফারী (রা); বায়হাকি

৪৩৮.

দুনিয়ার পেছনে ছুটো না,
তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন।
আর সাধারণ মানুষ যা নিয়ে মত্ত থাকে তা কামনা কোরো না,
তাহলে তারা তোমাকে ভালবাসবে।

–সহল ইবনে সাদ (রা); ইবনে মাজাহ

৪৩৯.

আল্লাহ-সচেতন মানুষকে ধনসম্পদ প্রভাবিত করতে পারে না।
আল্লাহ-সচেতন মানুষের জন্যে সুস্বাস্থ্য ধনসম্পদের চেয়ে উত্তম।
আর হৃদয়ের প্রফুল্লতা আল্লাহর বিশেষ রহমত।

–আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রা); ইবনে মাজাহ

৪৪০.

কেউ আল্লাহর নামে সুরক্ষা চাইলে তাকে সুরক্ষা প্রদান করো।
আল্লাহর নামে কোনোকিছু চাইলে
(সামর্থ্য থাকলে) তা দান করো।
কেউ তোমার উপকার করলে তারও উপকার করো।
আর উপকার করার সামর্থ্য বা সুযোগ না থাকলে
তার জন্যে এমনভাবে দোয়া করো, যাতে তুমি স্বস্তি পাও যে,
তুমি যতটুকু করতে পারতে তা তুমি করেছ।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); আবু দাউদ, নাসাঈ

৪৪১.

আল্লাহ বলেন : 'হে মানুষ! আমি কারো ওপর জুলুম করি না।
এবং তোমাদের পরস্পরের ওপর জুলুম করাকে নিষিদ্ধ করেছি।
অতএব তোমরা পরস্পরের ওপর জুলুম কোরো না।
হে মানুষ! তোমরা তো দিনরাত পাপ করো।
আমি তোমাদের পাপমোচন করি।
এতে আমার কিছু যায়-আসে না।
অতএব তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও।
আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেবো।
হে মানুষ! আমি না খাওয়ালে তোমরা অভুক্ত থাকবে।
অতএব আমার কাছে জীবনোপকরণ চাও।
আমি তোমাদের জীবনোপকরণ দেবো।
হে মানুষ! আমি পরিধেয় বস্ত্র দান না করলে তোমরা সবাই
বস্ত্রহীন থাকবে। অতএব আমার কাছে চাও।
আমি তোমাদের পোশাক দেবো।
হে মানুষ! তোমরা যদি সবাই সর্বোচ্চ মাত্রার ধর্মপরায়ণ হয়ে যাও,
তবুও তাতে আমার সাম্রাজ্যের কিছু বৃদ্ধি পাবে না।
তোমাদের সবার অন্তর যদি চরম পাপিষ্ঠ হয়ে যায়,
তবুও তা আমার সাম্রাজ্যে কোনো ঘাটতি সৃষ্টি করবে না।
আর তোমরা যদি সবাই সমবেত হয়ে চাইতে থাকো
এবং তোমাদের সব চাওয়া যদি আমি পূরণ করে দেই
এবং তা যদি তোমরা নিয়ে যেতে থাকো,
তবুও তোমরা শুধু ততটুকুই নিতে পারবে—
সমুদ্রে একটি সুচ ডুবিয়ে তা তুললে
যতটুকু পানি সুচের গায়ে লেগে থাকে।
অতএব হে মানুষ! এই হচ্ছে তোমার কর্ম।
বিচার হবে তোমাদেরকে প্রদত্ত বিধান অনুসারে।
অতএব যারা সৎকর্ম করেছ, তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো।
আর যারা এর বিপরীত কাজ অর্থাৎ অপকর্ম করেছ
তারা সেজন্যে নিজেদেরকেই দোষারোপ করো।'

–*আবু যর গিফারী (রা);* মুফরাদ (বোখারী)

৪৪২.

বঞ্চিত অবহেলিত মানুষ যদি আল্লাহর ওপর ভরসা করার শপথ নেয়,
তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তার শপথ পূরণের সুযোগ করে দেবেন।
এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

–*হারিসা ইবনে ওয়াহাব (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪৪৩.

আল্লাহর নামে অর্থাৎ আল্লাহর দোহাই দিয়ে
জান্নাত ছাড়া কিছু চাওয়া উচিত নয়।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* আবু দাউদ

৪৪৪.

তোমরা কেউই বোলো না, হায়! সর্বনাশা সময়!
কারণ আল্লাহ বলেছেন, আমিই সময় (নিয়ন্ত্রণকারী)।
আমিই দিন ও রাত প্রেরণকারী।
যখন আমার ইচ্ছা—সব থেমে যাবে!

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, আহমদ

৪৪৫.

কখনো বোলো না যে, আল্লাহ এবং অমুক যা ইচ্ছা করেন।
সবসময় বলবে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। তারপর অমুকের ইচ্ছা।

–*হুজাইফা ইবনে ইয়ামন (রা);* আবু দাউদ

৪৪৬.

আল্লাহ ছাড়া গায়েব বা অদৃশ্যের পাঁচটি বিষয় কেউ জানে না :

১. আগামীকাল কী ঘটবে।
২. মাতৃগর্ভে কী আছে।
৩. বৃষ্টি কখন হবে।
৪. সে কোথায় মারা যাবে।
৫. কখন কেয়ামত হবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪৪৭.

আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের সবার চেয়ে আমি বেশি জানি।
এজন্যেই আমি সবচেয়ে বেশি আল্লাহ-সচেতন,
আল্লাহর (বিরাগভাজন হওয়াকে) ভয় পাই।

–*আয়েশা (রা);* বোখারী

৪৪৮.

আল্লাহ তাঁর করুণার একশ ভাগের
একভাগ মাত্র মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টিকে দিয়েছেন।
নিরানব্বই ভাগ রেখেছেন নিজের কাছে।
এই একভাগ নিয়েই সৃষ্টির সবকিছু দয়া, সমমর্মিতা,
প্রেম-মমতার প্রকাশ ঘটায়।
আল্লাহর শাস্তির পরিধি সম্পর্কে যদি কোনো বিশ্বাসী
পুরোপুরি ধারণা লাভ করত,
তাহলে সে কখনো নিজেকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ মনে করত না।
আর সত্য অস্বীকারকারীরা যদি
আল্লাহর করুণার সীমা সম্পর্কে পুরোপুরি জানত,
তাহলে সে কখনো জান্নাত প্রাপ্তির ব্যাপারে নিরাশ হতো না।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪৪৯.

আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার পর তাঁর আরশের ওপর রাখা
কিতাবে লিখে রেখেছেন—
‘আমার করুণা আমার ক্রোধের ওপর বিজয়ী হবে’।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

বায়াত/ সঙ্ঘ

৪৫০.

আমি নবীজীর (স) নিকট বায়াত (অলঙ্ঘনীয় শপথ) করি
নামাজ কায়েম, যাকাত আদায় এবং
প্রত্যেক মুসলমানের সাথে সদাচরণের।

–*জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪৫১.

আমরা একদল সাহাবী রসুলুল্লাহর (স) কাছে শপথ করলাম :
১. সুখে-দুঃখে আমরা তাঁর কথা শুনব, তাঁকে মেনে চলব।
২. বিতর্ক করব না।
৩. সবসময় সত্যের ওপর অটল থাকব।
৪. নিন্দুকের নিন্দাকে উপেক্ষা করে আল্লাহর পথে
নিরলস পরিশ্রম করে যাব।

–*উবাদা ইবনে সামিত (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪৫২.

আমরা যখন নবীজীর (স) আনুগত্যের বায়াত বা শপথ করতাম
তখন তিনি বলতেন : যা তোমরা অনুসরণ করতে সক্ষম,
সে বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য ফরজ।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪৫৩.

যে আমার [নবীজী (স)] আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল।
যে আমাকে অমান্য করল, সে আল্লাহকে অমান্য করল।
যে প্রাজ্ঞ নেতার আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল।
আর যে প্রাজ্ঞ নেতাকে অমান্য করল, সে আমাকেই অমান্য করল।
প্রাজ্ঞ নেতা তোমাদের জন্যে ঢাল স্বরূপ।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪৫৪.

যদি কেউ প্রাজ্ঞ নেতার (ইমামের) নিকট বায়াত করে,
তার হাতে হাত রাখে, অন্তর তাকে নিবেদন করে,
তবে সম্ভব সবক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই অনুসরণ করবে।
যদি কেউ সেই প্রাজ্ঞ নেতার বিরোধিতা করে,
তবে তোমরা তাকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* মুসলিম

৪৫৫.

আমার পর যারা আমার খলিফা মনোনীত হবে, তোমরা তাদের সাথে
তোমাদের বায়াত পূর্ণ করবে (অঙ্গীকার রক্ষা করবে)।
তাদের পূর্ণ আনুগত্য করবে এবং আল্লাহর কাছে সবসময় প্রার্থনা করবে।
খলিফাদের কাজের জন্যে আল্লাহ নিজেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪৫৬.

এমনকি কোনো কদাকার নিগ্রো দাসকেও যদি তোমাদের নেতা
মনোনীত করা হয়, তবুও তার আনুগত্য করো।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী

৪৫৭.

নেতাকে অনুসরণ করবে—তার নির্দেশ তোমার পছন্দ হোক বা না হোক।
তবে তিনি যদি আল্লাহর কোনো অনুশাসন ভঙ্গ করার নির্দেশ দেন,
তুমি তা মানতে বাধ্য নও।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪৫৮.

নীতিবান শাসক বা প্রাজ্ঞ নেতার মধ্যে অপ্রীতিকর কিছু দেখতে পেলে
ধৈর্যধারণ করো। তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলে
তা হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪৫৯.

সুসময়ে বা দুঃসময়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও
নেতার নির্দেশ পালন করা তোমার জন্যে অবশ্য কর্তব্য।
এমনকি তা যদি তোমার স্বার্থহানি ঘটায় বা
তোমার প্রতি অবিচারমূলকও হয়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৪৬০.

নীতিবান শাসক বা ন্যায়নিষ্ঠ নেতাকে যে অসম্মান করবে
আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন।

–*আবু বদর (রা);* তিরমিজী

৪৬১.

তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ থাকো।
সঙ্ঘের সাথে আল্লাহর রহমত থাকে।
যে সঙ্ঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়,
সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* তিরমিজী

৪৬২.

সঙ্ঘবদ্ধ থাকাটাই রহমতের।
আর বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা হচ্ছে আজাবের।

–*নোমান ইবনে বশীর (রা);* আহমদ

৪৬৩.

তোমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে জীবনযাপন করবে।
প্রাজ্ঞ নেতার আদেশ-নিষেধ (নিয়মকানুন) মেনে চলবে।
সঙ্ঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।
সমর্পিতদের সঙ্ঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া
ইসলামের সাথে বন্ধন ছিন্ন করার শামিল।

–*হারেস আল আশয়ারী (রা);* তিরমিজী, আহমদ

৪৬৪.

আল্লাহ এমন কোনো নবী বা খলিফা প্রেরণ করেন নি,
যাকে তিনি (অন্তরে) দুজন পরামর্শক দেন নি।
একজন তাকে ধর্মপরায়ণ হতে ও পুণ্যের কাজ করতে বলে
এবং অন্যায় করতে নিষেধ করে।
আর দ্বিতীয় পরামর্শক শুধু তাকে অন্যায়ের পথে তাড়িত করে।
যে নিজেকে এই বদ পরামর্শক হতে রক্ষা করতে পারে,
সে অন্যায় থেকে রক্ষা পায়।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা), আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, তিরমিজী, হাকেম

৪৬৫.

তিন জন যদি একত্রে সফর করো, তাহলে সকল ব্যবস্থাপনার
দায়িত্ব দিয়ে একজনকে নেতা মনোনীত করো।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* আবু দাউদ, মুসলিম

৪৬৬.

তিন জন একসাথে থাকলে অবশ্যই একজনকে নেতা মনোনীত করবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* আহমদ

৪৬৭.

যে ব্যক্তি সঙ্ঘ থেকে এক বিঘত দূরে সরে গেল,
সে তার বিশ্বাসের মালা গলা থেকে নিজেই খুলে ফেলল।

–*আবু যর গিফারী (রা);* আবু দাউদ

৪৬৮.

যে ব্যক্তি বায়াতের বন্ধন
(সঙ্ঘ ও নেতার প্রতি আনুগত্যের শপথ) ছাড়া মারা গেল,
সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* মুসলিম

আবেদ (ইবাদতকারী)

৪৬৯.

একজন সত্যিকারের আবেদ অন্যদের মধ্যে সহজাত
ভালোত্বের উপস্থিতিকে বিশ্বাস করে।

–মেশকাত, আহমদ

৪৭০.

ভালো আবেদ সে-ই, যে তার প্রভুর কাছ থেকে
সর্বোত্তম পুরস্কারের প্রত্যাশা নিয়ে ইবাদত করে।

–আহমদ, আবু দাউদ

৪৭১.

ওলিদের (সত্যজ্ঞান ও সাধনা যার মধ্যে একাকার হয়ে গেছে)
অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন হও। আল্লাহর আলোয় তারা দেখেন।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* তিরমিজী

৪৭২.

আমার উম্মাহর মধ্যে ৩০ জন 'আবদাল'
(আল্লাহর যথার্থ দাস) রয়েছে।
তারা দয়াময় আল্লাহর বন্ধু।
তাদের একজন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে
আল্লাহ তার স্থলে আরেকজনকে দায়িত্ব দেন।

–*উবাদা ইবনে সামিত (রা);* আহমদ, তাবারানী

জিকির (আল্লাহর স্মরণ)

৪৭৩.

প্রতিপালকের জিকিরকারীর অন্তর প্রাণবন্ত আর
জিকিরহীন অন্তর হচ্ছে প্রাণহীন।

–*আবু মুসা আশয়ারী (রা);* বোখারী

৪৭৪.

আল্লাহর জিকিরকে ভালবাসাই
আল্লাহর প্রতি ভালবাসার মানদণ্ড।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বায়হাকি

৪৭৫.

আল্লাহর জিকিরের চাইতে ভালো কোনো সাদাকা নেই!

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* তাবারানী

৪৭৬.

আল্লাহর জিকিরকারীরা সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হবে।

–*আবু দারদা (রা);* বায়হাকি

৪৭৭.

'মুফাররিদরা' অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী হবে।
'মুফাররিদ' হচ্ছে—যারা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৪৭৮.

প্রশান্ত প্রত্যয়ে যে আল্লাহর জিকির করে,
তার মর্যাদা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নরতদের দিকে ভ্রুক্ষেপ
না করে লড়াই চালিয়ে যাওয়া সৈনিকের সমান।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* মুসলিম

৪৭৯.

নিরাসক্তরা অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে।
একজন জিজ্ঞেস করলেন, নিরাসক্ত কারা?
নবীজী (স) বললেন, যারা আল্লাহর জিকিরকে গভীরভাবে ভালবাসে।
জিকির তাদেরকে সকল কষ্ট-ব্যথা-বেদনা থেকে মুক্তি দেয়।
মহাবিচার দিবসে প্রফুল্লচিত্তে তারা আল্লাহর সাথে দেখা করবে।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী

৪৮০.

'হে আল্লাহর রসুল! জিকিরের মজলিসের পুরস্কার কী?
নবীজী (স) বললেন, 'জিকিরের মজলিসের পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত।'

–আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); আহমদ

৪৮১.

কোন ধরনের যোদ্ধারা সর্বোচ্চ পুরস্কার পাবে?
নবীজী (স) বললেন, যারা আল্লাহর জিকির সবচেয়ে বেশি করে।
এরপর তাকে নামাজ যাকাত হজ সাদাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো।
প্রতিবারই তিনি একই জবাব দিলেন—
যারা সবচেয়ে বেশি আল্লাহর জিকির করে।
তখন আবু বকর (রা) ও ওমর (রা) বললেন, জিকিরকারীরাই তো
সব কল্যাণ নিয়ে গেল। নবীজী (স) যোগ করলেন, 'একদম ঠিক'।

–মুয়াজ ইবনে জাবল (রা); আহমদ

৪৮২.

আল্লাহর স্মরণে এবং আল্লাহর (বিরাগভাজন হওয়ার) ভয়ে যার চোখে
অশ্রুধারা নামে, জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারে না।
আল্লাহর পথে সংগ্রামে উত্থিত ধুলারাশি কখনো
জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়ার সাথে মেশে না
(অর্থাৎ আল্লাহর পথে সংগ্রামরত
ধুলায় মলিন মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে)।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ

৪৮৩.

আল্লাহর জিকির হচ্ছে মহাবিচার দিবসের শাস্তি থেকে
সুরক্ষার সবচেয়ে কার্যকর বর্ম।

–*আবু হুরায়রা (রা), মুয়াজ ইবনে জাবল (রা);* আহমদ, সুনানে কুবরা

৪৮৪.

শয়তান মানুষের হৃদয়কে নিজের দখলে নিয়ে নিতে চায়।
যখন বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে
(আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ করে), তখন সে পালিয়ে যায়।
আবার যখন বান্দা আল্লাহর স্মরণে গাফেল হয়ে যায়,
শয়তান তখন তার অন্তরের দখল নিয়ে নেয়
(শয়তান তার বন্ধু হয়ে যায়)।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* হাকেম

৪৮৫.

যখন কোনো বৈঠক বা মজলিসে বসবে,
আল্লাহকে স্মরণ (জিকির) করবে।
যদি তা না করো, তাহলে এটা তোমার জন্যে ক্ষতির কারণ হবে।
আল্লাহ চাইলে তোমাদের শাস্তিও দিতে পারেন,
আবার তিনি মাফও করে দিতে পারেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৪৮৬.

যখন কোনো সমাবেশে সমবেতরা
আল্লাহকে স্মরণ (জিকির) করতে থাকে,
তখন ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে,
তারা আল্লাহর রহমতের ছায়ায় চলে আসে।
তাদের মন ও আত্মা প্রশান্তিতে তৃপ্ত হয়।
আল্লাহ তাঁর কাছে সমবেতদের মাঝে
এই স্মরণকারীদের প্রশংসা করেন।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* মুসলিম

৪৮৭.

নবীজী (স) সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করতেন।

–*আয়েশা (রা);* মুসলিম

৪৮৮.

সর্বোত্তম জিকির হচ্ছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’
(আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* তিরমিজী

৪৮৯.

আলী (রা) জানতে চাইলেন—
আল্লাহর পথে এগোনোর সংক্ষিপ্ত উপায় কী,
যা বান্দার জন্যে সহজ আর মহামহান আল্লাহর কাছে মর্যাদাপূর্ণ?
জবাবে নবীজী (স) বললেন, হে আলী! তোমাকে তাহলে
ক্রমাগত জিকির করতে হবে—কখনো নীরবে, কখনো সরবে।
আলী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে জিকির করব?
নবীজী (স) বললেন, চোখ বন্ধ করো। আমার কথা শোনো।
তিন বার বলো, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।’
সূত্রটি তিন বার বলো যাতে আমি শুনতে পাই।

–*আলী ইবনে আবু তালিব (রা);* তাবারানী

৪৯০.

বার বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ জিকির করে
বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত ও সুদৃঢ় করো।

–*আবু হুরায়রা (রা);* হাকেম

৪৯১.

জান্নাতের গুপ্তধন হচ্ছে—
‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’
(আল্লাহ ছাড়া কারো না আছে কোনো শক্তি, না আছে কোনো ক্ষমতা)।

–*আবু মুসা আশয়ারী (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪৯২.

আমি তোমাদের বলছি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ জিকির চর্চা করতে।
শত্রুতাড়িত একজন সৈনিক যেমন
নিজ দুর্গে প্রবেশ না করা পর্যন্ত নিরাপদ নয়,
তেমনি শয়তান তাড়িত একজন বান্দাও অরক্ষিত থাকে
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ জিকির ছাড়া।

–হারেস আল আশয়ারী (রা); তিরমিজী

৪৯৩.

দুটি বাক্য উচ্চারণ করা খুব সহজ
কিন্তু নেকির দিক থেকে ওজনদার আর দয়াময়ের কাছে প্রিয়।
(বাক্য দুটি হচ্ছে—)
‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম।’
(মহাপবিত্র আল্লাহ! সকল প্রশংসা শুধুই তাঁর;
মহাপবিত্র আল্লাহ! তিনি সর্বোচ্চ সুমহান।)

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৪৯৪.

কেউ যদি প্রতিদিন একশত বার বলে,
‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’
(মহাপবিত্র আল্লাহ! সকল প্রশংসা শুধুই তাঁর),
তাহলে তার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৪৯৫.

প্রতি ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর যে
৩৩ বার ‘সুবহানাল্লাহ!’ (আল্লাহ মহাপবিত্র!),
৩৩ বার ‘আলহামদুলিল্লাহ!’ (সকল প্রশংসা আল্লাহর!) এবং
৩৪ বার ‘আল্লাহু আকবর!’ (আল্লাহ মহান!)
পাঠ করবে, সে কখনো ব্যর্থ হবে না।

–কাব ইবনে উজরাহ (রা); মুসলিম

৪৯৬.

'সুবহানাল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর!'
(আল্লাহ মহাপবিত্র! সকল প্রশংসা আল্লাহর!
আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই! আল্লাহ মহান!)
বার বার বলা আমার কাছে পৃথিবীর সব সম্পদের চেয়ে প্রিয়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৪৯৭.

যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে একশত বার বলবে,
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকা লাহু লাহুল মুলকু
ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর'
(আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই! তিনি একক, অদ্বিতীয়।
তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল রাজত্ব তাঁর।
সকল প্রশংসা তাঁর। সবকিছুর ওপর তিনিই ক্ষমতাবান।),
সে ১০ জন বন্দি মুক্ত করার সওয়াব পাবে।
তার নামে ১০০টি নেকি লেখা হবে।
তার ১০০টি গুনাহ মাফ করা হবে। আর সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে
শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৪৯৮.

একদিন একজন প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসুল!
শরীয়তের বিধিবিধান আমার কাছে অনেক বিশাল মনে হয়।
আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতে পারব।
নবীজী (স) বললেন,
'খুব সহজ! তোমার জিহ্বাকে ব্যস্ত রাখো আল্লাহর জিকিরে!'

–*আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা);* তিরমিজী

৪৯৯.

জেহাদ ও সোনাদানা দানের চেয়েও উত্তম আমল হলো জিকির।

–*আবু দারদা (রা);* তিরমিজী

দোয়া

৫০০.

দোয়া সকল ইবাদতের নির্যাস।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা), নোমান ইবনে বশীর (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৫০১.

দোয়া হচ্ছে বিশ্বাসীর হাতিয়ার,
ধর্মের মূলধারা, দুনিয়া ও আখেরাতের আলো।

–*আলী ইবনে আবু তালিব (রা);* হাকেম

৫০২.

যখন তোমরা প্রার্থনা করো,
তখন প্রথমে আল্লাহ মহামহিমের মহিমা ঘোষণা করো।
তারপর নবীর ওপর দরুদ পড়ো। তারপর ইচ্ছেমতো দোয়া করো।

–*ফাদালা ইবনে ওবায়েদ (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৫০৩.

দোয়া করো। কখনো অধৈর্য হয়ো না। কখনো তাড়াহুড়ো কোরো না।
(কখনো বোলো না যে, এত দোয়া করলাম,
কই, কবুল তো হতে দেখলাম না!)
ধৈর্য হারালে দোয়ায় আগ্রহ কমে যাবে।
হতাশা তোমাকে আচ্ছন্ন করবে।
আসলে অস্থির হয়ে নেতিবাচক কথা না বললে
বিশ্বাসীর দোয়া সবসময় কবুল হয়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, বোখারী

৫০৪.

নিজের জন্যে প্রার্থনা করা উত্তম ইবাদত।

–*আয়েশা (রা);* মুফরাদ (বোখারী), হাকেম

৫০৫.

আল্লাহর কাছে চাও। না চাইলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী, মেশকাত

৫০৬.

আল্লাহ বলেন, তোমরা আমার ইবাদতের জন্যে আন্তরিকভাবে
সময় অন্বেষণ করো। তাহলে তোমার অন্তর তৃপ্ত হবে,
তোমার অভাব দূর হবে। তা না হলে তোমার কর্মব্যস্ততা বাড়বে,
কিন্তু তুমি অভাবী ও সমস্যাগ্রস্তই থেকে যাবে।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী

৫০৭.

তুমি যদি কোনো বিপদে পড়ো, আল্লাহর কাছে দোয়া করবে।
তিনি বিপদ দূর করে দেবেন। খরা ও অজন্মার কারণে
যদি দুর্ভিক্ষে পড়ো, তাঁর কাছে দোয়া করবে।
তিনি খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা করবেন।
যদি জনমানবহীন বা পানিবিহীন প্রান্তরে হারিয়ে যাও,
বাহনও যদি নিখোঁজ হয়, তুমি তাঁর কাছেই দোয়া করবে।
তিনিই বাহনের ব্যবস্থা করবেন।

–জাবির ইবনে সুলাইম (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

৫০৮.

কোনো দুর্ভোগ বা বিপদ-মুসিবতের সময় যখন কেউ বলে,
‘ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন
(আমরা সবাই আল্লাহর। তাঁর কাছ থেকে এসেছি।
আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব)’
এবং প্রার্থনা করে, ‘বিপদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দাও।
যা হারিয়ে গেছে তার চেয়ে ভালো কিছু পাওয়ার পথ করে দাও।’
আল্লাহ তখন তার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দেন এবং
যা চলে গেছে তার চেয়ে ভালো কিছুর ব্যবস্থা করে দেন।

–উম্মে সালামা (রা); মুসলিম

৫০৯.

কেউ অন্যের দ্বারা উপকৃত হলে উপকারকারীকে যেন বলে,
'জাযাকাল্লাহু খায়রান' (আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন)।
এই দোয়া উপকৃতের তরফ থেকে উপকারকারীর
উপকারের উত্তম প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

–*উসামা ইবনে জায়েদ (রা);* তিরমিজী

৫১০.

যখন তুমি দোয়া করবে কখনো বলবে না যে,
আল্লাহ! ইচ্ছা হলে আমাকে ক্ষমা করো, ইচ্ছা হলে দয়া করো,
ইচ্ছা হলে রিজিক দাও। যখন তুমি চাইবে, প্রবল বিশ্বাস ও
দৃঢ়তার সাথে চাইবে। তোমাকে কিছু দেয়ার ব্যাপারে
আল্লাহকে বাধা দেয়ার কেউ নেই।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৫১১.

অরাজক ও কঠিন পরিস্থিতিতে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে
প্রার্থনা করা, হিজরত করে নবীজীর (স) কাছে আসার সমান।

–*মাকিল ইবনে ইয়াসর (রা);* মুসলিম

৫১২.

বান্দার দিনের পাপের তওবা কবুলের জন্যে আল্লাহ রাতে
তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন। আর রাতের পাপের
তওবা কবুলের জন্যে তিনি দিনের বেলা হাত প্রসারিত করে রাখেন।

–*আবু মুসা (রা);* মুসলিম

৫১৩.

প্রত্যেক রাতে এমন কিছু মুহূর্ত রয়েছে
যখন একজন বিশ্বাসী আল্লাহর কাছে দুনিয়া বা আখেরাতে
তার কল্যাণের জন্যে যে প্রার্থনাই করুক, আল্লাহ তা কবুল করেন।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম

৫১৪.

যখন একজন দাস হৃদয় উন্মুক্ত করে তার প্রভুর কাছে
প্রার্থনা করে, তখন তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* তিরমিজী

৫১৫.

যখন তোমরা দোয়া করবে, তখন পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে
দোয়া করবে। অন্তর থেকে চাইবে।
কারণ আল্লাহ বান্দাকে যা দেবেন,
তা তাঁর কাছে বিশাল কিছু নয়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৫১৬.

তিন ধরনের দোয়া আল্লাহর কাছে সরাসরি পৌঁছে যায়—
১. মজলুমের দোয়া।
২. মুসাফিরের দোয়া।
৩. (সন্তানের জন্যে) পিতামাতার দোয়া ও বদদোয়া।

–*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

৫১৭.

আল্লাহ বান্দার প্রার্থনায় সাড়া দিতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না
সে অন্যায় কিছু চায় বা কোনো সম্পর্কচ্ছেদ প্রার্থনা করে।

–*উবাদা ইবনে সামিত (রা), আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী

৫১৮.

একজন বিশ্বাসী যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে,
তখন তিনি তা কবুল করেন। সে যা চায় তিনি তাকে তা দান করেন
অথবা সমপরিমাণ বিপদ-মুসিবত-অকল্যাণ দূর করে দেন।
অবশ্য সে যদি অন্যায় কিছু চায় বা কোনো
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়, তাহলে ভিন্ন কথা।

–*উবাদা ইবনে সামিত (রা);* তিরমিজী

৫১৯.

যখন কোনো বিশ্বাসী অপর বিশ্বাসী ভাইয়ের জন্যে
তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করে, তখন তা কবুল হয়।
সে যখনই অন্যের জন্যে দোয়া করে তখন
সেখানে উপস্থিত ফেরেশতা তার সাথে
'আমিন' বলে এবং বলে, 'তোমারও এরকম কল্যাণ হোক'।

–*আবু দারদা (রা);* মুসলিম

৫২০.

আমি একবার রসুলুল্লাহর (স) কাছে ওমরা করার অনুমতি চাইলাম।
তিনি অনুমতি দিয়ে বললেন, 'হে ভ্রাতা! তোমার দোয়ার মধ্যে
আমাদেরকে ভুলে যেও না'।

–*ওমর ইবনে খাত্তাব (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৫২১.

নবীজী (স) দোয়ার জন্যে হাত তুললে দুই হাত মুখে বুলিয়ে
তারপর নিচে নামাতেন।

–*ওমর ইবনে খাত্তাব (রা);* তিরমিজী, আশকালানী

নবীজীর (স) দোয়া

৫২২.

‘হে আল্লাহ! আমি তোমাতেই সমর্পিত।
তোমাকেই বিশ্বাস করেছি। তোমার ওপরই ভরসা করেছি।
তোমার কাছেই ফিরে এসেছি।
তোমারই কাছে ফয়সালা চাচ্ছি।
হে আল্লাহ! তোমার সম্মানের ওসিলায়
আমি তোমারই কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।
তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।
বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো।
তুমি চিরঞ্জীব। আর জ্বীন ও মানুষ মরণশীল।’

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); বোখারী, মুসলিম

৫২৩.

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়েত, স্রষ্টা-সচেতনতা,
পরিশুদ্ধতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি।’

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); মুসলিম

৫২৪.

‘হে আল্লাহ! আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছ,
তার কল্যাণ আমাকে দান করো।
আমার জন্যে কল্যাণকর বিষয় আমাকে শিক্ষা দাও।
এমন জ্ঞান দান করো যা দিয়ে আমি উপকৃত হবো।’

–আনাস ইবনে মালেক (রা); নাসাঈ, হাকেম, আশকালানী

৫২৫.

‘হে আল্লাহ! আমাকে সুস্বাস্থ্য, সচ্চরিত্র, আমানতদারী,
সদাচরণ ও তকদিরে তৃপ্তি দান করো।’

–আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); মুফরাদ (বোখারী)

৫২৬.

‘হে আল্লাহ! আমি ঋণ ও কুফরী থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।
(আউযুবিল্লাহি মিনাল কুফরী ওয়াদ্দাইন)।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা), নাসাঈ

৫২৭.

নবীজী (স) মাঝে মাঝেই দোয়া করতেন :
‘হে আল্লাহ! আমার পরিবারকে ক্ষুধা নিবারণ উপযোগী রিজিক দান করো’।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৫২৮.

নবীজী (স) নামাজে রুকু ও সেজদায় বার বার বলতেন :
‘সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলি’
(হে আল্লাহ! তুমি মহাপবিত্র! হে আমাদের প্রতিপালক!
সকল প্রশংসা তোমার! হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো।)

–আয়েশা (রা); বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ

৫২৯.

নবীজী (স) নামাজে তাশাহুদ ও সালামের মাঝখানে দোয়া পড়তেন :
‘হে আল্লাহ! আমার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ মাফ করো!
আমার গোপন ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ মাফ করো!
সকল বাড়াবাড়ি ক্ষমা করো! মাফ করো তেমন সকল গুনাহ,
যে সম্পর্কে তুমি সবচেয়ে ভালো জানো। তুমিই আদি, তুমিই অন্ত।
তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।’

–আলী ইবনে আবু তালিব (রা); মুসলিম

৫৩০.

নবীজী (স) সাধারণত সেজদায় দোয়া করতেন :
হে আল্লাহ! আমার ছোট ও বড়, প্রকাশ্য ও গোপন,
প্রথম ও শেষ সকল গুনাহ মাফ করো।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

৫৩১.

নামাজ শেষে নবীজী (স) প্রার্থনা করতেন :
'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি
ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে, বার্ধক্যের অসহায়ত্ব থেকে,
দুনিয়ার অশান্তি থেকে ও কবরের আজাব থেকে'।

—*সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা);* বোখারী

৫৩২.

নবীজী (স) যখনই নতুন কাপড় পরতেন, তখন তার একটি
নামকরণ করতেন। তারপর দোয়া করতেন :
'হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার।
তুমিই আমাকে এ কাপড় পরার সুযোগ দিয়েছ।
আমি তোমার কাছেই এ পোশাকে সুপ্ত কল্যাণের প্রত্যাশা করি।
প্রত্যাশা করি, যে উদ্দেশ্যে এ কাপড় তৈরি করা হয়েছে
তার সুপ্রভাবের। আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ কাপড়ের বা
এ কাপড় তৈরির উদ্দেশ্যের সকল অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে।'

—*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৫৩৩.

'আল্লাহর নামে ঘর থেকে বের হচ্ছি এবং তাঁর ওপরই ভরসা করছি।
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন
আমি পথভ্রষ্ট না হই। আমি যেন কারো ওপর জুলুম না করি বা
কারো জুলুমের শিকার না হই। আমি যেন কারো সাথে
দুর্ব্যবহার না করি বা কারো দুর্ব্যবহারের শিকার না হই।'

—*উম্মে সালামা (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৫৩৪.

নবীজী (স) যে-কোনো অভিযানে অভিযাত্রীদের জন্যে দোয়া করতেন :
'তোমাদের দ্বীন, তোমাদের বিশ্বাস ও সকল কর্ম
আমি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি'।

—*আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ (রা);* আবু দাউদ

৫৩৫.

নবীজী (স) কোনো রোগীকে দেখতে গেলে ডান হাত
দিয়ে তাকে স্পর্শ করে দোয়া করতেন :
'হে আল্লাহ! হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি তার কষ্ট দূর করে দাও।
তুমি তাকে নিরাময় করো। তুমিই নিরাময়কারী।
তোমার নিরাময় ছাড়া আর কোনো নিরাময় নেই।
তুমি তাকে পূর্ণ নিরাময় প্রদান করো।'
[সাহাবীরাও অসুস্থদের নিরাময়ে এই দোয়া করতেন।]

–*আয়েশা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৫৩৬.

নবীজী (স) রোগীকে দেখতে গেলে
তার মাথার কাছে বসতেন এবং দোয়া করতেন :
'হে আল্লাহ! মহান আরশের অধিপতি,
তুমি তাকে নিরাময় করো।' তিনি সাত বার এই দোয়া পড়তেন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* তিরমিজী, আবু দাউদ

৫৩৭.

নবীজী (স) রাতে বিছানায় শোয়ার আগে দুই হাত একত্র করে
তালুতে ফুঁ দিতেন। তারপর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়ে
হাত দুটি শরীরে বুলিয়ে নিতেন।

–*আয়েশা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৫৩৮.

নবীজী (স) রাতে যখন বিছানায় ঘুমাতে যেতেন তখন বলতেন :
'হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমার মরণ,
তোমার নামেই আমার জাগরণ'।
ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর বলতেন : 'সকল প্রশংসা আল্লাহর,
যিনি মরণের পর আমাদের জীবনে ফিরিয়ে এনেছেন।
আবার তাঁর কাছেই আমরা সবাই ফিরে যাব'।

–*আবু যর গিফারী (রা);* বোখারী

৫৩৯.

নবীজী (স) কোনো মজলিস ত্যাগ করার সময় দোয়া করতেন :
'হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন সচেতনতা সৃষ্টি করে দাও, যা আমাদের
এবং আমাদের পাপের মাঝে একটা দেয়াল হিসেবে কাজ করবে।
আমাদেরকে তোমার আনুগত্য করার এমন সুযোগ দান করো,
যা আমাদের জান্নাতে পৌঁছে দেবে। আমাদের বিশ্বাসকে এতটা সুদৃঢ় করো,
যাতে আমরা যে-কোনো পার্থিব দুর্ভোগকে সহজে কাটিয়ে উঠতে পারি।
আমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও প্রাণপ্রাচুর্য আমৃত্যু অটুট রাখো এবং
এ থেকে কল্যাণ লাভের তওফিক দাও। আমাদের প্রতিশোধ স্পৃহাকে
আমাদের ওপর যারা জুলুম করেছে, তাদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখো।
শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।
আমাদের দ্বীনকে বিপদাপন্ন হতে দিও না। পার্থিব ভোগ্যপণ্যকে
আমাদের চিন্তার, আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত কোরো না।
আমাদের জ্ঞানশূন্য হতে দিও না। আমাদের ওপর সদয় নয়
এমন কাউকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না।'

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); তিরমিজী

৫৪০.

'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের ওপর নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক যদি তাদের সাথে
কঠোর ও নির্মম আচরণ করে, তবে তার প্রতি তুমিও কঠোর হয়ো।
আর যদি সে কোমল আচরণ করে,
তাহলে তুমিও তার প্রতি দয়া প্রদর্শন কোরো।'

–আয়েশা (রা); মুসলিম

৫৪১.

একদা কয়েকজন নবীজীকে (স) বললেন, 'দাউস গোত্রের লোকজন ইসলাম
গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আপনি তাদেরকে অভিশাপ দিন।'
তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! দাউস গোত্রকে হেদায়েতের নেয়ামত দান করো।
তাদেরকে আমার ঘনিষ্ঠ করে দাও।'

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

৫৪২.

নবীজী (স) একজন মুসাফিরকে দোয়া করেন :
'আল্লাহ তোমাকে ধর্মপরায়ণ করুন।
তোমার সকল গুনাহ মাফ করুন।
যেখানেই থাকো সেখানেই তোমার
কল্যাণ ও সৎকর্মের পথ সহজ করে দিন।'

–আনাস ইবনে মালেক (রা); তিরমিজী

৫৪৩.

নবীজী (স) যখন কোথাও কোনো জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে
ক্ষতির আশঙ্কা করতেন, তখন দোয়া করতেন :
'হে আল্লাহ! আমি তাদের সব ধরনের অনিষ্ট থেকে
তোমার সুরক্ষা ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

–আবু মুসা আশয়ারী (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

৫৪৪.

নবীজী (স) বিপদাপন্ন অবস্থায় ও কষ্টের সময় দোয়া করতেন :
'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যিনি মহামহান ক্ষমাশীল।
আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যিনি মহান আরশের প্রভু।
আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই,
যিনি মহাকাশ পৃথিবী ও মহান আরশের প্রভু।'

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); বোখারী, মুসলিম

৫৪৫.

নবীজী (স) আমাকে এই দোয়াটি শিক্ষা দেন :
'আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ারহামনি ওয়াহদিনী ওয়ারজুকনি'
(হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করো! আমায় দয়া করো!
আমায় হেদায়েত করো! আমায় রিজিক দান করো!)

–সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা); মুসলিম

দরুদ

৫৪৬.

বেশি বেশি দরুদ পড়ো। যত পারো দরুদে নিমগ্ন থাকো।
তোমার সকল অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা ভেসে যাবে।
তোমার গুনাহরাজি ক্ষমা পাবে।

–উবাই ইবনে কাব (রা); তিরমিজী

৫৪৭.

একদিন নবীজী (স) আমাদের কাছে এলেন।
আমরা তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসুল! আপনার ওপর সালাম পাঠানোর পদ্ধতি আমরা জানি। কিন্তু আপনার ওপর দরুদ কীভাবে পড়ব?'
তিনি বললেন, '*হে আল্লাহ! রহম করো মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের ওপর, যেভাবে তুমি রহম করেছিলে ইব্রাহিম এবং তাঁর পরিবারের ওপর। নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসিত মহামহান! হে আল্লাহ! বরকত দান করো মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবারের ওপর, যেভাবে তুমি বরকত দিয়েছিলে ইব্রাহিম এবং তাঁর পরিবারের ওপর। নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসিত মহামহান!*'
(নামাজে আমরা এই দরুদটিই পড়ে থাকি)

–কাব ইবনে উজরাহ (রা); বোখারী, মুসলিম

৫৪৮.

আমার ওপর সবচেয়ে বেশি দরুদ পাঠকারীই মহাবিচার দিবসে
আমার সবচেয়ে কাছে থাকবে।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); তিরমিজী

৫৪৯.

আমার ওপর যে একবার দরুদ পড়বে,
আল্লাহ তার ওপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করবেন।

–আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); মুসলিম

৫৫০.

কারো সামনে আমার নাম আলোচিত হওয়ার পর
সে যদি দরুদ না পড়ে, তাহলে সে আসলেই কৃপণ।

–আলী ইবনে আবু তালিব (রা); তিরমিজী

৫৫১.

শুক্রবার সপ্তাহের সেরা দিন।
এই দিন আমার ওপর বেশি বেশি দরুদ পড়ো।
তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়।
সাহাবীরা আরজ করলেন,
'আপনি যখন জমিনের সাথে মিশে গিয়ে আরাম করতে থাকবেন,
তখন আমাদের দরুদ কীভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে?'
তিনি বললেন, 'আল্লাহ নবীদের দেহ জমিনের জন্যে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন
(মাটি নবীদের দেহকে গ্রাস করতে পারবে না)।'

–আউস ইবনে আউস (রা); আবু দাউদ

৫৫২.

যখন তোমরা আমাকে সালাম পাঠাবে,
তখন আল্লাহ আমার রুহ ফেরত পাঠাবেন এবং
আমি সালামের জবাব দেবো।

–আবু হুরায়রা (রা); আবু দাউদ

৫৫৩.

আমার কবরকে তোমরা আনন্দ-উৎসবের স্থানে পরিণত কোরো না।
বরং আমার ওপর দরুদ পড়ো। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন,
তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।

–আবু হুরায়রা (রা); আবু দাউদ

তকদির

৫৫৪.

প্রতিটি বিষয়, বস্তু ও প্রাণের তকদির
(বিকাশ ও পরিণতির প্রাকৃতিক আইন) রয়েছে।
এমনকি দুর্বলতা ও বুদ্ধিমত্তারও!

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* মুসলিম, মেশকাত

৫৫৫.

মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে,
সে লক্ষ্যে কাজ করলে সে স্বতঃস্ফূর্ত গতি পাবে।

–*ইমরান ইবনে হোসেইন (রা);* বোখারী, মুসলিম

৫৫৬.

কাজ করে যাও। প্রত্যেকের একটা গন্তব্য আছে।
গন্তব্য বুঝে কর্তব্য সম্পাদনে যখন কেউ অগ্রসর হয়,
তখন তার কাজে স্বতঃস্ফূর্ততা আসে,
লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।

–*আলী ইবনে আবু তালিব (রা);* বোখারী, মুসলিম

৫৫৭.

দোয়া তকদির (বিকাশ ও পরিণতির
প্রাকৃতিক আইন বা ভাগ্য) বদলে দেয়।

–*সালমান ফারসি (রা), সাওবান (রা);* তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, মেশকাত

স্বপ্ন

৫৫৮.

সত্য স্বপ্ন নবুয়তের অংশ। (তাই নবীদের স্বপ্ন সত্য হয়। আর)
বিশ্বাসীর স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ ভাগের একভাগ।

–আবু হুরায়রা (রা), উবাদা ইবনে সামিত (রা); বোখারী, মুসলিম

৫৫৯.

আমার পর আর কোনো নবী নেই। তাই আর ওহী আসবে না।
কিন্তু ইলহাম ও স্বপ্নের মাধ্যমে
অনেক সত্যই মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হবে।

–হুজাইফা ইবনে আসিয়াদ (রা); তাবারানী

৫৬০.

তুমি যত সত্য কথা বলবে, তোমার স্বপ্ন তত সত্য হবে।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

৫৬১.

বাজে মিথ্যাচার হচ্ছে স্বপ্নে দেখে নি
এমন বিষয় স্বপ্নে দেখেছে বলে বর্ণনা করা।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); আহমদ

৫৬২.

যখন কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখে (ঘুম ভেঙে যায়),
তখন শোয়া অবস্থাতেই বাম পাশে তিন বার থুতু ফেলো।
(বাস্তবে থুতু ফেলতে হবে না। শুধু ঠোঁট নেড়ে
থু থু থু করলেই হবে।) পাশ পরিবর্তন করে শোও
এবং তিন বার শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো।
তাহলে এ স্বপ্নের কোনো ক্ষতিকর প্রভাব তোমার ওপর পড়বে না।

–আবু কাতাদা (রা); বোখারী, মুসলিম

৫৬৩.

যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে যেন বাস্তবেই আমাকে দেখল।
কারণ শয়তান আমার চেহারা ধারণ করতে পারে না।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৫৬৪.

ভালো স্বপ্ন দেখলে তুমি এটার ব্যাখ্যা করবে
(অর্থাৎ অর্থ বোঝার চেষ্টা করবে)।
খারাপ স্বপ্ন দেখলে এর ব্যাখ্যা করবে না, বলবেও না।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী

৫৬৫.

আমি স্বপ্নে দেখলাম—আমি আমার দুটি আঙুল চুষছি।
এক আঙুলে ঘি, অপর আঙুলে মধু ছিল।
জেগে ওঠার পর আমি নবীজীকে (স) স্বপ্নের বিবরণ দিলে
তিনি বললেন, 'তুমি দুটি কিতাব পড়তে সক্ষম হবে।
তাওরাত এবং কোরআন।' শেষ পর্যন্ত তা হয়েছিল।

–আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); আহমদ

৫৬৬.

কোনো ভালো স্বপ্ন দেখলে বুঝবে এটা আল্লাহর রহমত।
তখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে।
স্বপ্নের কথা বলে না বেড়ানোই ভালো।
আর যখন কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখো,
তখন বুঝবে এটা শয়তানি অপশক্তির কাজ।
তখন এই অপশক্তির ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে।
আর খারাপ স্বপ্নের কথা কাউকেই বলবে না।
তাহলে এ স্বপ্ন তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা); বোখারী, মুসলিম

মন ও মনন

৫৬৭.

প্রত্যেকের বুকের ভেতরে একটি ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড রয়েছে।
একে বলে ক্বালব বা মন বা হৃদয়। জেনে রাখো,
এই ক্বালব বা মনের দূষণ শরীরকে দূষিত ও অসুস্থ করে তোলে
আর ক্বালব বা মন দূষণমুক্ত হলে শরীর দূষণমুক্ত ও সুস্থ হয়।
(তাই মনের আবর্জনা পরিষ্কার করার দিকে নজর দাও।)

–*নোমান ইবনে বশীর (রা);* বোখারী, মুসলিম

৫৬৮.

অহমকে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত রাখো অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণে রাখো।
আখেরাত-সচেতন হও। এটাই স্বচ্ছ মন বা হৃদয়ের চাবি।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* তাবারানী

৫৬৯.

যখন একজন বিশ্বাসী কোনো পাপ করে,
তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে।
অনুশোচনা করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইলে
তার অন্তর আবার পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি ক্রমাগত
পাপ করতে থাকে, তাহলে কালো দাগের সংখ্যা বাড়তে থাকে।
এ অবস্থাকেই আল্লাহ কোরআনে বলেছেন—
'তাদের হৃদয়ের আস্তরণ তাদেরই অর্জন'।

–*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান

৫৭০.

মানুষের অন্তর লোহার মতো। নিষ্ক্রিয় পড়ে থাকলে মরচে বা
আস্তর পড়ে যায়। মৃত্যুর স্মরণ এবং কোরআন অনুশীলন
অন্তরকে আস্তর পড়া থেকে রক্ষা করে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* মেশকাত

৫৭১.

হৃদয় চার ধরনের—

১. স্বচ্ছ হৃদয়, যার মধ্যে আলো-বিকিরণকারী বাতির
আলোর মতো আলো আছে।

২. অস্বচ্ছ আবদ্ধ হৃদয়। ৩. উল্টানো হৃদয়। ৪. বিভক্ত হৃদয়।

স্বচ্ছ হৃদয় হচ্ছে বিশ্বাসীর হৃদয়। ভেতরের আলো হচ্ছে স্রষ্টার আলো।
অস্বচ্ছ আবদ্ধ হৃদয় হচ্ছে সত্য অস্বীকারকারীর হৃদয়।
উল্টানো হৃদয় হচ্ছে মুনাফেকদের হৃদয়, যে জানে কিন্তু মানে না।
বিভক্ত হৃদয় হচ্ছে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসে দোদুল্যমান
সংশয়ী সুবিধাবাদীর হৃদয়।
একজনের হৃদয়ের বিশ্বাসের অংশকে তুলনা করা যায়
ঝর্নার পানি সেচের মাধ্যমে গড়ে ওঠা চমৎকার বাগানের সাথে।
আর মুনাফেকির অংশকে তুলনা করা যায় এমন একটি ক্ষতের সাথে,
যা থেকে ক্রমাগত রক্ত ও পুঁজ ঝরছে।
এই দুয়ের মধ্যে যে প্রবণতার শক্তি বেশি, সে-ই কর্তৃত্ব করবে।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা); আহমদ

৫৭২.

যখন (স্রষ্টার) আলো হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন হৃদয় প্রসারিত হয়।
একজন জিজ্ঞেস করল, এটা বোঝার উপায় কী?
নবীজী (স) বললেন,
তখন পার্থিব নিবাসের প্রতি তোমার অনাগ্রহ সৃষ্টি হবে,
স্থায়ী নিবাসের প্রতিই তুমি ঝুঁকে পড়বে।
মৃত্যু আসার আগেই সব প্রস্তুতি নিয়ে ফেলবে।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); হাকেম

জেহাদ

৫৭৩.

(আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার সংগ্রামই সর্বোত্তম জেহাদ।)
নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ব্যক্তিই প্রকৃত মুজাহিদ (ধর্মযোদ্ধা)।

–*ফাদালা ইবনে ওবায়েদ (রা);* তিরমিজী, ইবনে হিব্বান, বায়হাকি

৫৭৪.

যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রত্যাবর্তনকারীদের স্বাগত জানিয়ে নবীজী (স) বলেন,
তোমরা ছোট জেহাদ থেকে এসেছ। এবার বড় জেহাদে যোগদান করো।
একজন প্রশ্ন করলেন, বড় জেহাদ কী? তিনি বললেন,
বড় জেহাদ হচ্ছে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা
(নিজেকে পুরোপুরি পরিশুদ্ধ করা)।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* বায়হাকি

৫৭৫.

নবীজীকে (স) প্রশ্ন করা হলো,
এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে যুদ্ধ করল,
দ্বিতীয় ব্যক্তি আত্মমর্যাদা ও সম্মানের জন্যে যুদ্ধ করল,
তৃতীয় ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করল।
এদের মধ্যে কার লড়াইকে জেহাদ বলে গণ্য করা হবে?
নবীজী (স) বললেন, আল্লাহর বাণী সমুন্নত রাখার জন্যে
যে লড়াই করবে, সে-ই আসলে আল্লাহর পথে
সর্বাত্মক সংগ্রামে (জেহাদে) অংশগ্রহণকারী।

–*আবু মুসা আশয়ারী (রা);* বোখারী, মুসলিম

৫৭৬.

আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম (জেহাদ) করো মাল দিয়ে, জবান দিয়ে
(কথা ও লেখার মাধ্যমে বাণীপ্রচার করে), জান দিয়ে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* আবু দাউদ

৫৭৭.

যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদকে জেহাদের উপকরণ সংগ্রহ করে দিল,
সে যেন নিজেই জেহাদ করল। আর মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে
তার পরিবারের দেখাশোনা যে করবে,
সে-ও জেহাদে অংশগ্রহণকারী বলে গণ্য হবে।

–*জায়েদ ইবনে খালেদ (রা);* বোখারী, মুসলিম

৫৭৮.

জালেম ও স্বৈরাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলাই উত্তম জেহাদ।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৫৭৯.

আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম (জেহাদ) হচ্ছে
কৌশল ও পারিপার্শ্বিক উপকরণ ও তথ্যের সমন্বিত কল্যাণকর প্রয়োগ।

–*আবু হুরায়রা (রা), জাবির (রা);* বোখারী, মুসলিম

৫৮০.

নবীজী (স) যখন জেহাদে যেতেন, তখন প্রার্থনা করতেন :
'হে আল্লাহ! তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।
তুমিই আমার একমাত্র সাহায্যকারী।
আমি শুধু তোমারই সাহায্য চাচ্ছি।
আমার সকল শক্তির উৎস তুমি।
তোমার শক্তিতে শক্তিমান হয়েই আমি লড়াই করছি।'

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৫৮১.

এক ব্যক্তি নবীজীর (স) কাছে নির্জনবাসের অনুমতি প্রার্থনা করলেন।
নবীজী (স) বললেন, আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রামই
(নিজেকে ক্রমাগত পরিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ সমর্পিত করার সংগ্রামই)
হচ্ছে আমার উম্মতের জন্যে 'নির্জনবাস'।

–*আবু উমামা (রা);* আবু দাউদ

শহিদ

৫৮২.

একজন শহিদ নিহত হওয়ার সময় কোনো মৃত্যুকষ্ট অনুভব করে না।
একটা পিঁপড়া কামড় দিলে তোমরা যতটুকু কষ্ট অনুভব করো,
শহিদের কষ্টও ঠিক ততটুকুই।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী

৫৮৩.

জান্নাতে প্রবেশ করার পর শহিদ ছাড়া
কেউই পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না।
শহিদ যখন শাহাদাতের কারণে জান্নাতে তার মর্যাদা দেখবে,
তখন সে পৃথিবীতে ফিরে এসে আরো ১০ বার
আল্লাহর পথে শহিদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); বোখারী, মুসলিম

৫৮৪.

নিজস্ব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে যে নিহত হলো,
তার মৃত্যু শহিদী মৃত্যু।

–আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); বোখারী, মুসলিম

৫৮৫.

পাঁচ শ্রেণির মানুষ শহিদের তালিকাভুক্ত হবে—
১. যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদে নিহত হলো, সে শহিদ।
২. যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদে গিয়ে
স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করল, সে শহিদ।
৩. যে ব্যক্তি মহামারিতে মারা গেল, সে শহিদ।
৪. যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা গেল, সে শহিদ।
৫. যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা গেল, সে শহিদ।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৫৮৬.

মহামারির সময় কেউ যদি নিঃশঙ্কচিত্তে সবরের সাথে
নিজ এলাকায় থাকে এবং বিশ্বাস করে যে,
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তার কোনো ক্ষতিই হবে না,
তার মর্যাদা হবে শহিদের সমান।

–আয়েশা (রা); বোখারী

৫৮৭.

সন্তান প্রসবকালে মারা গেলে তার মর্যাদা হবে শহিদের মর্যাদা।

–উকবা ইবনে আমীর (রা); নাসাঈ

৫৮৮.

আত্মরক্ষা করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়,
তবে তার মৃত্যু শহিদী মৃত্যু।
পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়,
তবে তার মৃত্যুও শহিদী মৃত্যু।

–সাঈদ ইবনে জায়েদ (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

৫৮৯.

মহাবিচার দিবসে একজন শহিদ ৭০ জনের জন্যে
আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে।

–উসমান ইবনে আফফান (রা); ইবনে মাজাহ

৫৯০.

যদি কেউ শহিদ হওয়ার জন্যে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে
এবং পরবর্তীতে বিছানায় শুয়ে মারা যায়,
তবুও আল্লাহ তাকে শহিদের মর্যাদা দান করবেন।

–সহল ইবনে হুনাইফ (রা); মুসলিম, আবু দাউদ

মৃত্যু

৫৯১.

বিশ্বাসীর জন্যে মৃত্যু হচ্ছে আল্লাহর উপহার।

–আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); বায়হাকি (মেশকাত)

৫৯২.

মৃত্যু! সে-তো বন্ধুর সাথে মিলনের সেতু।

–আয়েশা (রা); মেশকাত

৫৯৩.

প্রতিটি মানুষ মৃত্যুকালীন হাল-অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।
(এজন্যেই বিশ্বাসের সাথে মৃত্যু এত গুরুত্বপূর্ণ)।

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); মুসলিম

৫৯৪.

তোমাদের মধ্যে বুদ্ধিমান সে-ই, যে মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করে
এবং মৃত্যুকে বরণ করার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে।
সে ইহকাল ও পরকালের সবচেয়ে ভালোটাই পায়।
সে দুনিয়ায় সম্মানিত হয়।
আর আখেরাতেও পাবে উষ্ণ অভ্যর্থনা।

–শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা); তিরমিজী, তাবারানী

৫৯৫.

কখনো মৃত্যুকামনা করবে না।
তুমি যদি সৎকর্মশীল হও তবে যতদিন কর্মক্ষম থাকবে,
তোমার সৎকর্ম করার সুযোগ বাড়বে।
আর যদি পাপী হও তবে তোমার অনুশোচনা করার সুযোগ থাকবে।
(মৃত্যু এলে দুটো সুযোগই নষ্ট হয়ে যাবে)।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী

৫৯৬.

তোমরা ক্ষণস্থায়ী জীবনের সমাপ্তি-মুহূর্ত
অর্থাৎ মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করো।

—*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* তিরমিজী

৫৯৭.

কোনো বিপদ বা সংকটে কখনো নিজের মৃত্যুকামনা করবে না।
যদি কিছু বলতেই হয় তাহলে বলবে,
'হে আল্লাহ! বেঁচে থাকা যতক্ষণ আমার জন্যে কল্যাণকর,
ততক্ষণ জীবিত রাখো। আর যখন আমার জন্যে মৃত্যুই শ্রেয়,
তখন মৃত্যু দান করো।'

—*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

৫৯৮.

একজন বিশ্বাসী হিসেবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে
আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম পুরস্কারের প্রত্যাশা নিয়ে।

—*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম

৫৯৯.

তিনটি গুণের অধিকারী হলে একজন মানুষ
প্রশান্ত মৃত্যুতে ধন্য হবে—
১. দুর্বলের প্রতি সমমর্মী হলে।
২. পিতামাতার প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা থাকলে।
৩. অধীনস্থের প্রতি যত্নবান হলে।

—*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মেশকাত

৬০০.

একজন মানুষ মারা গেলে ফেরেশতারা খোঁজ নেয়—
সে অগ্রিম কী পাঠিয়েছে। কিন্তু আত্মীয়স্বজনেরা খোঁজ নেয়—
সে কী রেখে গেছে।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মেশকাত, বায়হাকি

৬০১.

আল্লাহ যখন চান যে, তাঁর কোনো বান্দা
কোনো নির্দিষ্ট স্থানে মারা যাক,
তখন তার এমন কোনো প্রয়োজন সৃষ্টি হয়,
যা তাকে সেখানে নিয়ে যায়।
(আর ফেরেশতারা সেখান থেকেই নিয়ে যায় তার আত্মা)।

–*ইয়াসির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* বোখারী

৬০২.

আমি যা বলি, মৃতরাও তোমাদের মতো তা শুনতে পায়।
কিন্তু তারা জবাব দিতে পারে না।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী

মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ কথা

৬০৩.

তোমরা মৃত্যুপথযাত্রীকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
(আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)' বলতে উদ্বুদ্ধ করো।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* মুসলিম, নাসাঈ

৬০৪.

যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
(আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

–*মুয়াজ ইবনে জাবল (রা);* আবু দাউদ, হাকেম

৬০৫.

'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই' এই নিশ্চিত
জ্ঞান নিয়ে যে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

–*উসমান ইবনে আফফান (রা);* মুসলিম

মৃতের প্রশংসা

৬০৬.

তোমরা মৃতের প্রশংসা করলে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়।
আর মৃতের নিন্দা করলে তার জন্যে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়।
তোমরা পৃথিবীতে তার (সৎ বা অসৎ) কর্মের সাক্ষী।
(অতএব মৃতের প্রতি দোষারোপের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হও।)

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬০৭.

মৃতদের গালি দিও না। তাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বোলো না।
কারণ তারা ইতোমধ্যেই তাদের কর্মফল ভোগ করছে।

–*আয়েশা (রা);* বোখারী

৬০৮.

মৃতের ব্যাপারে খারাপ কথা না বলে
তার গুণ ও ভালো কাজ নিয়ে আলোচনা করো।

–*আয়েশা (রা);* নাসাঈ

সন্তানের মৃত্যু

৬০৯.

যখন কোনো বিশ্বাসী বান্দার সন্তানের মৃত্যু হয়,
তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন,
তোমরা কি আমার অমুক বান্দার সন্তানকে নিয়ে এসেছ?
ফেরেশতারা বলে, হাঁ! আল্লাহ তখন বলেন,
তোমরা তার হৃদয়ের ফুল ছিনিয়ে এনেছ।
ফেরেশতারা বলে, হাঁ! তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন,
আমার বান্দা কী বলল? ফেরেশতারা জবাব দিল,
সে আপনার প্রশংসা করল এবং 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন
(আমরা সবাই আল্লাহর। তাঁর কাছ থেকে এসেছি।
আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব)' বলল। আল্লাহ তখন বলেন,
আমার এই বান্দার জন্যে জান্নাতে একটি মহল বানিয়ে দাও।

–*আবু মুসা আশয়ারী (রা);* তিরমিজী, আহমদ

৬১০.

কোনো বিশ্বাসীর তিন সন্তান সাবালক হওয়ার আগেই মারা গেলে
এই সন্তানদের মৃত্যুর কারণে আল্লাহর অনুগ্রহে সে জান্নাতে দাখিল হবে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬১১.

কোনো মায়ের জীবদ্দশায় তার তিনটি সন্তান মারা গেলে
এই মৃত সন্তানেরা তার মা ও জাহান্নামের মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়াবে।
এমনকি দুটি মৃত সন্তানও একইভাবে দেয়াল হয়ে দাঁড়াবে।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* বোখারী, মুসলিম

ধর্মের পুনর্জাগরণ

৬১২.

প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ তোমাদের মাঝে একজন যুগ-সংস্কারক
পাঠাবেন—যিনি শাশ্বত ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটাবেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ, মেশকাত

৬১৩.

আমার অনুসারীদের স্বল্পসংখ্যক হবে আশীর্বাদসিক্ত।
আমার পর এরাই প্রচলিত জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে
আমার সত্যিকারের সুন্নতের পুনর্জাগরণ ঘটাবে।

–*আমর ইবনে আউফ (রা);* তিরমিজী, মেশকাত

৬১৪.

তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি—যে মানুষকে (মনোজাগতিক)
দাসত্ব থেকে মুক্ত করে ইসলামের (শান্তি ও সমর্পণের)
আলোয় আলোকিত করার জন্যে নিরলস পরিশ্রম করে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

৬১৫.

সমাজে একটি কল্যাণময় সুন্নতের প্রচলন যে করবে,
সে আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে পুরস্কৃত হবে।

–*জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* তিরমিজী, আহমদ

৬১৬.

তোমরা সরলপথ অনুসরণ করো।
প্রতিটি বিষয়ের সহজ সমাধান করো।
(ধর্মের নামে) কঠিন ও কঠোর পথ এবং প্রক্রিয়া বর্জন করো।
সুখবরের বাহক হও। ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি থেকে বিরত থাকো।

–*আবু হুরায়রা (রা), আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬১৭.

আমার বাণী শুনে যে তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়,
আল্লাহ তাকে কল্যাণ ও তৃপ্তি দেবেন।
কারণ যারা তার কাছ থেকে বাণী পেল, তাদের অনেকেই তার চেয়েও
সে বাণীর উত্তম সংরক্ষক ও প্রচারক হতে পারে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* তিরমিজী, ইবনে মাজাহ

৬১৮.

কল্যাণের পথে আহ্বানকারী কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমান পুরস্কার পাবে। (কাজ সম্পাদনকারীর পুরস্কারও কোনোভাবেই কমবে না)

–*আবু হুরায়রা (রা), আবু মাসউদ (রা);* মুসলিম

৬১৯.

আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে একজন মানুষকেও হেদায়েত দান করেন,
তাহলে তা তোমার জন্যে মূল্যবান লাল উটের পাল প্রাপ্তি থেকেও উত্তম।

–*সহল ইবনে সাদ (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬২০.

উটের পাল খুঁজলে দূরযাত্রার যোগ্য উট একশতে একটা পাওয়া কঠিন।
একইভাবে দীর্ঘ সাধনা বা সংগ্রামের যোগ্য মানুষও
শতের মধ্যে একজন পাওয়া কঠিন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬২১.

যখন কোনো নেতা ইজতিহাদ
অর্থাৎ চিন্তা-গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে
সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, তখন সে দুটি নেকি পাবে।
আর যথাযথ চিন্তা-গবেষণা বিচার-বিশ্লেষণের পরও
যদি তার সিদ্ধান্ত পরে ভুল প্রমাণিত হয়,
তবুও সে একটি নেকি পাবে (ইজতিহাদ করার জন্যে)।

–*আমর ইবনুল আস (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬২২.

আল্লাহ আমার উম্মতের জন্যে তিনটি বিষয় নিশ্চিত করেছেন—
১. ব্যাপক দুর্ভিক্ষে তারা বিলুপ্ত হবে না।
২. শত্রুরা তাদের সমূলে বিনাশ করতে পারবে না।
৩. সবাই একসাথে পথভ্রষ্ট হবে না।

—*আমর ইবনে কায়েস (রা);* দারিমি, মেশকাত

৬২৩.

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হবে
আমার সংস্পর্শে গড়ে ওঠা মানুষেরা (সাহাবীরা)।
এরপর তাদের সংস্পর্শে যারা গড়ে উঠবে তারা (তাবেঈনরা)।
এরপর তাদের সংস্পর্শে যারা গড়ে উঠবে তারা (তাবে-তাবেঈনরা)।
এদের পর এমন মানুষেরা সামনে চলে আসবে,
যারা সাক্ষ্য দিতে চাইবে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।
তারা আমানতের খেয়ানত করবে,
অঙ্গীকার লঙ্ঘন করবে আর তাদের শরীর হবে মেদ-আক্রান্ত।

—*ইমরান ইবনে হোসেইন (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬২৪.

হে আল্লাহর রসুল! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি,
আপনার সাথে প্রাণান্ত সংগ্রাম করেছি।
আমাদের চেয়েও অগ্রগামী কেউ হবে কি?
নবীজী (স) জবাবে বলেন, হাঁ, হবে। যারা আমার পরে জন্মগ্রহণ করবে
এবং আমাকে না দেখেই সত্যিকার বিশ্বাস করবে।

—*আবু ওবায়দা (রা);* আহমদ, মেশকাত

৬২৫.

তোমরা যারা আমাকে দেখে বিশ্বাস স্থাপন করেছ,
তারা অবশ্যই আশীর্বাদপ্রাপ্ত। আর যারা আমাকে কখনো দেখে নি,
কিন্তু বিশ্বাস করেছে, তারা তোমাদের চেয়ে সাত গুণ আশীর্বাদপ্রাপ্ত।

—*আনাস ইবনে মালেক (রা);* আহমদ

জবাবদিহিতা

তুমি যদি অনুশোচনা ও ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে ক্লান্ত না হও,
আল্লাহ কখনো ক্ষমা করতে ক্লান্তবোধ করেন না।

–নবীজী (স)

পাপ ও মিথ্যাচার

৬২৬.

পাপ কী, পুণ্য কী—তা তুমি জানতে চাচ্ছ?
তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস করো, উত্তর পেয়ে যাবে।
যে চিন্তা বা কাজ অন্তরে তৃপ্তি ও প্রশান্তি আনে, তা-ই পুণ্য।
আর যে-কাজ করতে গিয়ে মনে খটকা লাগে,
অন্তরে অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়, তা-ই পাপ।
যদিও কেউ কেউ সে-কাজকে বৈধ বলে ফতোয়া দিতে পারে,
কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তাতে কিছু যায়-আসে না।

–*ওয়াবিসা ইবনে মাবাদ (রা);* আহমদ, দারিমি

৬২৭.

সুন্দর কাজ ও আচরণ হচ্ছে নেকি।
আর যে কাজ করতে গিয়ে অন্তরে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়,
কেউ তা দেখে ফেলা বা জেনে যাওয়াকে
তোমরা অপছন্দ করো, সেটাই গুনাহ।

–*নাওয়াস ইবনে সামআন (রা);* মুসলিম, তিরমিজী, আহমদ

৬২৮.

শোনা কথা (সত্যতা যাচাই না করে) বলে বেড়ানোই
মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

–*ওমর ইবনে খাত্তাব (রা), আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৬২৯.

তোমার বক্তব্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করে—
এমন কারো কাছে মিথ্যা বলা
জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা।

–*সুফিয়ান ইবনে উসায়েদ (রা);* মুফরাদ (বোখারী)

৬৩০.

নবীজী (স) অসততাকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করতেন।
নবীজীর (স) উপস্থিতিতে কেউ কোনো মিথ্যা কথা বললে
তিনি কষ্ট পেতেন। মিথ্যার জন্যে সে ব্যক্তির অনুশোচনা করার কথা
না জানা পর্যন্ত নবীজী (স) সন্তুষ্ট হতেন না।

–আয়েশা (রা); তিরমিজী

৬৩১.

যে ব্যক্তি জেনেশুনে আমার নামে
মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে, সে মিথ্যাবাদী।

–আলী (রা), সামুরাহ (রা); মুসলিম, আহমদ, ইবনে মাজাহ

৬৩২.

তোমরা কখনোই কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না।

–উবাদা ইবনে সামিত (রা); বোখারী

৬৩৩.

প্রত্যক্ষদর্শী না হয়েও প্রত্যক্ষদর্শীর মতো করে
কোনো ঘটনার বর্ণনা দেয়া
চরম মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); বোখারী

৬৩৪.

সাবধান! সন্দেহ করা থেকে দূরে থাকো!
সন্দেহ পোষণ বা সন্দেহবশত কথা বলা জঘন্য মিথ্যাচার।
অন্যের ছিদ্রান্বেষণ কোরো না।
অন্যের দোষত্রুটি বের করার জন্যে গোয়েন্দাগিরি কোরো না।
কারো ব্যাপারে ঘৃণা পোষণ কোরো না।
কারো বিশ্বাসভঙ্গ কোরো না।
আল্লাহর বান্দা হয়ে পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে বসবাস কোরো।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৬৩৫.

যারা সৎ কাজের কথা বলে কিন্তু নিজেরা তা করে না,
আর খারাপ কাজ করা থেকে অন্যদের বিরত থাকতে বলে কিন্তু
নিজেরা সেই খারাপ কাজ করে,
আখেরাতে তাদের শাস্তি হবে কঠিন।

—*উসামা ইবনে জায়েদ (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬৩৬.

নয়টি মহাপাপ (কবিরা গুনাহ) হচ্ছে,
১. আল্লাহর সাথে শরিক করা।
২. কাউকে খুন করা।
৩. এতিমের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করা।
৪. জেহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া।
(সত্য অনুসরণে প্রাণান্ত প্রয়াস না চালানো বা এ-ক্ষেত্রে আলস্য)
৫. সুদী লেনদেন করা।
৬. পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার করা।
৭. কোনো নির্দোষ মহিলার নামে কুৎসা রটনা করা।
৮. মসজিদে গুজব ছড়ানো।
৯. মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

—*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬৩৭.

নিজের গুনাহর কথা বলে বেড়াবে না।
কোনো দোষ বা গুনাহ করার পর,
এই গুনাহের কথা অন্য কাউকে বললে
শ্রোতা তখন এটার সাক্ষী হয়ে যাবে।
আল্লাহ যা গোপন রেখেছিলেন,
তা তুমি প্রকাশ করে ফেললে। তখন আর ক্ষমা পাবে না।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

অহংকার

৬৩৮.

অহংকার হলো আত্মগর্বের কারণে সত্যকে অস্বীকার করা,
অন্যকে হেয় মনে করা। কারো অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকলেও
সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* মুসলিম

৬৩৯.

মূর্খ উদ্ধত অবাধ্য অহংকারী সীমালঙ্ঘনকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

–*হারিসা ইবনে ওয়াহাব (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬৪০.

তিনটি দোষ তোমার বিনাশ ঘটাবে। এই তিনটি সর্ববিনাশী দোষ হচ্ছে :
১. প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।
২. কৃপণতায় অভ্যস্ত হওয়া।
৩. অহংকারে আক্রান্ত হওয়া। শেষটি সর্বগুণবিনাশী।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বায়হাকি, মেশকাত

৬৪১.

একরোখা ও বিতর্কে লিপ্ত মানুষকে আল্লাহ অত্যন্ত অপছন্দ করেন।

–*আয়েশা (রা);* মুসলিম, আশকালানী

৬৪২.

একজন প্রশ্ন করলেন, সুন্দর পোশাক ও সুন্দর জুতো
পরা কি অহংকার? নবীজী (স) বলেন,
আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।
(অর্থাৎ সুন্দর পোশাক বা জুতো পরা অহংকার নয়। অহংকার হচ্ছে অন্যকে হেয় করা ও নিজেকে বড় মনে করার এক ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি।)

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* মুসলিম

৬৪৩.

আল্লাহ মহাবিচার দিবসে তিন ধরনের মানুষের প্রতি সদয় হবেন না—
১. যারা অহংকার করে কাপড় ঝুলিয়ে মাটিতে লাগিয়ে চলে।
২. যারা উপকার করে খোঁটা দেয় বা বলে বেড়ায়।
৩. যারা মিথ্যা শপথ করে নিম্নমানের পণ্য বিক্রি করে।

–*আবু যর গিফারী (রা);* মুসলিম

৬৪৪.

আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে সেই ব্যক্তি,
যে নিজেকে শাহেনশাহ বা রাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত করে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬৪৫.

কেউ যদি চায় যে, অন্যেরা দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান করুক,
তাহলে সে যেন জাহান্নামে তার নিবাস অনুসন্ধান করে।

–*মোয়াবিয়া (রা);* তিরমিজী, আবু দাউদ

৬৪৬.

একজন মানুষ যদি ক্রমাগত সাধারণ মানুষ থেকে
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে ও সাধারণের সাথে
অপমানজনক আচরণ করে, তাহলে সে
ধীরে ধীরে উদ্ধত অহংকারী মানুষে রূপান্তরিত হয়।
ফলে তার পরিণতিও হয় করুণ।

–*সালামা ইবনে আকওয়াহ (রা);* তিরমিজী

রাগ

৬৪৭.

রাগ-ক্রোধ বহু পাপের অনুঘটক।

–হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র); আহমদ

৬৪৮.

প্রতিপক্ষ কুস্তিগীরকে ধরে আছাড় দেয়াটা বীরত্ব নয়।
নিজের রাগকে সংযত করাই প্রকৃত বীরত্ব।
(অর্থাৎ রেগে যেও না।
রাগ সংবরণকারীই প্রকৃত বীর।)

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৬৪৯.

ক্রুদ্ধ অবস্থায়ও যে নিজেকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে,
সে-ই সত্যিকারের শক্তিমান।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); বোখারী, মুসলিম

৬৫০.

তোমরা কখনো রেগে গেলে দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়ো।
এতে রাগ চলে না গেলে শুয়ে পড়ো।

–আবু যর গিফারী (রা); আবু দাউদ, আহমদ, তিরমিজী

৬৫১.

রেগে গেলে (সেই সময়ের জন্যে) চুপ থাকো।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); আহমদ, মুফরাদ

৬৫২.

রেগে গেলে ওজু করবে। রাগ কমে যাবে।

–আতিয়া (রা); আবু দাউদ

৬৫৩.

উত্তেজনা বা রাগকে দমন করার জন্যে দোয়া করো :
'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি'
(আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজিম)। রাগ প্রশমিত হবে।

—*সোলাইমান ইবনে সুরাদ (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬৫৪.

নিজের রাগ হজম করাই সবচেয়ে বড় সংযম।

—*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* ইবনে মাজাহ

৬৫৫.

নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখো,
আল্লাহর রাগ থেকে তুমি সুরক্ষিত থাকবে।

—*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* আহমদ

৬৫৬.

রাগান্বিত অবস্থায় কখনো কোনো বিচারের রায় দেবে না।

—*আবু বাকরাহ (রা);* তিরমিজী

৬৫৭.

ক্রোধ চরিতার্থ করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও
যে রাগ-ক্রোধ সংবরণ করে, মহাবিচার দিবসে আল্লাহ তাকে
সকল সৃষ্টির সামনে সম্মানিত করবেন।

—*সহল ইবনে মুয়াজ (রা);* তিরমিজী, আবু দাউদ

৬৫৮.

আমাকে জান্নাতে যাওয়ার একটি আমলের কথা বলুন।
'তুমি কখনো রেগে যাবে না।
তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে।' নবীজীর (স) জবাব।

—*আবু দারদা (রা);* তাবারানী

ঈর্ষা ঘৃণা বিদ্বেষ

৬৫৯.

নবীজী (স) বললেন, তোমাদের সামনে এখনই একজন জান্নাতী আসবে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন এলো। পর পর তিন দিন
নবীজী (স) একই কথা বলার পর সেই একই মানুষ এলো।
আমি (আবদুল্লাহ ইবনে আমর) সেই আনসারের বাসায়
তিন রাত থাকার পর বুঝলাম তিনি তেমন বড় কোনো আমল করেন না।
তার এই বিশাল মর্যাদা সম্পর্কে জানিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে
তিনি বললেন, আমার বড় কোনো আমল নেই।
তবে কোনো মুসলমানের প্রতি আমার মনে কোনো
হিংসা বা বিদ্বেষ নেই। আর আল্লাহ কাউকে ভালো কিছু দিলে
তা দেখে আমি কখনো ঈর্ষান্বিত হই না।
আমি (আবদুল্লাহ) শুনে বললাম, এখন বুঝতে পারছি,
আসলে এই গুণের কারণেই আপনি এত মর্যাদাবান।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বায়হাকি, আহমদ

৬৬০.

কারো অন্তরে ঈমান এবং হিংসা একত্রে থাকতে পারে না।

–*আবু হুরায়রা (রা);* নাসাঈ, বায়হাকি, ইবনে হিব্বান

৬৬১.

তোমরা ঈর্ষা থেকে দূরে থাকো। আগুন যেমন খড়কুটো পুড়িয়ে
ছাই করে দেয়, ঈর্ষাও তেমনি তোমার সৎকর্মের বিনাশ করে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ, মেশকাত

৬৬২.

অন্তরে ঈর্ষা-হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী তওবা না করা পর্যন্ত
তার দোয়া কবুল হয় না।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* তাবারানী

৬৬৩.

নামাজীদেরকে শয়তানের উপাসনায় প্ররোচিত করার ব্যাপারে শয়তান হতাশ। কিন্তু নামাজীদের পরস্পরের ঈর্ষা-হিংসা-বিদ্বেষ-ঘৃণায় ভাসিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় শয়তান আদৌ হতাশ হয় নি।

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); তিরমিজী

৬৬৪.

ঈর্ষা ও ঘৃণা সম্পর্কে সতর্ক হও।
ঈর্ষা ও ঘৃণা বিশ্বাসের বিনাশ ঘটায়।

–জুবাইর ইবনে আওয়াম (রা), আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী

৬৬৫.

পরস্পর ঈর্ষা না করা পর্যন্ত সমাজ কল্যাণের মধ্যেই থাকবে।

–দামুরা ইবনে সালামা (রা); মুজাম আল কবীর

৬৬৬.

দুই ব্যক্তির প্রতি তুমি ঈর্ষা করতে পারো—
১. আল্লাহ যাকে অর্থবিত্ত দান করেছেন
এবং তা সে আল্লাহর পথে ব্যয় করে।
২. আল্লাহ যাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছেন,
যা সে নিজে প্রয়োগ করে ও অন্যকে প্রয়োগ করার শিক্ষা দেয়।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); বোখারী, মুসলিম

৬৬৭.

তোমার মনে কখনো কারো প্রতি কোনো
বিদ্বেষ বা অমঙ্গল চিন্তা থাকবে না—এটাই আমার সুন্নত।
যে আমার সুন্নতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল।
আর যে আমাকে ভালবাসল,
জান্নাতে সে আমার সাথে থাকবে।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); তিরমিজী

ছিদ্রান্বেষণ

৬৬৮.

আত্মজ্ঞান যেন তোমাকে অন্যের দোষত্রুটি
অনুসন্ধান করা থেকে বিরত রাখে।

–আবু যর গিফারী (রা); বায়হাকি

৬৬৯.

তুমি যদি অন্যদের শুধু দোষ খুঁজতে থাকো,
তবে তুমিই তোমার সর্বনাশের কারণ হবে।

–আবদুর রহমান ইবনে জুবাইর (রা); ইবনে হিব্বান, বায়হাকি

৬৭০.

তুমি যদি লোকজনের শুধু ছিদ্রান্বেষণই করতে থাকো,
তবে তুমি তাদেরকে দুরাচারী বা
প্রায় দুরাচারী বানিয়ে ফেলবে।

–মোয়াবিয়া (রা); আবু দাউদ

৬৭১.

তোমরা অন্যের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়িও না।
যে ব্যক্তি অন্যের গোপন দোষ ফাঁস করবে,
আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দেবেন।

–আবু বারজাহ আল আসলামী (রা); আবু দাউদ

৬৭২.

অন্যের দোষ খুঁজে বের করার ব্যাপারে
কখনো অনুসন্ধিৎসু হবে না।
যখন কোনো দোষ প্রকাশ্যে দৃশ্যমান হবে,
তখন তা আমলে নিতে পারো।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); আবু দাউদ

৬৭৩.

দুনিয়ায় যে ব্যক্তি অন্যের দোষত্রুটি গোপন রাখবে,
আল্লাহ্ আখেরাতে তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৬৭৪.

কারো চরিত্রের কোনো দোষ দেখে কেউ যদি তা গোপন রাখে,
তবে সে একজন জীবন্ত কবর দেয়া কন্যাশিশুকে
জীবিত উদ্ধার করার মতো পুণ্য অর্জন করবে।

–*উকবা ইবনে আমীর (রা);* আবু দাউদ

৬৭৫.

অন্যের ছিদ্রান্বেষণ না করে যে নিজের দোষত্রুটি নিয়ে
(তা সংশোধন করতে) ব্যস্ত থাকে, সে-ই আশীর্বাদপ্রাপ্ত।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বাজ্জার

গীবত

৬৭৬.

অন্যের অনুপস্থিতিতে তার কোনো দোষ নিয়ে আলোচনা করা গীবত।
যে দোষ তার মধ্যে নেই, তেমন কথা নিয়ে আলোচনা মিথ্যা অপবাদ।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৬৭৭.

গীবত নামাজ ও রোজা নষ্ট করে দেয়।
গীবত করলে পুনরায় নামাজ আদায় করো ও পরে কাজা রোজা রাখো।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* মেশকাত

৬৭৮.

গীবত (পরনিন্দা) ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য।
একজন ব্যভিচার করে তওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।
কিন্তু গীবতকারী তওবা করলেও আল্লাহ (সরাসরি) ক্ষমা করেন না।
যার গীবত করা হয়েছে,
সে ক্ষমা করলেই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা), জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* বায়হাকি, মেশকাত

৬৭৯.

চোগলখোর (অপপ্রচারকারী, যে প্রথমজনকে দ্বিতীয় জনের কথা লাগায়,
আবার ফিরে এসে দ্বিতীয় জনের কাছে লাগায় প্রথমজনের কথা)
কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

–*হুজাইফা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬৮০.

গীবতের কাফফারা হচ্ছে যার গীবত করা হয়েছে তার মাগফিরাত কামনা—
'হে আল্লাহ! আমাকে ও তাকে ক্ষমা করো' বলে তার জন্যে দোয়া করা।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বায়হাকি, মেশকাত

৬৮১.

নবীজী (স) সাহাবীদের বললেন,
তোমরা আমার কাছে অন্য কারো দোষ বর্ণনা কোরো না
(যদি না তা উম্মাহর স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়)।
কারণ আমি তোমাদের সামনে (পক্ষপাতহীন)
মুক্তমন নিয়ে আসতে চাই।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৬৮২.

আল্লাহর দৃষ্টিতে বাজে লোক হচ্ছে তারা—
১. যারা মানুষের গীবত করে বেড়ায়।
২. আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্যে কুৎসা রটনা করে এবং
৩. ভালো মানুষদের পদস্খলন কামনা করে।

–*আবদুর রহমান ইবনে গনম (রা), আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা);* আহমদ, বায়হাকি

ভিক্ষা

৬৮৩.

কারো কাছে হাত পাতবে না।

(কারো দয়ার ওপর কখনো নির্ভরশীল হবে না)

—*আউফ ইবনে মালেক (রা);* মুসলিম

৬৮৪.

দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও যে ব্যক্তি অন্যের কাছে
হাত পাতে না, সে-ই হচ্ছে মিসকিন, সে-ই হচ্ছে গরিব
(সাহায্য পাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি)।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬৮৫.

আল্লাহ তাঁর সেই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বান্দাকে ভালবাসেন,
যে গরিব হওয়া সত্ত্বেও অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়ায় না।

—*ইমরান ইবনে হোসেইন (রা);* ইবনে মাজাহ

৬৮৬.

অভাব-অনটনের মুখে যখন কেউ হাত পাতাকে অভ্যাসে পরিণত করে,
তখন আল্লাহ তার জন্যে দারিদ্র্যের দ্বার উন্মোচন করে দেন।

—*ওমর ইবনে সাদ (রা);* তিরমিজী

৬৮৭.

একজন মানুষ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যপীড়িত হয়ে
(সাহায্য পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে) সবার সামনে তা প্রকাশ করলে
তার অভাব কখনো দূর হবে না।
কিন্তু অভাব নিয়ে সে আল্লাহর শরণাপন্ন হলে আজ হোক বা কাল,
আল্লাহ তার অভাবমোচন করবেন।

—*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৬৮৮.

তিন ধরনের মানুষ ছাড়া ভিক্ষা করা বৈধ নয় :
১. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। সে ঋণ পরিশোধ পরিমাণ
অর্থ চাইতে পারে, এর অতিরিক্ত নয়।
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগে যার জীবনোপকরণ সংগ্রহের উপায় নষ্ট হয়ে গেছে,
তার দারিদ্র্য দূর না হওয়া পর্যন্ত।
৩. ক্ষুধা ও অভাব-অনটনে জর্জরিত ব্যক্তির
(তার অভাব-অনটন সম্পর্কে তিন জন বিজ্ঞ ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলে)
দারিদ্র্য বিমোচন না হওয়া পর্যন্ত।

–*কাবিসা ইবনে মুখারিক (রা);* মুসলিম

৬৮৯.

যে ভিক্ষার পথ ধরে, সে নিজের জন্যে দারিদ্র্যের দরজা উন্মুক্ত করে।

–*আবু কাবশা (রা);* তিরমিজী

৬৯০.

যে ব্যক্তি অর্থবিত্ত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করে,
সে বস্তুত অগ্নিপিণ্ড ভিক্ষা করে,
তা সে মাঝে মাঝে করুক বা নিয়মিত করুক।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৬৯১.

যে ক্রমাগত ভিক্ষা বা সাহায্য চেয়ে বেড়ায়, মহাবিচার দিবসে মুখমণ্ডলে
কোনো মাংস ছাড়াই সে আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬৯২.

ভিক্ষা করে বা অপরের কাছে চেয়ে একজন মানুষ তার মুখমণ্ডলকেই
আহত করে। তবে প্রশাসন বা কর্তৃপক্ষের কাছে চাওয়া বা
কোনো জরুরি জিনিস বা অত্যাবশ্যকীয় জিনিস চাওয়া দোষের কিছু নয়।

–*সামুরাহ ইবনে জুন্দুব (রা);* তিরমিজী

৬৯৩.

একদিন এক ব্যক্তি নবীজীর (স) কাছে এসে ভিক্ষা চাইল।
নবীজী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে কি কিছুই নেই?
ঘরে আমার একটি কম দামি কম্বল আছে,
যার একাংশ বিছাই আর অপর অংশ গায়ে দেই।
আর আছে একটি কাঠের পেয়ালা,
যা দিয়ে আমি পানি পান করি—লোকটির জবাব।
তিনি বললেন, কম্বল ও বাটি আমার কাছে নিয়ে আসো।
লোকটি কম্বল-বাটি নিয়ে এলে নবীজী (স) দুই দিরহামে বিক্রি করে
সে অর্থ লোকটির হাতে দিয়ে বললেন, যাও, এক দিরহাম দিয়ে
খাবার কিনে পরিবারকে দাও এবং আরেক দিরহাম দিয়ে
একটি কুড়াল কিনে আমার কাছে নিয়ে আসো।
সে কুড়াল কিনে নিয়ে এলো। নবীজী (স) নিজে তাতে
কাঠের বাঁট লাগিয়ে তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, যাও (মেহনত করো),
জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাটো ও বিক্রি করো।
১৫ দিন আর এদিকে আসবে না। সে কাঠ কাটতে শুরু করল।
১৫ দিন পর যখন সে এলো, তখন সে ১০ দিরহামের মালিক।
নবীজী (স) তখন বললেন, মেহনত ভিক্ষার চেয়ে অনেক উত্তম।
ভিক্ষা মহাবিচার দিবসে ভিক্ষাকারীর চেহারাকে কলঙ্কিত করবে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

৬৯৪.

ভিক্ষা করে খাবার সংগ্রহের চেয়ে যে-কোনো মেহনতের কাজ করে খাবার কেনা অনেক উত্তম। মেহনতকারীর চেহারা আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৬৯৫.

যে-কেউ আমার কাছে অঙ্গীকার করবে যে, কারো কাছে হাত পাতবে না—
আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেবো।

–*সাওবান (রা);* আবু দাউদ

আত্মসাৎ ও ঘুষ

৬৯৬.

খায়বরের যুদ্ধের দিন একদল সাহাবী যুদ্ধে যারা শহিদ হয়েছেন,
এক এক করে তাদের নাম বলছিলেন। হঠাৎ তারা
(কিরকিরা নামক) একজনের লাশ দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন,
সে-ও শহিদ হয়েছে। নবীজী (স) বললেন,
কখনো নয়। আমি একটু আগেই তাকে
একটি চাদর আত্মসাৎ করার দায়ে জাহান্নামে দেখেছি।
(পরে অনুসন্ধান করে তার জিনিসপত্রের মধ্যে চাদরটি পাওয়া গেল)

–*ওমর ইবনে খাত্তাব (রা);* মুসলিম

৬৯৭.

জনপ্রশাসনের কোনো পদে কেউ নিযুক্ত হলে তাকে
তার এখতিয়ারে সংগৃহীত ছোট-বড় সবকিছুরই হিসাব দিতে হবে।
ব্যক্তিগতভাবে তা থেকে সে শুধু অনুমোদিত পরিমাণই গ্রহণ করতে পারবে।
যা নেয়া থেকে তাকে বারণ করা হবে, তা কখনোই নেবে না।
(যদি নেয়, তবে সে আমানতের খেয়ানতকারী হিসেবে গণ্য হবে।)

–*আদী ইবনে উমাইরাহ (রা);* মুসলিম, আবু দাউদ

৬৯৮.

মিথ্যুক, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী, বিশ্বাস ভঙ্গকারী ও আমানতের খেয়ানতকারী
কখনোই আমার অনুসারী হতে পারে না।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

৬৯৯.

কেউ যদি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কারো সম্পত্তি বা তুচ্ছ কিছুও
আত্মসাৎ করে, তবে তার জন্যে জান্নাত হারাম হয়ে যাবে।
জাহান্নামের আগুনই হবে তার নিয়তি।

–*আবু উমামা আয়াস ইবনে সালাবা (রা);* মুসলিম

৭০০.

যে আমানত রক্ষা করে না, সে বিশ্বাসী নয়।
যে ওয়াদা পালন করে না, সে ধার্মিক নয়।

—*আনাস ইবনে মালেক (রা);* আহমদ

৭০১.

যারা আল্লাহর মাল অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ বা অপচয় করে, মহাবিচার দিবসে তাদের শাস্তির জন্যে জাহান্নামের আগুনই যথেষ্ট হবে।

—*খাওলা বিনতে আমীর (রা);* বোখারী

৭০২.

ঘুষ গ্রহীতা ও দাতা—উভয়ের প্রতি আল্লাহর লানত।

—*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৭০৩.

কারো ব্যাপারে তদবিরের বিনিময়ে তার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করা (তা উপহার বা যে নামেই হোক) আসলে জঘন্য পাপাচার।

—*আবু উমামা (রা);* আবু দাউদ

৭০৪.

কেউ যদি অন্যের এক বিঘত পরিমাণ জমিও আত্মসাৎ করে, তবে শাস্তি হিসেবে মহাবিচার দিবসে তার গলায় সাত তবক (আত্মসাৎকৃত জমির সাত স্তর পরিমাণ) জমির বেড়ি পরানো হবে।

—*আয়েশা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭০৫.

যারা জমির সীমানা-পিলার পরিবর্তন করে অতিরিক্ত জায়গা দখল করে (বা জমির আইল ঠেলে অন্যের জমির মধ্যে ঢুকে যায়), তাদের ওপর আল্লাহর লানত।

—*আলী ইবনে আবু তালিব (রা);* মুসলিম, নাসাঈ

জুয়া বাজি মদ মাদক

৭০৬.

যে ব্যক্তি পাশা বা কোনো ধরনের জুয়ায় অংশ নিল,
সে আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করল।

–আবু মুসা আশয়ারী (রা); আবু দাউদ, আহমদ

(ক্রিকেট, ফুটবলসহ যে-কোনো খেলায় বাজি ধরাও জুয়া।)

৭০৭.

মদ-মাদক এবং নেশাকারক প্রতিটি দ্রব্যই হারাম।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), আয়েশা (রা); তিরমিজী, নাসাঈ

৭০৮.

নেশাকারক দ্রব্য অর্থাৎ মাদক পরিমাণে কম হোক বা বেশি,
তা অবশ্যই হারাম।

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); ইবনে মাজাহ, আহমদ

৭০৯.

১. মদ (বা মাদক) প্রস্তুতকারী, ২. মদ (বা মাদক) প্রস্তুতের পরামর্শদাতা,
৩. মদ (বা মাদক) বহনকারী, ৪. মদ (বা মাদক) পরিবেশনকারী,
৫. মদ (বা মাদক) সরবরাহকারী, ৬. মদ (বা মাদক) বিক্রেতা,
৭. মদের (বা মাদকের) মূল্য গ্রহণকারী, ৮. মদ (বা মাদক) ক্রেতা
এবং ৯. মদ (বা মাদক) পান বা ব্যবহারকারী
সবার ওপরই আল্লাহর অভিসম্পাত!

–আনাস ইবনে মালেক (রা); তিরমিজী

৭১০.

মধু ভুট্টা বার্লি (অর্থাৎ যে-কোনো শস্য বা ফল)
গাঁজিয়ে মাদক তৈরি করা হোক না কেন, সব ধরনের মাদকই হারাম।

–আবু মুসা (রা); আবু দাউদ

৭১১.

যে ব্যক্তি মদ বা মাদক গ্রহণ করবে, ৪০ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবে না। অবশ্য তওবা করলে ভিন্ন কথা।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); তিরমিজী

৭১২.

কখনো মদ পান (ও মাদক গ্রহণ) করবে না। মদ (ও মাদক) সকল অশ্লীলতার উৎস।

–আবু দারদা (রা); ইবনে মাজাহ

খুন ও আত্মহত্যা

৭১৩.

মহাবিচার দিবসে প্রথম বিচার্য বিষয় হবে রক্তঋণ—খুন ও হত্যা।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); বোখারী, মুসলিম

৭১৪.

একজন বিশ্বাসীকে গালমন্দ করা পাপ আর একজন বিশ্বাসীকে হত্যা করা কুফরী।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); বোখারী, মুসলিম

৭১৫.

একটা সময় আসবে যখন খুনি নিজেও জানবে না, সে কেন একজনকে খুন করল। আর তার হাতে নিহতরাও জানবে না, কেন তাদের হত্যা করা হলো।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

৭১৬.

একজন আত্মহত্যাকারী আত্মহত্যায় যে উপকরণ ব্যবহার করবে, মহাবিচার দিবসে তাকে সেই উপকরণ দিয়েই শাস্তি দেয়া হবে।

–সাবিত ইবনে দাহাক (রা); বোখারী, মুসলিম

জুলুম ॥ মজলুম

৭১৭.

জুলুম-অত্যাচারের মুখে কোনো মজলুম যখন ধৈর্যধারণ করে
(ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্যে আন্তরিক প্রয়াস চালায়),
তখন আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করেন।

–*আবু কাবশা (রা);* তিরমিজী

৭১৮.

মজলুমকে সাহায্য করো।

–*বারা ইবনে আজিব (রা);* তিরমিজী

৭১৯.

জালেম হোক বা মজলুম, তোমার ভাইকে সাহায্য করো।
একজন জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রসুল!
মজলুমকে সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝলাম,
কিন্তু জালেমকে সাহায্য করব কীভাবে?
রসুল (স) বললেন, জুলুম থেকে বিরত রাখাই হচ্ছে তাকে সাহায্য করা।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী

৭২০.

দুনিয়ায় সৎকর্মশীলরা আখেরাতেও
সৎকর্মশীল বলে বিবেচিত হবে। আর দুনিয়ায় জুলুমকারীরা
আখেরাতেও জালেম হিসেবে গণ্য হবে।

–*কাবিসা ইবনে বুরমাহ (রা);* মুফরাদ (বোখারী)

৭২১.

মহাবিচার দিবসে প্রত্যেক মজলুমকেই তার ওপর কৃত অন্যায়ের
বদলা নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, তিরমিজী

৭২২.

যদি কেউ অন্যের ওপর জুলুম করে,
তবে জীবদ্দশায়ই যেন তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়।
তা না হলে মহাবিচার দিবসে তার জুলুমের বিনিময়ে
সমপরিমাণ নেকি কেটে নেয়া হবে। যদি তার কোনো নেকি না থাকে,
তবে নির্যাতিতের গুনাহ থেকে সমপরিমাণ গুনাহ
জুলুমকারীর হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

৭২৩.

মজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করো।
কারণ মজলুম ও আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না।

–*মুয়াজ ইবনে জাবল (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭২৪.

যদি কেউ (ইসলামি রাষ্ট্রে সুরক্ষাপ্রাপ্ত)
অন্য ধর্মাবলম্বীর ওপর অন্যায় করে,
তার অধিকার হরণ করে বা তার ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করে,
তবে মহাবিচার দিবসে আমি আল্লাহর আদালতে
সেই মজলুমের পক্ষে দাঁড়াব।

–*সাফওয়ান (র);* আবু দাউদ

মুনাফেক

৭২৫.

মুনাফেকরা—

১. কথায় কথায় মিথ্যা বলে।

২. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে।

৩. কেউ আমানত রাখলে তা আত্মসাৎ করে।

৪. বিতর্ক বা ঝগড়ায় লিপ্ত হলে গালিগালাজ করে।

সে নামাজী, রোজা পালনকারী ও

নিজেকে মুসলমান মনে করলেও আসলে মুনাফেক।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* বোখারী

৭২৬.

মুনাফেকের উপমা হচ্ছে এমন এক ভেড়া

যা দুই পালের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে।

কখনো এই পালে, কখনো ঐ পালের সাথে মেশে।

সে আসলেই জানে না কোন পালকে সে অনুসরণ করবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* নাসাঈ

৭২৭.

শুদ্ধাচার ও ধর্মীয় জ্ঞান—এ দুটি গুণ

কখনো একজন মুনাফেকের মধ্যে একসাথে পাওয়া যাবে না।

–*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী

অনুশোচনা ও ক্ষমা

৭২৮.

যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ['আস্তাগফিরুল্লাহ' (ক্ষমা করো আল্লাহ) বলে]
আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাইতে থাকে, আল্লাহ তার কঠিন বিপদকে
সহজ করে দেন। তাকে প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করেন।
অভাবনীয় উৎস থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); আবু দাউদ

৭২৯.

মরুভূমিতে একজন মুসাফির তার হারানো উট ফিরে পেলে
যে-রকম আনন্দিত হয়, আল্লাহও সে-রকম আনন্দিত হন
যখন কোনো পাপী অনুশোচনা করে তাঁর কাছে ফিরে আসে।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); বোখারী, মুসলিম

৭৩০.

কোনো মানুষ পাপ করে অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।
আবারও পাপ করে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করে দেন।
আবারও যদি পাপ করে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তখনও ক্ষমা করে দেন।
তুমি যদি অনুশোচনা ও ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে ক্লান্ত না হও,
আল্লাহ কখনো ক্ষমা করতে ক্লান্তবোধ করেন না।

–উকবা ইবনে আমীর (রা); তাবারানী

৭৩১.

অন্যের বদনাম কোরো না, আল্লাহ তোমার দোষত্রুটি উপেক্ষা করবেন।
নিজের রাগ-ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণে রাখো,
মহাবিচার দিবসে তুমি আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা পাবে।
আর ভুলের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও,
আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); বায়হাকি

৭৩২.

কেউ একটি স্বর্ণপর্বতের মালিক হলে সে দ্বিতীয় স্বর্ণপর্বত
পাওয়ার চিন্তায় বিভোর হয়। তার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষুধা
মাটি ছাড়া কিছুই মেটাতে পারে না। তবে কেউ (লোভ থেকে)
তওবা করলে অর্থাৎ অনুশোচনা করে
আল্লাহর পথে ফিরে এলে আল্লাহ তওবা কবুল করেন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭৩৩.

(প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার আগে) এমনকি মৃত্যুশয্যায়ও
যদি কোনো মানুষ অনুশোচনা করে, আল্লাহ তা কবুল করেন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* তিরমিজী

৭৩৪.

আমি [নবীজী (স)] দিনে ৭০ বারেরও বেশি 'আস্তাগফিরুল্লাহ'
(ক্ষমা করো আল্লাহ) বলে তওবা করি ও ক্ষমা চাই।

–*আবু হুরায়রা (রা), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুফরাদ

৭৩৫.

আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি যতদিন পর্যন্ত আমার কাছে
দোয়া করতে থাকবে এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকবে,
আমি ততদিন পর্যন্ত তোমার গুনাহ মাফ করতে থাকব।
তোমার গুনাহ যদি আকাশচুম্বীও হয় আর তুমি যদি আমার কাছে
ক্ষমাপ্রার্থনা করো, তাহলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো।
আমার সাথে শরিক না করে তুমি যত গুনাহ করো না কেন,
আমি ক্ষমা করে দেবো।'

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* তিরমিজী

৭৩৬.

পরিপূর্ণভাবে তওবাকারীর মর্যাদা নিষ্পাপ ব্যক্তির সমতুল্য।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* ইবনে মাজাহ

৭৩৭.

একজন হন্তদন্ত হয়ে নবীজীর (স) কাছে ছুটে এলো।
বলল, 'আমি শেষ হয়ে গেছি!'
কী হয়েছে? নবীজী (স) জিজ্ঞেস করলেন।
'আমি রোজা রেখে দিনের বেলায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি', তার উত্তর।
তোমার কি আজাদ করে দেয়ার মতো কোনো দাস আছে?
নবীজী (স) জিজ্ঞেস করলেন। —'না'।
তুমি কি ৬০ জন দরিদ্রকে একবেলা খাওয়াতে পারবে? —'না'।
এই কথোপকথনের মধ্যে একজন হাদিয়া হিসেবে
নবীজীর (স) জন্যে এক ঝুড়ি খেজুর নিয়ে এলো।
নবীজী (স) বললেন, এই খেজুরগুলো তুমি নিয়ে যাও এবং দান করে দাও।
লোকটি জিজ্ঞেস করল—'আমার চেয়েও যার প্রয়োজন বেশি, তাকে?
আমি শপথ করে বলছি, মদিনায় এমন ঘর নেই, যার অধিবাসী
আমাদের চেয়ে অভাবী।'
নবীজী (স) বললেন, খেজুরের ঝুড়িটি নিয়ে যাও এবং
তোমার পরিজনদের খাওয়াও।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

৭৩৮.

নবীজীর (স) কাছে একজন এসে বলল,
'হে আল্লাহর রসুল! আমি তো শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি।
অতএব আপনি শাস্তি দিন।'
এসময় নামাজের ওয়াক্ত হলো। সে নবীজীর (স) সাথে নামাজ আদায় করল।
নামাজ শেষ করে আবার বলল, 'হে আল্লাহর রসুল!
আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি, আমাকে শাস্তি দিন'।
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আমাদের সাথে নামাজে হাজির ছিলে?'
সে বলল, 'হাঁ'।
তিনি বললেন, 'তোমার গুনাহ মাফ হয়ে গেছে'।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

জবাবদিহিতা

৭৩৯.

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাকে তোমার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। নেতাকে তার অধীনস্থের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। পরিবার প্রধানকে পরিবারের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রীকে তার স্বামীর সংসারের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্বের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); বোখারী, মুসলিম

৭৪০.

যে ব্যক্তি ঘোষণা করে যে, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রসুল' এবং সব ধরনের মূর্তিপূজা পরিহার করে, তার জান ও মাল নিরাপদ হয়ে যায়। তার সকল কাজের জন্যে তখন তাকে শুধু আল্লাহর কাছেই জবাবদিহি করতে হবে।

–আবু আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রা); মুসলিম

৭৪১.

ছোট ছোট পাপ সম্পর্কে সচেতন হও। যখন জবাবদিহি করতে হবে, তখন ছোট ছোট পাপ জমা হয়ে তোমার সর্বনাশের কারণ হবে।

–সহল ইবনে সাদ (রা); আহমদ

৭৪২.

কেউ ইসলাম গ্রহণ করার পর যদি ভালো কাজ করতে থাকে, তাহলে ইসলাম গ্রহণের আগে তার মন্দ কাজের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে না। আর কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করার পরও মন্দ কাজ করতে থাকে তবে তার আগের ও পরের সকল পাপের জন্যেই তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); বোখারী, মুসলিম

মহাবিচার দিবস

৭৪৩.

পরকালের তুলনায় ইহকালের অবস্থানের একটি উপমা হচ্ছে,
সমুদ্রে একটা আঙুল ডুবিয়ে পানি তোলা।
(সমুদ্র হচ্ছে পরকাল আর
আঙুলে লেগে থাকা পানি হচ্ছে ইহকাল।)

—*মুশতারিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা);* মুসলিম, তিরমিজী, তাবারানী

৭৪৪.

কেয়ামতের আগে নিম্নোক্ত অবস্থা সৃষ্টি হবে :
১. শুধু ধনীদেরই স্বাগত জানানো হবে।
সাধারণ মানুষ অবজ্ঞাপূর্ণভাবে অবহেলিত হবে।
২. ধনসম্পত্তি জড়ো করা ও জীবনকে বিলাসবহুল করার মোহে
স্বামীরা তাদের স্ত্রীদেরকে উপার্জনের
সার্বক্ষণিক অংশীদার বানিয়ে ফেলবে।
৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়ে যাবে।
৪. তথ্য ও জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটবে (সহজলভ্য হয়ে যাবে)।
৫. মিথ্যাচার ও মিথ্যা প্রচারণার সয়লাব বয়ে যাবে।
কারণ সত্য বলার জন্যে কেউই এগিয়ে আসবে না।

—*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* মুফরাদ (বোখারী)

৭৪৫.

শেষ বিচারের দিনে পাঁচটি বিষয়ের হিসাব দিতে হবে—
১. সময় কীভাবে ব্যয় করেছ।
২. মানসিক ও দৈহিক শক্তি কী কাজে ব্যয় করেছ।
৩. সম্পদ কীভাবে অর্জন করেছ।
৪. কীভাবে সম্পদ ব্যয় করেছ এবং
৫. যা সত্য বলে জেনেছ, তা কতটুকু অনুসরণ করেছ।

—*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* তিরমিজী

৭৪৬.

মানুষ বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণের প্রতিযোগিতায়
মত্ত না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত আসবে না।

—*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ

[কেয়ামতের আগমনের দ্বিতীয় লক্ষণ হিসেবে নবীজী (স) এ বিষয়টি বলেছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আরো বিস্তারিত আছে। 'যাদের পরনে কাপড় ছিল না, পায়ে জুতা ছিল না—এমন সহায়সম্বলহীন লোকেরা উঁচু উঁচু ভবন নির্মাণ করে তা নিয়ে গর্ব করবে।' অর্থাৎ অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনে চিত্তহীন ধূর্তরা বিত্তবান হবে এবং ভবন নির্মাণ করে গর্ব করা ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে অর্থব্যয় করার কোনো জ্ঞান তাদের থাকবে না।]

৭৪৭.

মানুষ তাদের বাড়িঘরগুলোকে কাপড়ের সুদৃশ্য ছাপের ন্যায়
সুসজ্জিত না করা পর্যন্ত কেয়ামত হবে না।

—*আবু হুরায়রা (রা); মুফরাদ* (বোখারী)

৭৪৮.

আল্লাহ যখন কোনো জাতির ওপর আজাব নাজিল করেন,
তখন সবাই সেই আজাব ভোগ করে।
তবে মহাবিচার দিবসে সবার উত্থান হবে জীবনের কর্ম অনুসারে।

—*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭৪৯.

(কাছে থাকুক বা দূরে) একজন মানুষের বিচার হবে
যাকে সে ভালবাসে তার সাথে।

—*আবু মুসা আশয়ারী (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭৫০.

কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে কিছু গ্রহণ করলে মহাবিচার দিবসে
সেই হারাম মালামাল বহন করেই তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

—*আবদুর রহমান ইবনে সাদীস (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭৫১.

একজন বেদুইন বলল, আমার আখেরাতের সম্বল হলো
আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ভালবাসা।
নবীজী (স) বললেন,
তুমি যাকে ভালবাসো, আখেরাতে তার সাথেই থাকবে।
–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭৫২.

শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যারা পরস্পরকে ভালবাসবে,
মহাবিচার দিবসে তাদের মর্যাদা দেখে
নবী ও শহিদরাও বিস্মিত হবেন।
নবী ও শহিদ না-হওয়া সত্ত্বেও তাদের এই মর্যাদার কারণ হচ্ছে,
তাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক বা
আর্থিক বা ব্যবসায়িক লেনদেন না থাকলেও
শুধু আল্লাহর জন্যেই তারা পরস্পরকে ভালবেসেছে (সঙ্ঘবদ্ধ থেকেছে)।
জ্যোতির্ময় চেহারা নিয়ে তারা আলোর আসনে উপবিষ্ট থাকবে।
তারা থাকবে সব ধরনের ভয় ও দুশ্চিন্তামুক্ত।
–*মুয়াজ (রা), আমর (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী, মেশকাত

৭৫৩.

মহাবিচার দিবসে আল্লাহ তাঁর ছায়ায়
সাত ধরনের মানুষকে আশ্রয় দেবেন।
১. ন্যায়পরায়ণ শাসক বা নেতা।
২. আল্লাহর ইবাদতে মশগুল যুবক।
৩. মসজিদের সাথে একাত্ম হৃদয়।
৪. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই বন্ধুত্ব করে বা বন্ধুত্ব ছিন্ন করে।
৫. রূপসী নারীর প্রলোভন উপেক্ষাকারী যুবক।
৬. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যে গোপনে দান করে।
৭. নির্জনে আল্লাহর স্মরণে অশ্রু বিসর্জনকারী।
–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭৫৪.

মহাবিচার দিবসে বৃদ্ধ পরকীয়াকারী বা ব্যভিচারী এবং
মিথ্যাবাদী শাসকের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৭৫৫.

মহাবিচার দিবসে আল্লাহ তিন ধরনের মানুষের পাপমোচন করবেন না।
নিদারুণ শাস্তি অপেক্ষা করবে তাদের জন্যে :
১. পর্যাপ্ত পানি থাকা সত্ত্বেও যে
তৃষিতকে পানি দিতে অস্বীকার করে।
২. যে বিক্রেতা পণ্যের দাম সম্পর্কে
আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে ক্রেতাকে ঠকায়।
৩. ইমাম বা নেতার কাছে যে বায়াত করে পার্থিব লাভালাভের জন্যে।
পার্থিব লাভ হলে আনুগত্য বহাল রাখে
আর তা না হলে আনুগত্য ত্যাগ করে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭৫৬.

মহাবিচার দিবসে তিন ধরনের মানুষ আল্লাহর
কঠোর অভিশংসনের সম্মুখীন হবে :
১. যারা আল্লাহর নামে শপথ করে তা ভঙ্গ করবে।
২. যারা অর্থের লোভে মুক্ত মানুষকে দাস হিসেবে বিক্রি করবে।
৩. যারা শ্রমিকের কাছ থেকে পুরো কাজ আদায় করেও
তাকে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

৭৫৭.

মহাবিচার দিবসে সবাইকে খালি পা, নগ্ন দেহ ও
খতনাহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে।
সেদিনের অবস্থা এত উদ্বেগজনক ও ভয়াবহ হবে যে,
কেউ কারো দিকে তাকানোরও ফুরসত পাবে না।

–*আয়েশা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭৫৮.

একদিন নবীজী (স) সমবেতদের উপদেশ দিচ্ছিলেন।
ভাষণের একপর্যায়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন,
মহাবিচার দিবসের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে আমি যা জানি
তোমরা যদি তা জানতে—তাহলে হাসতে খুবই কম,
কাঁদতে অনেক বেশি। একথা শোনার পর
সাহাবীরা কাপড়ে মুখ ঢেকে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭৫৯.

মহাবিচার দিবসে সবচেয়ে নিঃস্ব গরিব হবে সেই ব্যক্তি—
যে নামাজী, রোজা পালনকারী, যাকাত আদায়কারী ও ইবাদতকারী
হিসেবে উপস্থিত হবে এবং সেইসাথে গালি দেয়া, মিথ্যা অপবাদ রটনা,
ধনসম্পদ আত্মসাৎ করা, খুন করা, মারপিট করার অপরাধে অপরাধী।
অপরাধের বিনিময় হিসেবে তার নেকিগুলো কমতে থাকবে।
দাবিদারদের দাবি পূরণের আগেই যদি ইবাদতকারীর নেকি শেষ হয়ে যায়,
তবে মজলুমদের গুনাহরাজি তার ঘাড়ে এসে চাপবে।
এত নেকি নিয়ে আসার পরও অন্যের হক নষ্ট করার কারণে
পাপের ভারে সে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

জান্নাত-জাহান্নাম

৭৬০.

জান্নাত বা জাহান্নাম, স্বর্গ বা নরক তোমার খুব কাছেই,
জুতার ফিতার চেয়েও কাছে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* বোখারী

৭৬১.

মনোলোভা ভোগ্যপণ্যের আড়ালেই অপেক্ষা করছে নরক বা জাহান্নাম।
আর কষ্ট, ধৈর্য ও সংগ্রামের পেছনে অপেক্ষা করছে স্বর্গ বা জান্নাত।

–*আনাস (রা), আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭৬২.

আল্লাহ-সচেতনতা ও সুন্দর চরিত্র জান্নাতে যাওয়ার রাজপথ।

–*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী, হাকেম

৭৬৩.

জাহান্নামের আগুন কখনো দুই জোড়া চোখকে স্পর্শ করতে পারবে না।
১. আল্লাহর (কাছে জবাবদিহিতার) ভয়ে যে চোখে অশ্রু ঝরে।
২. আল্লাহর পথে জেহাদের ময়দানে
যে চোখ রাত জেগে পাহারা দেয়।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* তিরমিজী

৭৬৪.

তিন শ্রেণির মানুষ জান্নাতে যাবে—
১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, যে তার সাধ্যমতো কল্যাণ কাজ করে।
২. হৃদয়বান মানুষ, যার সমমর্মিতার ছোঁয়া পায়
আত্মীয় থেকে শুরু করে চারপাশের সবাই।
৩. এমন ধর্মপরায়ণ মানুষ, সংসারী হয়েও যে সংযমী।

–*আয়াজ ইবনে হিমার (রা);* মুসলিম

৭৬৫.

আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে,
শুধু অস্বীকারকারীরা ছাড়া।
যারা আমাকে অনুসরণ করবে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।
আর যারা অনুসরণ করবে না, তারাই অস্বীকারকারী।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

৭৬৬.

এক বেদুইন নবীজীকে (স) জিজ্ঞেস করল,
'হে আল্লাহর রসুল! আমাকে এমন কাজের কথা বলুন,
যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।'
তিনি বললেন, 'এক আল্লাহর ইবাদত করো, নামাজ কায়েম করো,
যাকাত আদায় করো এবং রমজানে রোজা রাখো।'
বেদুইন বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমি এর চেয়ে বেশি কিছু করব না।'
সে চলে যাওয়ার পর নবীজী (স) সাহাবীদের বললেন,
একজন জান্নাতীকে দেখতে চাইলে তাকে দেখো।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭৬৭.

আমি নবীজীর (স) কাছে আরজ করলাম,
'জান্নাতে আমি আপনার সাথে থাকতে চাই'।
নবীজী (স) বললেন, 'তাহলে তুমি বেশি বেশি
ইবাদত করে আমাকে সাহায্য করো'।

–*রাবিয়া ইবনে কাব (রা);* মুসলিম

৭৬৮.

যে ব্যক্তি একাগ্র বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেবে যে,
'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রসুল',
আল্লাহ তার জন্যে জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।

–*ইতবান ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

কর্ম

পরিমাপ ও ওজনে সতর্ক থাকো। মাপে কমবেশি কোরো না।
পরিমাপে অসততায় অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

–নবীজী (স)

ভালোভাবে কাজ

৭৬৯.

প্রতিটি কাজ তুমি সবচেয়ে ভালোভাবে করবে।
এটাই আল্লাহর নির্দেশ।
যখন কোনো পশুকে জবেহ্ করবে—
সঠিক নিয়মে ভালোভাবে জবেহ করবে, যাতে পশুটির কষ্ট কম হয়।
ছুরি ভালো করে শানিয়ে নেবে, যাতে দ্রুত জবেহ্ হয়ে যায়।

–*শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা);* মুসলিম, তিরমিজী

৭৭০.

গুরুত্বপূর্ণ যে-কোনো কাজ আল্লাহর প্রশংসা করে শুরু না করলে
কাজে অবশ্যই ত্রুটি থেকে যাবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ

৭৭১.

নিয়মিত (আনন্দিতচিত্তে) করতে সক্ষম
এমন পরিমাণ আমল বা কাজ নেবে।
তোমরা কাজে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত
আল্লাহ সওয়াব দানে ক্লান্ত হন না।

–*আয়েশা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭৭২.

তোমার কাজ অনুসারেই তুমি পুরস্কার পাবে।

–বায়হাকি

কাজে বরকতের দোয়া

৭৭৩.

কোনো (গুরুত্বপূর্ণ) কাজ শুরু করতে চাইলে
প্রথমে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ো।
তারপর দোয়া করো, 'হে আল্লাহ! তুমি সর্বশক্তিমান।
আর আমি অক্ষম। আমি তোমার সাহায্য চাই। তোমার কাছে শক্তি চাই।
তোমার মহা-অনুগ্রহের ভাণ্ডার থেকে অনুগ্রহ চাই।
হে আল্লাহ! তুমি সর্বজ্ঞ। আর আমি অজ্ঞ।
প্রকাশ্য বা গোপন সকল বিষয়ই তুমি অবগত।
আমার সকল কাজ ও প্রয়াসের ফলাফল তুমি জানো।
হে আল্লাহ! দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে
আমার কাজটি যদি কল্যাণকর হয়, তবে তা করার শক্তি আমাকে দাও।
আমার জন্যে কাজটি সহজ করে দাও। কাজে অফুরন্ত বরকত দাও।
আর যদি আমার কাজটি দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে অকল্যাণকর হয়,
তবে এটি আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নাও।
এ-কাজের চিন্তা আমার মন থেকে দূর করে দাও।
হে আল্লাহ! যেখানে আমার কল্যাণ রয়েছে,
তুমি আমাকে সেদিকেই পরিচালিত করো।
তোমার সিদ্ধান্তের ওপরই আমাকে শোকরগোজার থাকার তওফিক দাও।'
দোয়া শেষ করে (আল্লাহর কাছে) আরাধ্য কাজ বা ইচ্ছার বিবরণ দেবে।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* বোখারী

জীবনোপকরণ

৭৭৪.

ধর্মপরায়ণ মানুষের জন্যে পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ উত্তম নেয়ামত।

–আমর ইবনুল আস (রা); মুফরাদ

৭৭৫.

হালাল উপার্জন করা ফরজ।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); বায়হাকি

৭৭৬.

মিতব্যয়িতা উত্তম জীবিকার অর্ধেক।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); বায়হাকি

৭৭৭.

এমন একটা সময় আসবে যখন,
একজন মানুষ তার উপার্জন বৈধ না অবৈধ, হালাল না হারাম—
এই চিন্তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়ে যাবে!

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী

৭৭৮.

পাপে লিপ্ত হলে মানুষ অনেক জীবনোপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়।

–সাওবান (রা); ইবনে মাজাহ

৭৭৯.

আল্লাহর ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখো। তিনি তোমাকে সেভাবেই
জীবনোপকরণ দেবেন, যেভাবে তিনি পাখিদের দিয়ে থাকেন।
পাখিরা সকালে খালি পেটে বের হয়,
আর সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে নীড়ে ফেরে।

–ওমর ইবনে খাত্তাব (রা); তিরমিজী, মেশকাত

৭৮০.

হালাল উপার্জনের জন্যে মেহনত করো, প্রয়াস চালাও।
এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ (ওয়াজিব)।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* তাবারানী

৭৮১.

তোমার মাধ্যমে যদি কেউ জীবনোপকরণ পায়,
তার জীবনোপকরণ আটকে দেয়া তোমার গুনাহগার হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* আবু দাউদ, মুসলিম

৭৮২.

আল্লাহ তোমার জন্যে যে জীবনোপকরণ নির্ধারণ করে রেখেছেন
তা পুরোপুরি না পাওয়া পর্যন্ত তুমি মারা যাবে না।
আল্লাহ-সচেতন থাকো এবং রিজিক সংগ্রহে সৎপন্থা অনুসরণ করো।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* ইবনে মাজাহ

৭৮৩.

একদা নবীজী (স) তাঁর সাহাবীদের সাথে বসেছিলেন।
তখন একজন শ্রমিক তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।
উপস্থিত সাহাবীরা মন্তব্য করলেন, হায়!
এর মেহনত যদি আল্লাহর পথে হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো।
নবীজী (স) তাদের মন্তব্যে সংশোধনী দিয়ে বললেন,
যদি তার এই মেহনত তার সন্তানের লালনপালনের জন্যে হয়,
তাহলে সে আল্লাহর পথেই কাজ করছে।
তার মেহনত যদি তার পিতামাতার ভরণপোষণের জন্যে হয়,
তাহলেও একথা প্রযোজ্য হবে।
অন্যের কাছে ভিক্ষা যাতে করতে না হয়, সে উদ্দেশ্যে যদি
সে মেহনত করে থাকে, তাহলেও সে আল্লাহর পথেই কাজ করছে।
তবে শুধু বিলাসী ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের (অর্থাৎ ফুটানি করার) উদ্দেশ্যে যদি
সে কাজ করে থাকে, তবে সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।

–বোখারী (কিদওয়াই)

মেহনত

৭৮৪.

কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত খাবারই শ্রেষ্ঠ তৃপ্তিদায়ক খাবার।

–*আয়েশা (রা);* নাসাঈ

৭৮৫.

দাউদ (আ) ও জাকারিয়া (আ) কঠোর পরিশ্রম করে
জীবিকা উপার্জন করতেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭৮৬.

সৎ-অন্ন (সৎ ও পরিশ্রমলব্ধ জীবিকা) সংগ্রহকারীই আল্লাহর প্রিয়পাত্র।

–*জুবাইর ইবনে আওয়াম (রা);* মেশকাত

৭৮৭.

হালাল উপার্জনের জন্যে মেহনতকারী বিশ্বাসীকে আল্লাহ ভালবাসেন।

–তাবারানী

৭৮৮.

অক্লান্ত পরিশ্রম করো।
তাহলে আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

–বায়হাকি

৭৮৯.

একজন শ্রমিক বা কর্মচারীর সততা ও
পরিশ্রমলব্ধ উপার্জনও শ্রেষ্ঠ উপার্জন।

–*জুমাই ইবনে উমাইর (রা);* আহমদ

অধীনস্থের অধিকার

৭৯০.

তোমার অধীনস্থরা তোমার ভাই, তোমার খাদেম।
আল্লাহ তাদের ওপর তোমাকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন।
তাই তাকে তা-ই খাওয়ানো উচিত, যা নিজে খাও।
তা-ই পরানো উচিত, যা নিজে পরো।
সামর্থ্যের বাইরে তাদের ওপর কাজের বোঝা চাপিয়ে দিও না।
যদি তাদের ভারী কাজ দাও, তবে নিজেরাও সে-কাজ সম্পাদনে
(অতিরিক্ত মজুরি বা লোকবল দিয়ে) সাহায্য করো।

–*আবু যর গিফারী (রা);* তিরমিজী, ইবনে মাজাহ

৭৯১.

বেতন-ভাতা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ না করে
কাউকে কাজে নিয়োগ করবে না।

–বায়হাকি

৭৯২.

যখন তোমার কোনো খাদেম তোমার জন্যে খাবার নিয়ে আসে,
তখন তুমি যদি তাকে তোমার সাথে খেতে বসতে না-ও বলো,
তবুও তোমার খাবার থেকে একটা অংশ তাকে দাও।
কারণ সে পরিশ্রম করে এ খাবার তোমার জন্যে তৈরি করে এনেছে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, ইবনে মাজাহ, তিরমিজী

৭৯৩.

অধীনস্থকে তার কর্ম সম্পাদনে সাহায্য করো।
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তুমি যা কিছুই করো না কেন,
তা কখনো বৃথা যাবে না।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আহমদ, মুফরাদ

৭৯৪.

অধীনস্থের ওপর কখনো কষ্টদায়ক কোনো কাজ চাপিয়ে দেবে না।
আশাব্যঞ্জক কথা বলবে। নেতিবাচক কথা বলে নিরাশ করে দেবে না।

–*আবু বুরদা (র);* বোখারী, মুসলিম (মেশকাত)

৭৯৫.

কোনো অধীনস্থকে অন্যায় শাস্তি দেবে না। প্রহার করবে না।
করলে মহাবিচার দিবসে এর বদলা নেয়া হবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* তাবারানী, বায়হাকি, মুফরাদ

৭৯৬.

অধীনস্থের সাথে ভালো ব্যবহার সৌভাগ্য বয়ে আনে।
আর অধীনস্থের সাথে দুর্ব্যবহার দুর্ভাগ্য বয়ে আনে।

–*রাফে ইবনে মাকীস (রা);* আবু দাউদ

৭৯৭.

অধীনস্থের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

–*আবু বকর সিদ্দীক (রা);* তিরমিজী, আহমদ

৭৯৮.

যদি কেউ তার গৃহকর্মীর ওপর যৌন অপরাধের
মিথ্যা অভিযোগ আনে, তবে
অভিযোগকারীকেই মহাবিচার দিবসে
এ অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৭৯৯.

যখন কোনো কর্মচারী বা অধীনস্থ তার মনিবের খেদমত
সুচারুরূপে করে আর পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদত করে,
তখন সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

৮০০.

নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বাইরে (মালিকের অজ্ঞাতে)
কোনোকিছু নেয়া কর্মচারীর জন্যে
মালিকের সম্পদ আত্মসাতের শামিল।

–*আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা);* আবু দাউদ

৮০১.

'অধীনস্থ কর্মীকে তার ভুলত্রুটির জন্যে আমি কতবার ক্ষমা করব?'
একজন প্রশ্ন করল নবীজীকে (স)। নবীজী (স) চুপ থাকলেন।
দ্বিতীয় বার একই প্রশ্ন করার পরও নবীজী (স) চুপ থাকলেন।
তৃতীয় বার প্রশ্ন করার পর নবীজী (স) উত্তর দিলেন—
'দৈনিক ৭০ বার ক্ষমা করবে।'

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

ব্যবসা বাণিজ্য

৮০২.

একজন সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী পরকালে নবী, সিদ্দিক,
শহিদদের সাহচর্য উপভোগ করবে।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা); তিরমিজী, দারাকুতনি

৮০৩.

দৈহিক (ও মানসিক) পরিশ্রম এবং
সৎ ব্যবসাই উপার্জনের উত্তম মাধ্যম।

–জুমাই ইবনে উমাইর (রা); মেশকাত

৮০৪.

পরিমাপ ও ওজনে সতর্ক থাকো। মাপে কমবেশি কোরো না।
পরিমাপে অসততায় অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); তিরমিজী, মেশকাত

৮০৫.

ক্রেতা ও বিক্রেতা আলাপ-আলোচনা চূড়ান্ত করে স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত
লেনদেনের চুক্তি বাতিল করার অধিকার রাখে।
লেনদেনের আলোচনায় যদি তারা সব সত্য আন্তরিকভাবে প্রকাশ করে,
তবে তাতে বরকত বা প্রবৃদ্ধি থাকে।
আর যদি প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করা হয়,
তবে লেনদেনে বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

–হাকেম ইবনে হিজাম (রা); বোখারী, মুসলিম

৮০৬.

কোনো পণ্য অগ্রিম ক্রয় করার পর তা নিজের হস্তগত হওয়ার আগে
অন্যের কাছে বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবে না।

–হাকেম ইবনে হিজাম (রা); আবু দাউদ, নাসাঈ

৮০৭.

খাদ্যশস্য ক্রয় করার পর তা নিজের হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় বিক্রি করা বৈধ নয়। এ ধরনের লেনদেন থেকে দূরে থাকবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* বোখারী, মুসলিম

৮০৮.

ফল বাগান নির্ধারিত মেয়াদে এবং নির্ধারিত পরিমাপে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* বোখারী, মুসলিম

৮০৯.

গাছের ফল পরিপক্ক হওয়ার আগে বিক্রয় করবে না।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* বোখারী, মুসলিম

৮১০.

খেতের ফসল পরিপক্ক হওয়ার আগে ক্রয়-বিক্রয় করবে না।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, আহমদ

৮১১.

জিনিস বন্ধক রেখে বাকিতে ক্রয় করা যাবে।

–*আয়েশা (রা);* বোখারী, মেশকাত

৮১২.

নিলাম ডাকে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করা যায়।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* তিরমিজী, আবু দাউদ (মেশকাত)

৮১৩.

কোনোকিছু বিক্রি করার সময়
অতিরিক্ত শপথ করা থেকে বিরত থাকো।
এতে বিক্রি বাড়লেও বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৮১৪.

ক্রয়-বিক্রয়ের লিখিত দলিল থাকা উচিত।

–আদ্দা ইবনে খালেদ (রা); তিরমিজী, মেশকাত

৮১৫.

কোনোকিছু কেনার জন্যে যখন একজন দরদাম করছে,
তখন তুমি সেখানে দরদাম করবে না।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); বোখারী, মুসলিম

৮১৬.

একচেটিয়া ব্যবসার উদ্যোক্তারা
(ও সিন্ডিকেট গঠনকারীরা) গুরুতর অপরাধী।

–মামের (রা); মুসলিম, মেশকাত

৮১৭.

নকল ক্রেতা সেজে পণ্যের দাম বাড়িয়ে
আসল ক্রেতাকে বেশি দামে কিনতে বাধ্য কোরো না।
(এই কাজটি হারাম)।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

৮১৮.

প্রতিযোগিতা করে (প্রতারণার উদ্দেশ্যে)
কোনো জিনিসের দাম বাড়াবে না।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৮১৯.

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য (আমদানিকারক, প্রস্তুতকারক ও)
সরবরাহকারীরা কল্যাণ লাভ করবে।
কিন্তু (বেশি মূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে মজুদ রাখার জন্যে)
মজুতদাররা অভিশপ্ত হবে।

–ওমর ইবনে খাত্তাব (রা); ইবনে মাজাহ, দারিমি

৮২০.

মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য ৪০ দিন গুদামজাত করা গুরুতর পাপ।
এরপর সে যদি সব মাল দানও করে দেয়,
তবুও তার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

–*আবু উমামা (রা);* রাজিন (মেশকাত)

৮২১.

মজুতদাররা কতই না জঘন্য! দ্রব্যমূল্য কমলে তারা চিন্তিত হয়।
আর দ্রব্যমূল্য বাড়লে তারা আনন্দিত হয়।

–*মুয়াজ (রা);* রাজিন, বায়হাকি (মেশকাত)

৮২২.

ব্যবসায়িক অংশীদাররা পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত ও
সৎ থাকলে আল্লাহ অংশীদারী ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি বা বরকত দেন।
কিন্তু যখনই অংশীদাররা একজন আরেকজনকে
প্রতারিত করতে শুরু করে, তখনই তিনি প্রবৃদ্ধি প্রত্যাহার করেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ, মেশকাত

৮২৩.

ক্রয়-বিক্রয় ও পাওনা টাকার তাগাদায়
যে নমনীয়তা ও সৌজন্যবোধের পরিচয় দেয়,
আল্লাহ তার ওপর রহমত বর্ষণ করেন।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* বোখারী

ভোগ্যপণ্য ও ধনসম্পদ

৮২৪.

অনেক ধনসম্পত্তি থাকলেই ধনী হওয়া যায় না।
যার হৃদয় পরিতৃপ্ত, সে-ই হচ্ছে সত্যিকার ধনী।
–আবু যর গিফারী (রা); বোখারী, তাবারানী

৮২৫.

প্রত্যেক সম্প্রদায় বা জাতিকে পরীক্ষা দিতে হবে।
আমার উম্মাহর পরীক্ষা নেয়া হবে ধনসম্পদ দিয়ে।
–কাব ইবনে আয়াজ (রা); তিরমিজী

৮২৬.

ভোগ্যপণ্যের প্রতি আসক্তিই সকল পাপের মূল।
–হাসান বসরী (র); বায়হাকি

৮২৭.

অর্থবিত্তের পেছনে ছুটলে তোমরা দুনিয়ার মোহে অন্ধ হয়ে যাবে।
–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); তিরমিজী

৮২৮.

দুনিয়ায় যে খ্যাতির পেছনে ছুটবে,
মহাবিচার দিবসে আল্লাহ তাকে অসম্মানিত করবেন।
–আবু দাউদ, মেশকাত

৮২৯.

বিলাসী জীবন এড়িয়ে চলো।
আল্লাহর প্রিয় বান্দারা কখনো বিলাসী জীবনযাপন করে না।
–মুয়াজ ইবনে জাবল (রা); আহমদ

৮৩০.

পা না ভিজিয়ে যেমন পানির ওপর দিয়ে হাঁটা যায় না, একইভাবে
বিলাসীপণ্যের প্রেমিকেরা পাপাচার থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না।

—*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বায়হাকি, মেশকাত

৮৩১.

নিঃসন্দেহে বিলাসী ভোগ্যপণ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ সাজসজ্জা
বর্জন করা বিশ্বাসের প্রকাশ্য নিদর্শন।
(বিশ্বাসীর জীবন হবে সহজসরল অনাড়ম্বর জীবন)।

—*আবু উমামা আয়াস ইবনে সালাবা (রা);* আবু দাউদ

৮৩২.

তুমি যদি আমাকে ভালবাসো, তবে সহজ সাধারণ অনাড়ম্বর জীবনের জন্যে
তৈরি হও। কেননা প্লাবনের পানি যে গতিতে গন্তব্যে পৌঁছায়,
যারা আমাকে ভালবাসে, তাদের কাছে সাধারণ অনাড়ম্বর জীবন
তার চেয়ে দ্রুতগতিতে পৌঁছায়।

—*আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফল (রা);* তিরমিজী

৮৩৩.

অর্থপূজারি শীর্ষ ধনী, জাহান্নাম হবে যার গন্তব্য, মহাবিচার দিবসে
জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে একবার নিক্ষেপ করে আবার তাকে তুলে আনা হবে।
এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে—হে আদম সন্তান! তুমি কি দুনিয়ায় কখনো
কোনো ভালো কিছু পেয়েছ? কখনো কোনো স্বস্তি বা শান্তি পেয়েছ?
সে শপথ করে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কখনো তেমন কিছু পাই নি।
আর দুনিয়ায় প্রবল প্রতিকূলতা মোকাবেলাকারী দারিদ্র্য জর্জরিত
বিশ্বাসী মানুষ, জান্নাত হবে যার গন্তব্য,
তাকে একবার জান্নাত থেকে ঘুরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করা হবে—
তুমি কি কখনো প্রতিকূলতা দেখেছ বা কোনো অভাব-অনটনে
দিন কাটিয়েছ? সে আল্লাহর শপথ করে বলবে, না, আমি কখনো কোনো
প্রতিকূলতা দেখি নি, দেখি নি কোনো অভাব-অনটন।

—*আনাস ইবনে মালেক (রা);* মুসলিম

৮৩৪.

পৃথিবীতে চার ধরনের মানুষ আছে। প্রথম ধরনের মানুষ হচ্ছে,
যাকে আল্লাহ অর্থবিত্ত ও সত্যজ্ঞান দিয়েছেন এবং
যে সেই অর্থবিত্ত ও জ্ঞানকে কাজে লাগায় মানুষের কল্যাণে।
সবার প্রতিই তার দায়িত্ব পালন করে এবং আল্লাহর ইবাদত করে।
এরা সাফল্যের প্রথম সারিতে থাকবে। দ্বিতীয় ধরনের মানুষ হচ্ছে,
যাকে আল্লাহ সত্যজ্ঞান দিয়েছেন কিন্তু অর্থবিত্ত দেন নি।
কিন্তু সে বলে, যদি আমার অর্থবিত্ত থাকত তবে আমিও প্রথমজনের মতো
এই এই কাজ করতাম। এই দুই ধরনের মানুষের পুরস্কার সমান।
তৃতীয় ধরনের মানুষ হচ্ছে—যাকে অর্থবিত্ত দেয়া হয়েছে কিন্তু
সত্যজ্ঞানের অধিকারী করা হয় নি। তারা সম্পদের ওপর গড়াগড়ি খায়।
এরা আল্লাহ-সচেতনও না আবার আত্মীয়স্বজন বা সমাজের প্রতি
তাদের দায়িত্ব পালন বা তাদের মধ্যে কোনো সুবিচার করে না।
এরা মর্যাদার দিক থেকে হবে নিকৃষ্ট। আর চতুর্থ ধরনের মানুষ হচ্ছে,
যারা অর্থবিত্ত বা সত্যজ্ঞান কোনোটাই পায় নি।
এরা বলে, আহ্! আমার যদি অর্থবিত্ত হতো তবে আমিও
অর্থবিত্তের ওপর গড়াগড়ি খেতাম (অর্থাৎ যথেচ্ছ ভোগ করতে পারতাম)।
সে-ও তার অভিপ্রায় অনুসারে তৃতীয় ধরনের
মানুষের মতো নিকৃষ্ট শ্রেণিভুক্ত হবে।

–*আবু কাবশা (রা);* তিরমিজী

জায়গা জমি বাড়িঘর

৮৩৫.

দুনিয়াতে একজন মানুষের সৌভাগ্যের অংশ হচ্ছে একটা প্রশস্ত ঘর,
সুপ্রতিবেশী, যাতায়াতের জন্যে প্রয়োজনীয় ভালো বাহন।
(নবীজীর (স) ঘর ছিল মাটির,
ছাদ ছিল খেজুর পাতার, মেঝে ছিল বালির)

–নাফি ইবনে আবদুল হারিস (রা); মুফরাদ (বোখারী)

৮৩৬.

কারো জমির পাশে যদি কোনো প্রতিবেশী বা অংশীদারের জমি থাকে,
তবে সে যেন তাদেরকে না জানিয়ে জমি বিক্রি না করে।
(অর্থাৎ কেনার ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের অগ্রাধিকার রয়েছে।)

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); ইবনে মাজাহ, আহমদ

৮৩৭.

বাড়ি বা জমি ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছাড়া নিজের বাড়ি বা জমি বিক্রি করলে
তাতে কোনো বরকত না হওয়াই স্বাভাবিক।

–সাঈদ ইবনে হুরাইস (রা); ইবনে মাজাহ, দারিমি (মেশকাত)

৮৩৮.

বাড়ির সামনে (কমপক্ষে) সাত হাত রাস্তা রাখবে।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৮৩৯.

প্রয়োজনীয় সকল ব্যয়ই আল্লাহর পথে হয়
(অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যয়ের জন্যে নেকি পাবে)।
তবে বিলাসবহুল ভবন নির্মাণের বিষয়টি আলাদা (এতে অপ্রয়োজনীয়
খরচ বেশি করা হয়)। এতে কোনো কল্যাণ নেই।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); তিরমিজী

৮৪০.

কারো সম্পদের ওপর যদি আল্লাহর রহমত না থাকে,
তাহলে সে এই অর্থ ব্যয় করবে বিলাসী ভবন নির্মাণে।

–আলী ইবনে আবু তালিব (রা); বায়হাকি, মেশকাত

৮৪১.

একজন বিশ্বাসী তার সব ব্যয়ের জন্যে পরকালে পুরস্কৃত হবে।
তবে ভবন নির্মাণের জন্যে সে যা ব্যয় করবে,
তার কোনো পুরস্কার পরকালে পাবে না।

–খাব্বাব ইবনে আরাত (রা); বোখারী

৮৪২.

প্রতিটি বিলাসবহুল ভবন তার মালিকের জন্যে দুর্ভাগ্য বয়ে আনে।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); আবু দাউদ, মেশকাত

[আসলে বিল্ডিং নির্মাণে ফুটানি করতে গিয়ে মানুষ অপচয় করে সবচেয়ে বেশি। ডিজাইন, ফিটিংস অন্যের চেয়ে আকর্ষণীয় চোখ ধাঁধানো করতে গিয়ে সঞ্চিত সকল অর্থ ব্যয় ছাড়াও ঋণ করার পরিণাম ভয়াবহ। তাকে খরচে উৎসাহ দেয়া হয় এই বলে—'বাড়ি তো একবারই করছ'। খরচ সামলাতে না পেরে বাড়ি-আসক্তদের একটা বড় অংশ হৃদরোগ, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে জীবনের শান্তির বিনাশ ঘটায়। বাড়ি নির্মাণে নেমে বা প্লটের পেছনে ঘুরে হার্ট অ্যাটাকে মারা যায় অনেকে। দাতা হওয়ার পরিবর্তে ঋণগ্রস্ত হিসেবে মারা যায়। ছেলেমেয়ের ওপরও রেখে যায় ঋণের বোঝা।]

অসিয়ত

৮৪৩.

অসিয়ত করার মতো কোনো সম্পদ থাকলে
অসিয়ত না লিখে দু-রাতও কাটানো উচিত নয়।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

৮৪৪.

একজন মানুষ সারাজীবন ইবাদত-বন্দেগির মধ্যে কাটিয়েও
অন্যায় অসিয়তের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীদেরকে
তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার কারণে
জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* ইবনে মাজাহ, তিরমিজী

৮৪৫.

যে অসিয়ত করার পর মারা গেল,
তার মৃত্যু হবে সৎকর্মশীল বিশ্বাসীর মৃত্যু।
তার পাপমোচন করা হবে।
[সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ সেবামূলক কাজে দান করা যাবে।
অসিয়ত করা যাবে।]

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* ইবনে মাজাহ, মেশকাত

ঋণ

৮৪৬.

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ঋণ ও কুফরী থেকে।’

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* নাসাঈ

৮৪৭.

‘হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে সকল পাপ
ও ঋণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’
নবীজী (স) প্রায়ই এই দোয়া করতেন।
একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল!
আপনি কেন প্রায়ই ঋণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহর আশ্রয় চান?
তিনি জবাবে বললেন, ঋণগ্রস্ত হলে একজন মানুষ
কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।

–*আয়েশা (রা);* বোখারী

৮৪৮.

ঋণ সম্পর্কে সাবধান! মহাবিচার দিবসে
প্রত্যেকের ঋণই শোধ করতে হবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৮৪৯.

ঋণ ভালোভাবে পরিশোধ করো।
যে ভালোভাবে ঋণ পরিশোধ করে, সে-ই তোমাদের মধ্যে উত্তম।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৮৫০.

আল্লাহর পথে শহিদ হলেও ঋণ মাফ করা হবে না।
এর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

–*আবু কাতাদা হারিস ইবনে রিবি (রা);* মুসলিম

৮৫১.
অপরিশোধিত ঋণ ছাড়া শহিদের সকল গুনাহ
আল্লাহ মাফ করে দেবেন।
–আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); মুসলিম

৮৫২.
এমনকি কারো কাছ থেকে যদি সুঁই-সুতোও ধার নাও,
তবে তা তাকে ফেরত দেবে।
তা না হলে আমানতের খেয়ানতকারী হিসেবে
মহাবিচার দিবসে তুমি অসম্মানিত হবে।
–আদী ইবনে উমাইরাহ (রা); আবু দাউদ

৮৫৩.
টাকা থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করবে না।
এটা অন্যায়। আর কারো ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব যদি
কোনো সক্ষম ব্যক্তি গ্রহণ করে, তবে তা মেনে নেবে।
–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৮৫৪.
পরিশোধ না করার নিয়ত করে যদি কেউ ঋণ নেয়,
তবে সে সাব্যস্ত হবে একজন চোর হিসেবে।
–আবু হুরায়রা (রা); ইবনে মাজাহ

৮৫৫.
শোধ করার আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে টাকা ধার করার পর
সে যদি তা পরিশোধ করতে অক্ষম হয়,
তবে আল্লাহ যে-কোনো উপায়ে ঋণ পরিশোধের পথ করে দেবেন।
তবে প্রথম থেকেই যদি তার ঋণ শোধ করার
কোনো ইচ্ছা না থাকে, এই বদ নিয়তের জন্যে
আল্লাহ তার সর্বনাশের পথ খুলে দেবেন।
–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী

৮৫৬.

ঋণশোধ না হওয়া পর্যন্ত একজন বিশ্বাসীর আত্মা
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রবেশপথে আটকে থাকবে।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী

৮৫৭.

মহাবিচার দিবসের কঠিন অবস্থা থেকে যে আল্লাহর সুরক্ষা চায়,
সে যেন ঋণ পরিশোধে অক্ষম মানুষের ঋণ মওকুফ করে দেয়
বা পরিশোধ করার মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়।

–আবু কাতাদা (রা); মুসলিম

৮৫৮.

অনেকের সাথে আর্থিক লেনদেন রয়েছে—
এমন এক ব্যক্তি তার কর্মচারীদের বলে রেখেছিল,
যখন তোমরা টাকা আদায় করতে যাবে,
তখন যদি এমন কাউকে দেখো যে, সে টাকা দিতে অক্ষম,
তাহলে তার ঋণ মওকুফ করে দিও।
এই ওসিলায় হয়তো (মহাবিচার দিবসে)
আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।
মৃত্যুর পর যখন আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাৎ হলো,
আল্লাহ তার সকল গুনাহ মাফ করে দিলেন।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

৮৫৯.

দুর্দশাগ্রস্ত ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলে
বা ঋণ মওকুফ করে দিলে আল্লাহ মহাবিচার দিবসে
তাঁর আরশের ছায়ায় তাকে আশ্রয় দান করবেন।

–উসমান ইবনে আফফান (রা), আবু কাতাদা (রা), আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী, আহমদ

সুদ

৮৬০.

সুদ এক জঘন্য পাপাচার। এর ৭০টি স্তর রয়েছে।
সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্তর হচ্ছে
নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমান পাপ।

—*আবু হুরায়রা (রা);* ইবনে মাজাহ

৮৬১.

সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষী, সুদের হিসাবরক্ষক—
সবার ওপরই আল্লাহর লানত! অভিসম্পাত!

—*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* মুসলিম, তিরমিজী

৮৬২.

সুদ বাবদ প্রাপ্ত একটি দিরহামও
৩৬ বার ব্যভিচার করার সমান পাপ বহন করে।

—*আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা (রা);* আহমদ, বায়হাকি

বিচারক

৮৬৩.

ন্যায়পরায়ণ শাসক ও বিচারকেরা আল্লাহর সামনে
আলোকোজ্জ্বল চেয়ারে আসন গ্রহণ করবে।
পরিবার-পরিজন হোক বা সাধারণ মানুষ,
সব ক্ষেত্রেই এরা ন্যায় ও সুবিচারের নীতি অনুসরণ করে।

—*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* মুসলিম

৮৬৪.

বিচারকেরা তিন শ্রেণিভুক্ত—
১. যারা ন্যায়বিচার করে, জান্নাত হবে তাদের নিবাস।
২. যারা বিচারে অসততা করে, জাহান্নাম হবে তাদের আবাস।
৩. যারা যেমন ইচ্ছা তেমন বিচার করে, তাদের গন্তব্যও জাহান্নাম।

—*বুরাইদাহ ইবনে আল হাসিব (রা);* আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

৮৬৫.

মাখজুমি গোত্রের অভিজাত এক মহিলাকে চুরির দায়ে
দণ্ড প্রদান করা হয়। কোরাইশরা তখন ওসামা ইবনে জায়েদের মাধ্যমে
হাত কাটার নির্দেশের ব্যাপারে নমনীয় হওয়ার জন্যে আবেদন করল।
নবীজী (স) কঠোরভাবে ওসামাকে বললেন,
তুমি কি আল্লাহর বিধান রদ করার সুপারিশ করছ?
তারপর দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশ্যে বললেন,
তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা পক্ষপাতিত্বের জন্যেই ধ্বংস হয়ে গেছে।
তারা তাদের অভিজাত ব্যক্তিদের রেহাই দিত।
আর দুর্বলদের ক্ষেত্রে অপরাধের জন্যে
শাস্তির বিধান কার্যকর করত। আল্লাহর শপথ!
আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হতো,
তবে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।

—*আয়েশা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৮৬৬.

আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে অন্যায়ের যথাযোগ্য শাস্তি দেবে।
আল্লাহর অনুশাসন অনুসারে ন্যায়বিচার করতে গিয়ে
কারো সমালোচনায় পিছিয়ে যাবে না।

–মেশকাত, ইবনে মাজাহ

৮৬৭.

অবৈধভাবে কাউকে সাহায্য করার জন্যে কেউ যদি সুবিচার ও
নৈতিকতার নীতিমালা লঙ্ঘন করে, তবে সে পরকালে সবচেয়ে
ক্ষতিগ্রস্তদের কাতারে স্থান পাবে।

–মেশকাত

৮৬৮.

তুমি যদি কারো অনুপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে আনীত
ভিত্তিহীন অভিযোগ খণ্ডন করে তার সম্মান রক্ষা করো,
তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

–*আবু দারদা (রা);* বায়হাকি

৮৬৯.

একদা সাহাবীদের সাথে আলাপকালে
নবীজী (স) তাদের সতর্ক করে বলেন, 'আমি তোমাদের মতোই মানুষ।
তোমরা বিচারের জন্যে আমার কাছে বিবাদ নিয়ে আসো।
তোমাদের মধ্যে যারা পারদর্শী তারা মামলার রায় পক্ষে নেয়ার জন্যে
বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারো।
এই কুশলী উপস্থাপনার কারণে যদি কখনো আমার রায়
তোমাদের পক্ষে চলে যায়, তবে তা বাস্তবায়িত কোরো না।
কারণ তোমাদের মিথ্যা শপথের ভিত্তিতে আমি তোমাদের যা দেবো,
তা তোমাদেরকে সরাসরি জাহান্নামে নিয়ে যাবে।'

–*উম্মে সালামা (রা);* বোখারী, মুসলিম

শাসক

৮৭০.

একজন ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করার মধ্য দিয়ে আসলে
আল্লাহর মহিমাকেই সম্মান করা হয়।

–*আবু মুসা আশয়ারী (রা);* আবু দাউদ

৮৭১.

তোমাদের মধ্যে ভালো নেতা ও শাসক হবে তারা, যাদের তোমরা ভালবাসবে, যারা তোমাদের ভালবাসবে। তোমরাও তাদের জন্যে দোয়া করবে, তারাও তোমাদের জন্যে দোয়া করবে। আর নিকৃষ্ট নেতা ও শাসক হবে তারা, যাদের তোমরা ঘৃণা করবে, যারা তোমাদের ঘৃণা করবে। যারা তোমাদের অভিশাপ দেবে এবং তোমরাও যাদের অভিশাপ দেবে।

–*আউফ ইবনে মালেক (রা);* মুসলিম

৮৭২.

শাসন ক্ষমতা গ্রহণে যাদের অনীহা ছিল,
তাদেরকেই তোমরা শাসনকার্যে উত্তম মানুষরূপে পাবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৮৭৩.

শাসন ক্ষমতা ও নেতৃত্বের জন্যে প্রার্থী হয়ো না। (কারণ) প্রার্থী না হয়ে নেতৃত্ব পেলে তুমি দায়িত্ব সম্পাদনে আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা পাবে। আর প্রার্থী হয়ে নেতৃত্ব পেলে যাবতীয় দায়দায়িত্বের বোঝা তোমার ওপরই অর্পিত হবে।

–*আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা);* বোখারী, মুসলিম

৮৭৪.

জনগণ তাদের জন্যে যে উপযুক্ত, তেমন শাসকই পাবে।

–*আবু ইসহাক (রা);* মেশকাত, বায়হাকি

৮৭৫.

নিকৃষ্ট শাসক হচ্ছে সে, যে সাধারণের ওপর অত্যাচার চালায়।
সাবধান! তোমরা কেউ অত্যাচারীর অংশী হয়ো না।

–হাসান বসরী (র); মুসলিম

৮৭৬.

কোনো শাসক যদি জনসাধারণের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করে
বা জনসাধারণের মঙ্গলে করণীয় কর্তব্যে অবহেলা করে,
তবে সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

–মাকিল ইবনে ইয়াসর (রা); বোখারী, মুসলিম

৮৭৭.

ওয়াদাভঙ্গের নামই বিশ্বাসঘাতকতা।
মহাবিচার দিবসে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতককেই বিশেষ পতাকা দেয়া হবে।
বিশ্বাসঘাতকতার মাত্রা অনুসারে পতাকা বড় বা ছোট হবে।
আর জাতির প্রতি দেয়া ওয়াদা লঙ্ঘন করলে,
রাষ্ট্রপ্রধান হবে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা),
আনাস ইবনে মালেক (রা), আবু সাঈদ খুদরী (রা); বোখারী, মুসলিম

৮৭৮.

আল্লাহ স্বৈরশাসককে সময় দেন। কিন্তু (পাপের ঘট পূর্ণ হওয়ার পর)
যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর তাকে রেহাই দেন না।

–আবু মুসা আশয়ারী (রা); বোখারী, মুসলিম

৮৭৯.

আল্লাহ যদি কাউকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করেন,
আর সে যদি জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণে
এবং দারিদ্র্য বিমোচনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তবে মহাবিচার
দিবসে আল্লাহ তার কল্যাণার্থে কোনো পদক্ষেপ নেবেন না।

–আবু মরিয়ম আজদী (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

পরিবার

পরিবারের সকলের প্রতি
তোমার দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করো।

–*নবীজী (স)*

মা-বাবা

৮৮০.

মা-বাবার আন্তরিক খেদমতকারী স্রষ্টার করুণায় ধন্য।
আল্লাহ তার আয়ু বৃদ্ধি করেন।

–*মুয়াজ ইবনে আনাস (রা);* মুফরাদ, তাবারানী

৮৮১.

মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব পালন না করা জঘন্য পাপাচারের একটি।

–*ইমরান ইবনে হোসেইন (রা);* তাবারানী, বায়হাকি

৮৮২.

পিতামাতা সত্য অস্বীকারকারী বা শরিককারী হলেও
তাদের আন্তরিক খেদমত করবে।

–*সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা);* মুফরাদ, বায়হাকি

৮৮৩.

যে ব্যক্তি তার পিতামাতার উভয়কে অথবা
পিতা বা মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও
তাদের খেদমত করা থেকে দূরে থাকল, সে আসলে জাহান্নামে
যাওয়ার পথই প্রশস্ত করল। সে আসলেই হতভাগা!

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, মুফরাদ, আহমদ

৮৮৪.

আল্লাহ একজনের অন্য সকল পাপের শাস্তি
মহাবিচার দিবস পর্যন্ত স্থগিত রাখতে পারেন।
কিন্তু পিতামাতার ন্যায্য হক আদায় না করার দোষে যে দোষী,
তার প্রাথমিক শাস্তি এই পৃথিবীতেই তিনি দেবেন।
আর পরকালের শাস্তি পরকালে।

–বায়হাকি

৮৮৫.

সন্তানের আচরণে পিতামাতা তুষ্ট হলে, আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।
আর সন্তানের আচরণে পিতামাতা অসন্তুষ্ট হলে, আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

–আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); তিরমিজী, তাবারানী

৮৮৬.

আমি নবীজীকে (স) জিজ্ঞেস করলাম, আমার কাছ থেকে
সুন্দর ব্যবহার ও সেবা পাওয়ার অধিকার কার সবচেয়ে বেশি?
নবীজী (স) উত্তর দিলেন, তোমার মা। আমি আবার প্রশ্ন করলাম,
তারপর? উত্তর : তোমার মা। আবার প্রশ্ন করলাম, তারপর?
এবারও উত্তর : তোমার মা। চতুর্থ বার প্রশ্ন করলাম, তারপর কার?
এবার উত্তর দিলেন, তোমার বাবা।

–মোয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রা); মুফরাদ, তিরমিজী

৮৮৭.

আমি [আয়েশা (রা)] নবীজীকে (স) জিজ্ঞেস করলাম,
একজন নারীর ওপর কার অধিকার সবচেয়ে বেশি?
তিনি বললেন, তার স্বামীর।
তাহলে একজন পুরুষের ওপর সবচেয়ে বেশি অধিকার কার?
তিনি বললেন, তার মায়ের।

–আয়েশা (রা); হাকেম

৮৮৮.

পিতামাতাকে গালি দেয়া কবিরা গুনাহ।
সাহাবীরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,
একজন তার পিতামাতাকে কীভাবে গালি দিতে পারে?
নবীজী (স) বললেন, যখন কেউ অন্যের পিতামাতাকে গালি দেয়,
উত্তরে তখন অপরজন তার পিতামাতাকে গালি দেবে।
(অর্থাৎ অন্যের পিতামাতাকে গালি দিয়ে নিজের পিতামাতাকে
গালি খাওয়ানোই নিজের পিতামাতাকে গালি দেয়া)।

–আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); মুসলিম, তিরমিজী, মুফরাদ

৮৮৯.

পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও দুর্ব্যবহার জঘন্য গুনাহ।

–*মুগীরা ইবনে শুবা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৮৯০.

যারা পিতামাতাকে অভিশাপ দেয়, তাদের ওপর আল্লাহর লানত।

–*আলী ইবনে আবু তালিব (রা);* মুসলিম, নাসাঈ, মুফরাদ

৮৯১.

পিতাকে নাম ধরে ডাকবে না।

কোনো মজলিশে তিনি বসার পর তুমি বসবে।

হাঁটার সময় তার পেছনে থাকবে।

তবে তিনটি ক্ষেত্রে আগে যাওয়া যাবে :

১. উঁচু স্থান থেকে নিচে নামার সময়।

২. অন্ধকার রাতে পথ চলার ক্ষেত্রে।

৩. অপরিচিত স্থানে পথপ্রদর্শক হিসেবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুফরাদ (বোখারী)

৮৯২.

পিতার প্রিয়জনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা উত্তম সাদাকা
ও তার প্রতি সন্তানের কর্তব্যপরায়ণতার সর্বোচ্চ মানদণ্ড।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* মুসলিম, মুফরাদ

৮৯৩.

পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের খেদমত করার উত্তম উপায় হচ্ছে—

১. তাদের জন্যে দোয়া করা।

২. সাদাকা বা দানের মাধ্যমে তাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করা।

৩. তাদের দায়-দেনা শোধ করা ও সকল প্রতিশ্রুতি পালন করা।

৪. তাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে সম্মান করা
ও যোগাযোগ রক্ষা করা।

–*আবু উসায়েদ (রা);* আবু দাউদ, মুফরাদ, হাকেম

বিয়ে ও দেনমোহর

৮৯৪.

আর্থিক চাপমুক্ত বিয়েই স্বর্গসুখসম্ভবা বিয়ে।

–উকবা ইবনে আমীর (রা); আবু দাউদ, বায়হাকি, ইবনে হিব্বান

৮৯৫.

কোনো নারীকে চারটি যোগ্যতার জন্যে বিয়ে করা যায়—

১. ধনসম্পত্তি

২. বংশমর্যাদা

৩. রূপ

৪. গুণ

এমন নারী খোঁজ করো, যার গুণ আছে।

অন্য বিবেচনায় বিয়ে করলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম, আবু দাউদ

৮৯৬.

যৌন সক্ষমতা থাকলে বিয়ে করো।

বিয়ে নিজেকে সংযত রাখতে সহায়তা করে,

পাপ থেকে যৌনাঙ্গের হেফাজত করে।

আর অভাবের কারণে বিয়ে করতে অক্ষম হলে রোজা রাখো।

রোজা যৌনাকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); বোখারী, মুসলিম

৮৯৭.

কারো বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলাকালে,

নিজে কোনো প্রস্তাব নিয়ে যাবে না।

অবশ্য প্রথম ব্যক্তি যদি অনুমতি দেয় তবে ভিন্ন কথা।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); বোখারী, মুসলিম

৮৯৮.

অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোনো মেয়ে বিয়ে করলে
সে বিয়ে বাতিল! বাতিল! বাতিল!

—*আয়েশা (রা);* তিরমিজী, আবু দাউদ

৮৯৯.

বিধবা নারীর ইচ্ছা ও কুমারীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯০০.

মেয়ের অনুমতি না নিয়েই একজন তার মেয়েকে বিয়ে দেয়।
মেয়েটি নবীজীর (স) কাছে নালিশ করে যে,
তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এ বিয়েতে তার মত নেই।
নবীজী (স) বিয়ে বাতিল ঘোষণার পর উভয়কেই পৃথক করে দেন।

—*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* নাসাঈ

৯০১.

একজন বিধবার সম্মতি ছাড়াই তার বাবা তাকে বিয়ে দেয়।
স্বামীকে তার পছন্দ হয় নি। নবীজীর (স) কাছে বিষয়টি উপস্থাপন
করা হলে তিনি তার বিয়ে বাতিল করে দেন।

—*খানসা বিনতে খিদাম (রা);* বোখারী

৯০২.

তোমরা নিকটাত্মীয় নারীকে বিয়ে কোরো না।
এতে সন্তান দুর্বল ও মেধাহীন হতে পারে।

—*ইমাম গাজ্জালী উদ্ধৃত;* (এহিয়া)

৯০৩.

দেনমোহর না দেয়ার নিয়ত করে যদি কেউ কোনো নারীকে বিয়ে করে,
তবে সে একজন ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য হবে।

—*আবু হুরায়রা (রা);* ইবনে মাজাহ

৯০৪.

তুমি যত অঙ্গীকার করেছ,
তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর অঙ্গীকার হচ্ছে দেনমোহর।
স্ত্রীর দেনমোহর দ্রুত পরিশোধ করো।
(দেনমোহর পরিশোধ করা ফরজ)
দেনমোহরই স্ত্রীর সাথে তোমার
দাম্পত্য সম্পর্ককে শুদ্ধতা দান করেছে।

—*উকবা ইবনে আমীর (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯০৫.

কোনো স্বামী যদি দেনমোহর প্রদানে গড়িমসি করে,
স্ত্রীকে ধোঁকা দেয় এবং দেনমোহর না দেয়ার
ফন্দিফিকিরের চিন্তা করতে করতে
তা শোধ করার আগেই মারা যায়,
তাহলে মহাবিচার দিবসে একজন ব্যভিচারী হিসেবেই
তাকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে।

—*শোয়াইব আল খাইর (রা);* তাবারানী

৯০৬.

তোমরা প্রকাশ্যে বিয়ের ঘোষণা দাও
এবং এ উপলক্ষে দফ (এক ধরনের বাদ্য) বাজাও।

—*আয়েশা (রা);* ইবনে মাজাহ, তিরমিজী

৯০৭.

সবচেয়ে জঘন্য ও ঘৃণিত বিবাহ-ভোজ হচ্ছে—যেখানে গরিবদের বাদ দিয়ে
শুধু ধনীদেরই আমন্ত্রণ জানানো হয়।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯০৮.

আল্লাহর কাছে বৈধ বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় হচ্ছে তালাক।

—*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* আবু দাউদ

স্বামী-স্ত্রী

৯০৯.

তারাই উত্তম, যারা তাদের পরিবারের কাছে ভালো;
যেমন আমি আমার পরিবারের কাছে ভালো।

–*আয়েশা (রা);* মেশকাত

৯১০.

স্রষ্টার ইবাদত করা যেমন তোমার কর্তব্য,
একইভাবে নিজের প্রতিও তোমার দায়িত্ব রয়েছে।
দায়িত্ব রয়েছে পরিবারের প্রতি।
তোমার কর্তব্য হচ্ছে—পরিবারের সকলের প্রতি
তোমার দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করা।

–*আবু জুহাইফা (রা);* বোখারী

৯১১.

সারা পৃথিবীই আল্লাহর নেয়ামতে পরিপূর্ণ।
আর সবচেয়ে ভালো নেয়ামত হচ্ছে সদ্‌গুণাবলিতে ভূষিতা স্ত্রী।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* মুসলিম

৯১২.

তোমাদের মধ্যে সেই পুরুষই উত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি সমমর্মী।
আর আমি হচ্ছি এর বাস্তব উদাহরণ।

–*আয়েশা (রা);* তিরমিজী

৯১৩.

বিশ্বাসীদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ, যে চরিত্রবান ও সদাচারী।
তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম পুরুষ,
যে স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী

৯১৪.

তোমরা সাধ্যমতো তোমাদের স্ত্রীর উত্তম ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।

–আমর ইবনে আল আহওয়াস (রা); তিরমিজী

৯১৫.

স্ত্রী-সন্তান-পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে যে অর্থ ব্যয় করা হয়,
পুরস্কারের দিক থেকে তা-ই সর্বোচ্চ ফল বহন করবে।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

৯১৬.

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে নবীজী (স) বলেন :
তুমি যা খাবে, তোমার স্ত্রীকে তা-ই খেতে দেবে। তুমি যা পরিধান করবে,
সে-রকম সমমানের পোশাক তাকে পরতে দেবে।
কখনো তার চেহারা বা মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না।
কখনো অশ্লীল গালিগালাজ করবে না। নিজের ঘরের মধ্যে (বিছানা)
ছাড়া কখনো তার কাছ থেকে পৃথক হবে না।
[অর্থাৎ তোমাদের মনোমালিন্যের বিষয়টি যাতে বাইরে প্রকাশ না পায়]

–মোয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রা); আবু দাউদ

৯১৭.

সাবধান! স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে,
একইভাবে স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে তোমাদের ওপর।
(পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থেকো)

–আমর ইবনে আল আহওয়াস (রা); তিরমিজী

৯১৮.

তুমি পছন্দ করো না—এমন কিছু তোমার স্ত্রীর মধ্যে থাকতে পারে,
শুধু সেজন্যে তাকে ঘৃণা কোরো না।
তুমি তার কোনো একটি দিক অপছন্দ করলেও
তার অন্য আরেকটি দিক তোমার ভালো লাগবে।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম, মেশকাত

৯১৯.

মেয়েরা পাজরের বাঁকা হাড়ের মতো (নিজের আবেগ দ্বারা পরিচালিত)।
তুমি যদি তোমার মতো করে (জোরপূর্বক) সোজা করতে চাও,
তাহলে ভেঙে ফেলবে। (বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তাই)
তার সাথে আন্তরিক সুন্দর ইতিবাচক আচরণ করো।
(তাহলেই তুমি তাকে জয় করতে পারবে)

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯২০.

তোমরা যখন স্ত্রীর সাথে মিলিত হও, তখন দোয়া করবে :
'হে আল্লাহ! শয়তান থেকে আমাদের দূরে রাখো।
আর আমাদের যা দান করবে, তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখো।'
এই মিলনে যদি তোমাদের কোনো সন্তানের জন্ম হয়,
তবে শয়তান তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯২১.

মহাবিচার দিবসে আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিক থেকে
সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে সেই ব্যক্তি,
যে স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য মিলনের বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করে।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* মুসলিম

৯২২.

যে ব্যক্তি অন্যের স্ত্রীকে ধোঁকা দেয় ও চরিত্র নষ্ট (পরকীয়া) করে,
সে বিশ্বাসীদের দলভুক্ত নয়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ

৯২৩.

যখন কোনো স্ত্রী তার স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে রাত কাটায়,
তখন ফেরেশতারা ভোর না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে অভিশাপ দিতে থাকে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯২৪.

স্বামী ঘরে থাকলে তার অনুমতি ছাড়া
কোনো স্ত্রী নফল রোজা রাখবে না।
স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরের কাউকে
ঘরে আসার অনুমতি দেবে না।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯২৫.

স্বামীর সন্তুষ্টি নিয়ে যে স্ত্রী মারা গেল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

–*উম্মে সালামা (রা);* তিরমিজী, ইবনে মাজাহ

৯২৬.

স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার বিয়ে না করে
সন্তানদের লালনপালনকারী বিধবা নারী জান্নাতে
আমার [নবীজীর (স)] পাশাপাশি এই দুই আঙুলের মতো থাকবে।

–*আউফ ইবনে মালেক (রা);* আহমদ

সন্তান

৯২৭.

নবীজী (স) তাঁর নাতি হাসানের (রা) কানে আজান দিয়েছেন।
(সদ্যোজাত সন্তানের জন্যে আজান প্রযোজ্য)

–*আবু রাফি (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৯২৮.

শিশুর সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিমিত্ত
জন্মের সপ্তম দিবসে আকিকার পশু জবাই করা এবং
সেদিনই মাথা মুণ্ডন করে তার নাম রাখা উচিত।

–*সামুরাহ (রা);* তিরমিজী

৯২৯.

তোমরা তোমাদের সন্তানের জন্যে সুন্দর নাম রাখো।

–*আবু দারদা (রা);* আবু দাউদ

৯৩০.

সন্তানের শুভাগমনে পিতামাতার প্রথম কাজ হচ্ছে
তার একটি সুন্দর নাম রাখা। এরপর তাকে শুদ্ধাচার শিক্ষা দেয়া।
এবং যথাযথ বয়সে তার বিয়ের ব্যবস্থা করা।

–বায়হাকি

৯৩১.

ছেলে হলে দুটি ছাগল আর মেয়ে হলে একটি ছাগল আকিকা করবে।

–*আয়েশা (রা);* তিরমিজী

৯৩২.

শুদ্ধাচার শিক্ষাদান সন্তানের প্রতি পিতার সর্বোত্তম উপহার।

–*আইয়ুব ইবনে মুসা (র);* তিরমিজী

৯৩৩.

সন্তানকে শুদ্ধাচার শিক্ষা দেয়া ভিক্ষুককে অনেক ভিক্ষা দেয়ার চেয়ে উত্তম।

–*জাবির ইবনে সামুরাহ (রা), আইয়ুব ইবনে মুসা (র);* মেশকাত

৯৩৪.

তুমি কি চাও তোমার সন্তানেরা
সবাই তোমাকে সমভাবে সম্মান করুক?
যদি চাও, তবে তাদের কারো প্রতি অবিচার কোরো না।
যে-কোনো উপহার সামগ্রী তাদের সমভাবে দান করো।
উপহারের ক্ষেত্রে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব কোরো না।

–*নোমান ইবনে বশীর (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯৩৫.

তোমাদের মধ্যে যাদেরই সামর্থ্য রয়েছে ভাই বা বোনকে
সাহায্য করার, অবশ্যই তারা তা করবে।

–মুসলিম

৯৩৬.

পোষ্যদের ভরণপোষণ ও লালনপালনে অবহেলা করাই
একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

–*আবদুল্লাহ (রা);* বায়হাকি

আত্মীয় প্রতিবেশী

৯৩৭.

তোমার মাতা, তোমার পিতা, তোমার বোন, তোমার ভাই,
তোমার মুক্ত করা দাস, তোমার নিকটাত্মীয়—
এরা সবাই তোমার সমমর্মিতার হকদার।
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় মনোযোগী থাকবে।
এটা তোমার কর্তব্য।

–*কুলাইব ইবনে মানফা (র);* আবু দাউদ

৯৩৮.

স্বজন-পরিজন-সুজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাকারীর
আয়ু যেমন বাড়ে, তেমনি প্রবৃদ্ধি ঘটে উপার্জনে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯৩৯.

এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসুল! আমার এমন আত্মীয় রয়েছে,
যাদের সাথে আমি সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করি,
কিন্তু তারা সম্পর্কচ্ছেদ করে। আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি,
কিন্তু তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে।
আমি তাদের সাথে ধৈর্যধারণ করি, কিন্তু তারা আমার সাথে হঠকারিতা করে।
নবীজী (স) বললেন, তোমার কথা ঠিক হয়ে থাকলে তুমি ভালো কাজ করছ।
যতদিন পর্যন্ত তুমি তোমার এই আচরণ ঠিক রাখবে,
ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।
তাদের সকল চক্রান্ত থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

৯৪০.

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

–*জুবাইর ইবনে মুতিম (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯৪১.

নিঃসন্দেহে আমার বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ ও
পুণ্যবান বিশ্বাসীগণ। রক্তীয় সম্পর্কযুক্ত অনেকেই আমার বন্ধু
ও পৃষ্ঠপোষক নয়। তবুও আমি ঐ সম্পর্ক সজীব রাখার চেষ্টা করব।

–*আমর ইবনুল আস (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯৪২.

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হলে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলো।
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা গুরুতর পাপ।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, রিয়াদুস সালেহীন

৯৪৩.

আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করলে প্রতিবেশীকে কষ্ট দিও না, প্রতিবেশীর
সাথে সদ্ব্যবহার করো। মেহমানদের আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করো।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯৪৪.

কোনো প্রতিবেশীকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯৪৫.

তোমার প্রতিবেশীরা তোমার আচরণের সবচেয়ে ভালো বিচারক।
তারা যদি তোমার সম্পর্কে ভালো বলে, তবে তুমি চরিত্রবান ও সদাচারী।
আর যদি তারা খারাপ মন্তব্য করে, তবে তা তোমার অসদাচরণের নির্দেশক।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* ইবনে মাজাহ, মেশকাত

৯৪৬.

আল্লাহর দৃষ্টিতে ভালো বন্ধু হচ্ছে সে, যে তার বন্ধুদের কল্যাণ কামনা করে।
আর ভালো প্রতিবেশী হচ্ছে সে,
যে তার প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* তিরমিজী, আহমদ, মুফরাদ, হাকেম

৯৪৭.

একজন মহিলা নামাজ-রোজা পালন ও দানশীলতার জন্যে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে প্রতিবেশীরা জর্জরিত ছিল। নবীজী (স) তাকে জাহান্নামের অধিবাসী হিসেবে অভিহিত করলেন। এর বিপরীতে আরেকজন মহিলাকে জান্নাতের অধিবাসী হিসেবে অভিহিত করলেন—যে কোনো নফল নামাজ পড়ত না, কিন্তু প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করত।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুফরাদ, আহমদ, বায়হাকি

৯৪৮.

আমার দুজন প্রতিবেশীর মধ্যে একজনকে উপহার পাঠাতে হলে কাকে পাঠাব? নবীজী (স) বললেন, যার দরজা তোমার সবচেয়ে কাছে।

—*আয়েশা (রা);* বোখারী

৯৪৯.

প্রতিবেশীর সাথে অবৈধ যৌনাচার, অন্যত্র ১০ জনের সাথে অবৈধ যৌনাচারের চেয়েও বেশি পাপ।
প্রতিবেশীর বাড়িতে চুরি, অন্যত্র ১০ বাড়িতে চুরি করার চেয়েও জঘন্য পাপ।
(প্রতিবেশী বলতে বোঝায় চারপাশে ৪০ ঘরের বাসিন্দা)

—*মিকদাম ইবনে আসওয়াদ (রা);* মুফরাদ, আহমদ

৯৫০.

যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, মুফরাদ

বন্ধুত্ব

৯৫১.

তোমার ধর্মপরায়ণ বন্ধু হচ্ছে সুগন্ধি-বাহকের মতো।
তার সঙ্গ তোমাকে কমপক্ষে সৌরভে সুরভিত করবে।
এর বিপরীতে দুষ্ট ও পাপাচারে লিপ্ত বন্ধু হচ্ছে কর্মরত কামারের মতো।
তার হাপরের ধোঁয়া ও আগুনের তাপ তোমার পরিবেশ নষ্টের কারণ হবে।

–*আবু মুসা (রা);* বোখারী

৯৫২.

একজন মানুষ সবসময়ই তার সঙ্গীসাথি দ্বারা প্রভাবিত হয়।
তাই কারো সাথে বন্ধুত্ব করার আগে
তার বিশ্বাস ও জীবনাচার সম্পর্কে খোঁজখবর নাও।

–*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী, আহমদ, মেশকাত

৯৫৩.

সফল ও সুখী মানুষের সাথে থাকলে
সফল ও সুখী হওয়ার জন্যে কাজ করা সহজ হবে
আর বাজে লোকের সাথে থাকলে বাজে পথে চলা সহজ হবে।

–*আলী ইবনে আবু তালিব (রা);* মুফরাদ

৯৫৪.

বিশ্বাসী ছাড়া আর কারো সঙ্গী হয়ো না।
স্রষ্টা-সচেতন ছাড়া কাউকে বন্ধু হিসেবে আমন্ত্রণ কোরো না।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

অতিথি

৯৫৫.

যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন অতিথিকে সম্মান করে।

–আবু শোরাইহ খোয়ালিদ (রা); বোখারী, মুসলিম

৯৫৬.

মেহমানদারির মেয়াদ হলো তিন দিন। একদিন ও একরাত পূর্ণ মেহমানদারি (যথাসম্ভব আয়োজন) আর পরের দুই দিন স্বাভাবিক আপ্যায়ন। এর চেয়ে অতিরিক্ত সময়ের আপ্যায়ন গণ্য হবে সাদাকা হিসেবে।

–আবু শোরাইহ খোয়ালিদ (রা); বোখারী, মুসলিম

৯৫৭.

মেহমানকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবে।

–আবু হুরায়রা (রা); ইবনে মাজাহ, মেশকাত

৯৫৮.

একজন অতিথির এত বেশি সময় থাকা উচিত নয়,
যাতে মেজবানের অসুবিধা হয়।

–আবু শোরাইহ খোয়ালিদ (রা); বোখারী

৯৫৯.

তোমাদের খাবারের দাওয়াত দেয়া হলে তা কবুল করো। রোজাদার হলে মেজবানের জন্যে দোয়া করো। আর রোজাদার না হলে খাবার গ্রহণ করো।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

৯৬০.

যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে না।
আবার আমন্ত্রিত না হয়ে কোনো ভোজে যাবে না।
আমন্ত্রিত না হয়ে যাওয়াটা চুরি বা ডাকাতির সমতুল্য।

–আবু মাসউদ (রা); আবু দাউদ, মেশকাত

নারীর অধিকার

৯৬১.

মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।

–*মোয়াবিয়া ইবনে জাহিমা (রা);* নাসাঈ

৯৬২.

নিশ্চয়ই নারী পুরুষের সহোদর।

–*আয়েশা (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৯৬৩.

নবীজী (স) মাংস বণ্টন করছিলেন।
এমন সময় এক মহিলা তাঁর সামনে এলো।
তিনি সসম্মানে তাঁর চাদর বিছিয়ে দিলেন।
মহিলা সেই চাদরের ওপর বসলেন।
এই মহিলা ছিলেন তাঁর দুধ মা—হালিমা।

–*আবু তোফায়েল (রা);* আবু দাউদ, মেশকাত

৯৬৪.

[বারীরা ও মুগীস দুজনের বিয়ে হয় ক্রীতদাস থাকা অবস্থায়। আয়েশা (রা) বারীরাকে মুক্ত করে দেন। তখন বারীরা স্বাধীন সত্তা। কিন্তু মুগীস তখনও ক্রীতদাস। বারীরা সিদ্ধান্ত নিলেন দাসের সাথে ঘর করবেন না। কিন্তু মুগীস বারীরার জন্যে পাগল। ঘটনাটি নবীজী (স) পর্যন্ত গড়াল।]

নবীজী (স) বারীরাকে ডেকে পাঠালেন।
বললেন, তুমি পুনরায় মুগীসকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করো।
বারীরা বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এটা কি আপনার নির্দেশ?
নবীজী (স) বললেন, না, এটা আমার সুপারিশ।
বারীরা বললেন, তাহলে আমার জীবনে
মুগীসের কোনো প্রয়োজন নেই।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* বোখারী

৯৬৫.

'হে আদী! তুমি দীর্ঘজীবী হলে অবশ্যই দেখতে পাবে
একজন নারী হীরা (ইরাক) থেকে যাত্রা করে উটের হাওদায় বসে
একাকী দীর্ঘপথ অতিক্রমের পর মক্কায় গিয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করছে।'
আদী বলেন, আমি পরবর্তী সময়ে উটের হাওদায় বসে
নারীদেরকে একাকী হীরা থেকে মক্কায় গিয়ে
কাবাঘর তাওয়াফ করতে দেখেছি।

–*আদী ইবনে হাতেম (রা);* বোখারী

৯৬৬.

আমি ওহুদ যুদ্ধের দিনে নবীজীকে (স) বলতে শুনেছি, আমি ডানে-বামে
যেদিকেই তাকিয়েছি, সেদিকেই আমাকে রক্ষার জন্যে
উম্মে আমারাকে (নুসাইবা) লড়াই করতে দেখেছি।

–*ওমর ইবনে খাত্তাব (রা);* আত-তাবাকাত-উল কুবরা

৯৬৭.

একদিন নবীজী (স) উম্মে হারামকে (রা) বললেন,
আমার উম্মতের একদল লোক আল্লাহর পথে সাগর পাড়ি দিয়ে যুদ্ধ করবে।
উম্মে হারাম (রা) সেই নৌ সেনাদলে অংশ নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।
তিনি বললেন, তুমি প্রথম দলেই থাকবে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, তিরমিজী

[খলিফা উসমানের (রা) সময় সাইপ্রাস অভিযানে প্রেরিত প্রথম নৌ সেনাদলেই উম্মে হারাম (রা) অংশ নেন। তারা উপকূলরক্ষীদের পরাজিত করে সাইপ্রাসে অবতরণ করেন। সেখানে গাধার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে তিনি শহিদ হন। সাইপ্রাসে এখনো তার মাজার রয়েছে।]

৯৬৮.

আমি নবীজীর (স) সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমি তাদের জন্যে
খাবার প্রস্তুত করতাম। রোগী ও আহতদের সেবাযত্ন করতাম।

–*উম্মে আতিয়া (রা);* মুসলিম, ইবনে মাজাহ

৯৬৯.

আমরা (নারীরা) নবীজীর (স) সাথে যুদ্ধে যেতাম।
যোদ্ধাদের পানি পান করাতাম।
হতাহতদের সেবাযত্ন ও মদিনায় ফিরিয়ে আনার কাজ করতাম।

–*রবী বিনতে মুআউয়ায (রা);* মুসলিম

৯৭০.

ঈদুল ফিতরের দিন নবীজী (স) নামাজ আদায়ের পর
খুতবা শেষ করে মহিলাদের কাতারের সামনে এলেন এবং
তাদের কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯৭১.

তোমরা কখনো আল্লাহর দাসীদের (নারীদের) মসজিদে যেতে বাধা দিও না।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯৭২.

তোমরা আল্লাহর পরিচারিকার (অর্থাৎ স্ত্রীসহ নারীজাতির) সাথে
দুর্ব্যবহার করবে না, গায়ে হাত তুলবে না। তোমাদের যাদের বিরুদ্ধে
দুর্ব্যবহারের অভিযোগ এসেছে তারা ভালো মানুষ নও।

–*আয়াস ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

৯৭৩.

কোনো নারীর সাথে কখনো নির্জনে মিশবে না।
অবশ্য তার সাথে তার কোনো নিকটাত্মীয় থাকলে ভিন্ন কথা।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯৭৪.

সাবধান! দুর্বলের ব্যাপারে—বিশেষত এতিম ও
নারীদের অধিকারের ব্যাপারে তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি!

–*আবু হুরায়রা (রা);* ইবনে মাজাহ, রিয়াদুস সালেহীন

জীবনাচার

তোমরা পাকস্থলীকে তিন ভাগে ভাগ করো।
একভাগ খাবার দিয়ে পূর্ণ করো।
একভাগ পানীয় দিয়ে।
আর বাকি একভাগ খালি রাখো,
যাতে ভালোভাবে দম নিতে পারো।

–নবীজী (স)

দৈনন্দিন করণীয় ও বর্জনীয়

৯৭৫.

তোমাদের পরস্পরের প্রতি সাতটি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে—
১. কারো সাথে তোমার দেখা হলে তাকে আগে সালাম দেবে।
২. কেউ তোমাকে দাওয়াত দিলে তা কবুল করবে।
৩. কেউ পরামর্শ চাইলে সৎ-পরামর্শ দেবে।
৪. ওয়াদা করলে তা পালন করবে।
৫. হাঁচি দিয়ে কেউ 'আলহামদুলিল্লাহ'
(অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহর) বললে তুমি জবাবে
'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে রহম করুন) বলবে।
৬. অসুস্থ হলে দেখতে যাবে।
৭. মারা গেলে জানাজায় শরিক হবে।

–*আবু হুরায়রা (রা); বারা ইবনে আজিব (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯৭৬.

নবীজী (স) আমাকে নয়টি উপদেশ দেন—
১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না।
২. ফরজ নামাজ আদায়ে গাফেলতি করবে না।
৩. কোনো অবস্থাতেই মদ বা মাদক গ্রহণ করবে না।
মদ বা মাদক সকল পাপের চাবি।
৪. পিতামাতাকে মান্য করবে।
৫. শাসকদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে না।
৬. নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও জেহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবে না।
৭. পরিবারের জন্যে তোমার সম্পদের উত্তম অংশ ব্যয় করবে।
৮. পরিবারের সদস্যদের শুদ্ধাচারী করার
প্রচেষ্টায় দৃঢ় হতে দ্বিধা করবে না।
৯. পরিবারের সদস্যদের আল্লাহ-সচেতন হিসেবে গড়ে তুলবে।

–*আবু দারদা (রা);* মুফরাদ (বোখারী)

৯৭৭.

কাউকে কিছু দিতে হলে ডান হাতে দেবে। নেবেও ডান হাতে।
বাম হাতে দেবেও না। বাম হাতে নেবেও না।

–*নাফি (র), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* আবু দাউদ

৯৭৮.

অপরের গাছের কোনো ফল নিচে পড়ে থাকলে খাওয়া যাবে।
কিন্তু (অনুমতি ছাড়া) গাছ থেকে পেড়ে খাওয়া বা নেয়া যাবে না।

–*রাফেহ ইবনে আমর (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী, মেশকাত

৯৭৯.

ওজুতে প্রচুর পানি ব্যবহার করতে দেখে
নবীজী (স) এক সাহাবীকে সতর্ক করে দেন।
তিনি তাকে বলেন, প্রবহমান নদীর ধারে বসে থাকলেও
তুমি এক ফোঁটা পানির অপচয় করবে না।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* ইবনে মাজাহ

৯৮০.

কারো বাড়িতে গৃহকর্তার অনুমতি ছাড়া তার জন্যে নির্দিষ্ট
আসন (চেয়ার/ গদি) বা স্থানে বসবে না।

–*উকবা ইবনে আমর (রা);* মুসলিম

৯৮১.

(কোনো কারণে বিরক্ত হয়ে) নিজের জন্তু বা বাহনকে অভিশাপ দিও না।

–*ইমরান ইবনে হোসেইন (রা);* মুসলিম

৯৮২.

কখনো কারো গালে চপেটাঘাত করবে না। (থাপ্পড় মারবে না।)

–*সোয়াদ ইবনে মোকাররিন (রা);* মুসলিম, তিরমিজী

খাবার গ্রহণ

৯৮৩.

‘বিসমিল্লাহ’ (আল্লাহর নামে) বলে খাবার শুরু করো।
ডান হাতে খাবার নেবে।

–ওমর ইবনে আবু সালামা (রা); বোখারী, মুসলিম

৯৮৪.

ভুলক্রমে ‘বিসমিল্লাহ’ না বলে খাবার শুরু করার পর যদি খাওয়ার মাঝে বিষয়টি মনে পড়ে, তবে বলবে ‘প্রথম ও শেষ সবটাই আল্লাহর নামে’।

–আয়েশা (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

৯৮৫.

শুকরিয়া প্রকাশ করে যে খাবার গ্রহণ করে,
সে রোজা রাখার মতোই পুণ্য অর্জন করে।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী

৯৮৬.

বরকত নাজিল হয় প্লেটের মাঝে। তাই প্লেটের মাঝখান থেকে নয়,
খাবার শুরু করো তোমার সামনে থেকে।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

৯৮৭.

বাম হাত দিয়ে পানাহার কোরো না।
শয়তান বাম হাত দিয়ে পানাহার করে।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); মুসলিম, তিরমিজী

৯৮৮.

হেলান দিয়ে বা কাত হয়ে খাবার খেয়ো না।

–ওয়াহাব ইবনে আবদুল্লাহ (রা); বোখারী

৯৮৯.

নবীজী (স) তিন আঙুল ব্যবহার করে খেতেন।
খাবার শেষ করে আঙুল চেটে খেতেন।

–*কাব ইবনে মালেক (রা);* মুসলিম

৯৯০.

খাবার খেয়ে আঙুল না চেটে তা কাপড় দিয়ে মুছবে না।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯৯১.

খাবার শেষ করে আঙুল চেটে ও পাত্র পরিষ্কার করে খাবে
(যাতে পাত্রে কোনো ঝুটা না থাকে)।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম

৯৯২.

খাবার প্লেট থেকে পুরোপুরি পরিষ্কার করে খাবে।
প্লেটে কোনো খাবার উচ্ছিষ্ট করবে না।
শয়তানের জন্যে খাবারের কোনো অংশ রাখবে না।
কোনো লোকমা হাত থেকে পড়ে গেলে ধুলা বা
ময়লা পরিষ্কার করে তা খেয়ে নেবে।
খাবার শেষে আঙুল চেটে নেবে
(যাতে আঙুলে লেগে থাকা খাবারের অংশবিশেষও অপচয় না হয়)।
কারণ তুমি জানো না—আজকের খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* মুসলিম

৯৯৩.

খাবার গ্রহণ করার পর তুমি বলো, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর।
তিনি আমাকে খাওয়ালেন। আমাকে রিজিক দিলেন,
যা (শুধু) আমার প্রয়াস ও ক্ষমতায় সম্ভব ছিল না। সবটাই তাঁর দয়া।’
তোমার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

–*মুয়াজ ইবনে আনাস (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

৯৯৪.

যে এক লোকমা খাবার গ্রহণ করেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে,
এক চুমুক পানি পান করেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে
('আলহামদুলিল্লাহ' বলে), তার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* মুসলিম

৯৯৫.

একজনের উদরপূর্তির খাবার দুই জনের জন্যে যথেষ্ট।
একইভাবে দুই জনের খাবার চার জনের জন্যে এবং
চার জনের খাবার আট জনের জন্যে যথেষ্ট।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম

৯৯৬.

ভরা পেট হচ্ছে সবচেয়ে অনিষ্টকর পাত্র।
মেরুদণ্ড সোজা রাখার জন্যে কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট।
তারপরও যদি আরো খাবারের প্রয়োজন হয়,
তবে তোমরা পাকস্থলীকে তিন ভাগে ভাগ করো।
একভাগ খাবার দিয়ে পূর্ণ করো। একভাগ পানীয় দিয়ে।
আর বাকি একভাগ খালি রাখো,
যাতে ভালোভাবে দম নিতে পারো।

–*মিকদাম ইবনে মাদিকারিব (রা);* তিরমিজী

৯৯৭.

একজন বিশ্বাসী (ঈমানদার ব্যক্তি) খায় এক পেট।
আর একজন অবিশ্বাসী ভোগী খায় সাত পেট।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯৯৮.

নবীজী (স) কখনো কোনো খাবার নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেন নি।
খাবার পছন্দ হলে তিনি খেতেন, পছন্দ না হলে খেতেন না।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

৯৯৯.

স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্র থেকে যে খাবার বা পানি গ্রহণ করল,
সে যেন জাহান্নামের আগুন দিয়ে তার উদরপূর্তি করল।

–*উম্মে সালামা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০০০.

সঙ্গীদের আগে খাওয়া শেষ করবে না।

–*জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রা);* মেশকাত

১০০১.

একজন সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রসুল!
আমরা খাই কিন্তু তৃপ্তি পাই না। নবীজী (স) জিজ্ঞেস করলেন,
ঘরে তোমরা কি আলাদা আলাদা খাও?
সাহাবী বললেন, জ্বী হাঁ। নবীজী (স) বললেন, তোমরা একসাথে খাও।
আল্লাহর নাম নিয়ে খাও। খাবারে বরকত ও তৃপ্তি পাবে।

–*ওয়াহশি ইবনে হারব (রা);* আবু দাউদ

পানি পান

১০০২.

এক ঢোকে পানি পান করবে না।
দুই থেকে তিন বার দম নিয়ে পানি পান করবে।
শুরু করবে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে। শেষ করবে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); তিরমিজী

১০০৩.

নবীজী (স) তিন ঢোকে পানি পান করতেন।
অর্থাৎ পানি পানের মাঝে থামতেন, পাত্রের বাইরে দম ছাড়তেন।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); বোখারী, মুসলিম

১০০৪.

পানি পান করার সময় মুখ থেকে পানির পাত্র না সরিয়ে দম ছাড়বে না।
(অর্থাৎ পানিতে দম ছাড়বে না।)

–আবু কাতাদা (রা); বোখারী, মুসলিম

১০০৫.

পানির পাত্রে ফুঁ দেবে না।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); তিরমিজী

১০০৬.

আমি নবীজীকে (স) পান করার জন্যে জমজমের পানি দিলাম।
তিনি তা দাঁড়িয়েই পান করলেন।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); বোখারী, মুসলিম

১০০৭.

যে পানি পান করাবে, সে সবার শেষে পানি পান করবে।

–আবু কাতাদা (রা); তিরমিজী

ঘুমের প্রস্তুতি

১০০৮.

তোমরা বিছানায় ঘুমাতে এলে আগে কোনো কাপড় দিয়ে
বিছানা ঝেড়ে নেবে। কারণ বিছানায় এমন ক্ষতিকারক
কিছু থাকতে পারে, যা তুমি জানো না।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী

১০০৯.

ঘরে সব ধরনের আগুন নিভিয়ে তারপর ঘুমাবে।

–আবু মুসা আশয়ারী (রা); বোখারী, মুসলিম

১০১০.

রাতে শোয়ার আগে খাবারের পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে।
পানির মশকের মুখ বেঁধে রাখবে।
ঘরের দরজা বন্ধ করবে। বাতি নিভিয়ে দেবে।
যদি পাত্র ঢাকার জন্যে কিছু না পাও,
তবে পাত্রের মুখে কাঠের টুকরা রেখে দেবে বা
আল্লাহর ওপর সঁপে দেবে।

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); বোখারী, মুসলিম

১০১১.

উপুড় হয়ে শোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না।

–তিখফা ইবনে কায়েস (রা), আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী, মুফরাদ

১০১২.

যখন ঘুমাতে যাবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে।
যদি তা না করো, তবে তা তোমার জন্যে ক্ষতির কারণ হবে।
আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন।

–আবু হুরায়রা (রা); আবু দাউদ

১০১৩.

ঘুমাতে যাওয়ার আগে ওজু করে
(বিছানায় ডান কাতে শুয়ে) তুমি দোয়া করবে :
'হে আল্লাহ! তোমার কাছেই আমি নিজেকে সমর্পণ করছি।
আমার পুরো মন সঁপে দিচ্ছি তোমার স্মরণে।
আমার সবকিছু সোপর্দ করছি তোমার হেফাজতে।
ভালবাসা ও শঙ্কা সহকারে আশ্রয় গ্রহণ করছি তোমার পবিত্র সত্তার কাছে।
তোমার দয়া ছাড়া আমার কোনো নিরাপত্তা নেই।
তোমার আজাব থেকে একমাত্র তুমিই মুক্তি দিতে পারো।
আমি বিশ্বাস করি তোমার কিতাবে, তোমার রসুলে।'
এই দোয়া পড়ে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।
যদি রাতে তুমি মারা যাও, তবে বিশ্বাসী হিসেবে মারা যাবে।
আর সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠলে
কল্যাণ তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

–*বারা ইবনে আজিব (রা);* বোখারী, মুসলিম

হাঁচি-কাশি

১০১৪.

নবীজী (স) যখন হাঁচি দিতেন,
তখন মুখের ওপর নিজের হাত বা কাপড় রাখতেন
এবং হাঁচির শব্দ নিচু করতেন বা চাপা দিতেন।

–আবু হুরায়রা (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

১০১৫.

কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' (সকল প্রশংসা আল্লাহর) বললে
তুমি জবাবে বলবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ রহম করুন)।

–বারা ইবনে আজিব (রা); মুসলিম

১০১৬.

কারো হাঁচির (আলহামদুলিল্লাহর) জবাব দিতে হবে তিন বার পর্যন্ত।
এরপরও হাঁচি দিলে জবাব দেয়া না দেয়া তোমার ইচ্ছা।

–আবু হুরায়রা (রা); মুফরাদ (বোখারী)

১০১৭.

যখন তোমার হাই ওঠে, তুমি অবশ্যই হাত দিয়ে মুখ ঢাকবে।
তা না হলে হা করা মুখে শয়তানি অপশক্তি ঢুকে পড়বে।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা); মুসলিম, আবু দাউদ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

১০১৮.

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-পবিত্রতা (দেহ-মনের পরিচ্ছন্নতা) ঈমানের অর্ধেক।

–আবু মালেক আশয়ারী (রা); মুসলিম

১০১৯.

ঘুম থেকে উঠে কোনো তৈজসপত্র ধরার আগে তিন বার হাত ধোবে।
কারণ তুমি জানো না তোমার হাত ঘুমের মধ্যে কী কী স্পর্শ করেছিল।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

১০২০.

নবীজী (স) ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই মেসওয়াক (দাঁত ব্রাশ) করতেন।

–হুজাইফা (রা); বোখারী, মুসলিম

১০২১.

মেসওয়াক (অর্গানিক টুথব্রাশ) মুখ পরিষ্কার রাখে।
আল্লাহ এতে খুশি হন।

–আয়েশা (রা); নাসাঈ, ইবনে খুজাইমা

১০২২.

আমার উম্মতের জন্যে কষ্টকর হবে মনে না করলে
আমি প্রত্যেক নামাজের আগে
মেসওয়াক (দাঁত ব্রাশ) করার নির্দেশ দিতাম।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

১০২৩.

তোমরা মলমূত্র ত্যাগ করার সময় কেবলামুখী হয়ে বা
কেবলার দিকে পেছন ফিরে বসবে না।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

১০২৪.

পেশাব করার সময় ডান হাত দিয়ে লিঙ্গ স্পর্শ করবে না।
শৌচক্রিয়া বা ধৌতকরণেও ডান হাত ব্যবহার করবে না।

–*আবু কাতাদা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০২৫.

চলাচলের পথে, বদ্ধ জলাশয় বা ছায়াযুক্ত স্থানে (যেখানে মানুষ ক্ষণিক বিশ্রাম নেয়) কখনো পেশাব-পায়খানা করবে না।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, নাসাঈ

১০২৬.

মাথার চুলের কিছু অংশ মুণ্ডন ও কিছু অংশ রেখে দেবে না।
(মুণ্ডন করলে পুরোটা মুণ্ডন করবে আর রাখলে পুরোটা রাখবে।)

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* মুসলিম

১০২৭.

সাদা চুল বেছে বেছে তুলে ফেলবে না।
মহাবিচার দিবসে সাদা চুল আলো ছড়াবে।

–*আমর ইবনে শোয়াইব (র);* আবু দাউদ, তিরমিজী

১০২৮.

সাদা চুল কালো ছাড়া অন্য রং-এ রঞ্জিত করতে পারো।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম

১০২৯.

পরচুলা ব্যবহার করবে না। শরীরের কোথাও উল্কি আঁকবে না।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৩০.

নারীদের মাথা মুণ্ডন কোরো না।

–*আলী ইবনে আবু তালিব (রা);* নাসাঈ

১০৩১.

কোরবানি করতে মনস্থির করলে
জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার পর
কোরবানি না করা পর্যন্ত চুল ও নখ কাটবে না।

–*উম্মে সালামা (রা);* মুসলিম, তিরমিজী

১০৩২.

গোঁফ ছোট করো আর দাড়ি বড় রাখো।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৩৩.

পাঁচটি সহজাত কাজ হচ্ছে—
১. খতনা করা।
২. লজ্জাস্থানের চারপাশের পশম কাটা।
৩. নখ কাটা।
৪. বগলের পশম কাটা।
৫. গোঁফ কাটা।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

পোশাক-পরিচ্ছদ

১০৩৪.

তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো। তোমাদের কাপড়গুলোর মধ্যে সাদা কাপড়ই উত্তম। আর সাদা কাপড়ই ব্যবহার করবে মৃতের কাফন হিসেবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

১০৩৫.

অহংকারবশত যে মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়ে কাপড় পরবে,
সে মহাবিচার দিবসে আল্লাহর বিরাগভাজন হবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৩৬.

নবীজী (স) বললেন, পরিধেয় কাপড় যে অহংকারবশত
মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেবে, মহাবিচার দিবসে
আল্লাহ তার প্রতি সদয় হবেন না।
আবু বকর (রা) বললেন, সচেতন না থাকলে
আমার তহবন্দ তো প্রায়ই ঝুলে যায়।
নবীজী (স) বললেন, তুমি তো অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে রাখো না!

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৩৭.

নারীদের অনুকরণে সাজগোজকারী পুরুষ এবং পুরুষের অনুকরণে
সাজগোজকারী নারীদের ওপর আল্লাহর লানত।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* বোখারী, তিরমিজী

১০৩৮.

নবীজী (স) চর্মরোগের নিরাময়স্বরূপ দুজন সাহাবীকে
রেশম কাপড় ব্যবহারের অনুমতি দেন।

–*আনাস (রা), আবু মুসা আশয়ারী (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৩৯.

কোনো জাতির (পোশাক-আশাক, চালচলন) অনুকরণ করলে
তাকে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা হবে।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান, আশকালানী

১০৪০.

সিল্ক বা চিতাবাঘের চামড়ার গদির ওপর বসবে না।

–মোয়াবিয়া (রা); আবু দাউদ

১০৪১.

বিছানা হিসেবে বা অন্য কোনোকিছুতে বন্য জন্তুর চামড়া ব্যবহার করবে না।

–আবুল মালিহ (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

১০৪২.

তোমার ইচ্ছানুসারে পোশাক-আশাক কেনাকাটা করা
বা পানাহার করার ব্যাপারে তুমি স্বাধীন।
তবে তা করতে গিয়ে যাতে অহংকারের প্রকাশ না ঘটে
এবং যথেচ্ছ খরচ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে।

–আমর ইবনে শোয়াইব (র); ইবনে মাজাহ

১০৪৩.

তোমরা জুতো পরার সময় ডান পা থেকে শুরু করবে।
আর জুতো খোলার সময় বাম পা থেকে প্রথম খুলবে।
তাহলে ডান পা জুতো পরার সময় হবে প্রথম
এবং খোলার সময় হবে শেষ।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

১০৪৪.

এক পায়ে জুতো পরে হাঁটবে না।
দুই পায়ে জুতো পরবে অথবা খালি পায়ে হাঁটবে।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

উপহার

১০৪৫.

পরস্পর উপহার বিনিময় করো।
মনে কোনো বিরূপভাব থাকলে তা দূর হয়ে যাবে।

—*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী

১০৪৬.

সুগন্ধি উপহার হিসেবে পেলে ফিরিয়ে দিও না।

—*আনাস (রা), আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৪৭.

উপহার পেলে সামর্থ্য থাকলে অনুরূপ উপহার দেবে।
উপহার দেয়ার সামর্থ্য না থাকলে
মুখে শুকরিয়া আদায় করবে।
যদি তা না করো, তবে তুমি অকৃতজ্ঞ বলে বিবেচিত হবে।

—*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

গৃহে প্রবেশ

১০৪৮.

যখন কেউ আল্লাহর নাম নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে এবং
আল্লাহর নাম নিয়ে খাবার গ্রহণ করে,
তখন শয়তান তার সাথিদের বলে, আজ তোমাদের জন্যে
এ ঘরে কোনো জায়গা নেই, আর নেই কোনো খাবার। অতএব পালাও!
আর যখন কেউ আল্লাহর নাম না নিয়েই ঘরে প্রবেশ করে
এবং আল্লাহর নাম না নিয়েই খাবার গ্রহণ করে, তখন শয়তান বলে,
এখানে তোমাদের থাকা ও খাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে।

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); মুসলিম

১০৪৯.

যখন কারো বাসায় যাবে, ভেতরে প্রবেশ করার জন্যে তিন বার
অনুমতি চাইবে। অনুমতি পেলে ভেতরে ঢুকবে। না হলে ফিরে আসবে।
তুমি যাতে তার অনুমতি ছাড়া বা তার অজ্ঞাতসারে ঘরের ভেতরে
দৃষ্টি না দাও এজন্যেই এ অনুমতির বিধান।

–সহল ইবনে সাদ (রা), আবু মুসা আশয়ারী (রা); বোখারী, মুসলিম

১০৫০.

এক দর্শনার্থী নবীজীর (স) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন।
তার আওয়াজ শুনে কীভাবে অনুমতি চাইতে হয় তা বোঝানোর জন্যে
নবীজী (স) তাঁর খাদেমকে পাঠালেন। তারপর দর্শনার্থী খাদেমের কথা
শুনে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভেতরে আসতে পারি?'
নবীজী (স) অনুমতি দিলেন। দর্শনার্থী ভেতরে প্রবেশ করল।

–রিবি ইবনে হিরাশ (রা); আবু দাউদ

১০৫১.

অনুমতি না নিয়ে কারো ঘরে উঁকি দেবে না।

–সহল ইবনে সাদ (রা); আহমদ, দারিমি

১০৫২.

কেউ যদি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার আগেই
ঘরের ভেতরে উঁকি দেয়, তাহলে সে ঘরে প্রবেশের যোগ্যতা হারায়।
কারো অনুমতি ছাড়া তার ঘরে উঁকি দেয়া
কোনো বিশ্বাসীর জন্যে বৈধ নয়।

–আবু হুরায়রা (রা); আবু দাউদ, মুফরাদ (বোখারী)

১০৫৩.

কারো ঘরে দরজা বরাবর দাঁড়াবে না।
দরজার বাম বা ডান পাশে দাঁড়াবে। 'আসসালামু আলাইকুম।
আমি কি ভেতরে আসতে পারি?' বলে অনুমতি চাইবে।
অনুমতি পেলে ভেতরে ঢুকবে।
প্রয়োজনে তিন বার সালাম দিয়ে অনুমতি চাইবে।
অনুমতি না পেলে ফিরে যাবে। (কিন্তু উঁকিঝুঁকি দেবে না।)

–আবু মুসা আশয়ারী (রা); আবু দাউদ

১০৫৪.

(কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে ভেতর থেকে)
পরিচয় জিজ্ঞেস করলে 'আমি' বলবে না।
আমি অমুক .... নিজের পরিচয় বলবে।

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); ইবনে মাজাহ, আহমদ

১০৫৫.

এমনকি নিজের ছেলেমেয়ে, ভাইবোন বা মা-বাবার ঘরে
প্রবেশ করার আগে তাদের অনুমতি নিশ্চিত করো।

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); মুফরাদ (বোখারী)

পথেঘাটে

১০৫৬.

কেউ যদি ঘর থেকে বেরোনোর সময় বলে,
'আল্লাহর নামে বের হচ্ছি। তাঁরই ওপর ভরসা করছি।
অন্যায় থেকে বাঁচার এবং ভালো কাজ করার শক্তি
তিনিই আমাকে দিয়েছেন।' তখন আল্লাহ তাকে সঠিক পথ দেখান।
তাকে হেফাজত করেন। শয়তান তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

১০৫৭.

যখন একজন বিশ্বাসী মসজিদে বা রাস্তা দিয়ে কোনো শক্ত জিনিস
বহন করে নিয়ে যায়, তখন তাকে সতর্কতার সাথে নিতে হবে,
যাতে অন্য কারো গায়ে আঘাত না লাগে।

–*আবু মুসা আশয়ারী (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৫৮.

তোমরা যদি রাস্তায় বসে বা দাঁড়িয়ে গল্প করো তবে
রাস্তার হক আদায় করবে। রাস্তার হক হচ্ছে—
১. দৃষ্টিকে সংযত রাখা।
২. ক্ষতিকর বস্তু রাস্তা থেকে অপসারণ করা।
৩. পথিকদের সালামের জবাব ও প্রশ্নের উত্তর দেয়া।
৪. সৎ কাজে অনুপ্রাণিত করা আর অন্যায় থেকে বিরত রাখা।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৫৯.

যখন নবীজী (স) তাঁর বাহিনীসহ পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠতেন,
তখন 'আল্লাহু আকবর' বলতেন। আর যখন পাহাড় থেকে
নিচের দিকে নামতেন, তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* আবু দাউদ

মসজিদে বর্জনীয়

১০৬০.

মসজিদে অবস্থানকালে শোরগোল ও বাজারি গালগল্পে
লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* মুসলিম, আবু দাউদ

১০৬১.

মসজিদের ভেতরে থুতু ফেলা গুনাহের কাজ।
এরকম হয়ে গেলে বা দেখলে তা পরিষ্কার করবে।
নবীজী (স) এরকম দেখলে সাথে সাথে তা পরিষ্কার করে ফেলতেন।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা), আয়েশা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৬২.

কাঁচা পেঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে এসো না।
পেঁয়াজ-রসুন রান্না করে গন্ধ দূর করে খাও।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা), ওমর ইবনে খাত্তাব (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৬৩.

নামাজ পড়তে মসজিদে যাওয়ার সময় মহিলারা
কোনো সুগন্ধি ব্যবহার কোরো না।

–*জয়নব (রা);* মুসলিম, নাসাঈ

১০৬৪.

জুমআর খুতবার সময় দুই হাঁটু পেটের সাথে লাগিয়ে বসবে না।
(এভাবে বসলে সহজে তন্দ্রা চলে আসে ও মনোযোগ নষ্ট হয়)

–*মুয়াজ ইবনে আনাস (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

সমাবেশে

১০৬৫.

আমরা যখন নবীজীর (স) নিকট হাজির হতাম,
তখন আমরা সমাবেশের পেছনে যেখানে জায়গা পেতাম,
সেখানেই বসতাম (সামনে গিয়ে বসার চেষ্টা করতাম না)।

–*জাবির ইবনে সামুরাহ (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

১০৬৬.

তোমার জন্যে কোনো মজলিসে কখনো কাউকে
তার আসন ছেড়ে দিতে বলবে না।
যদি বসা ব্যক্তিরা নড়েচড়ে বসে
তোমার জন্যে জায়গা ছেড়ে দেয়, তবে আলাদা কথা।
[একবার এক মজলিসে একজন দাঁড়িয়ে
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর জন্যে আসন ছেড়ে দেয়,
কিন্তু তিনি সেখানে বসেন নি।]

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৬৭.

সমাবেশে আগে থেকে পাশাপাশি বসে থাকা
দুই ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তাদের দুদিকে সরিয়ে
মাঝখানে বসে পড়া শোভন নয়।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

১০৬৮.

কোনো সমাবেশ থেকে কোনো কারণে
কেউ উঠে যাওয়ার পর যদি সে ফেরত আসে,
তাহলে ওই স্থানে বসার ব্যাপারে
তার অগ্রাধিকার থাকবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম, আবু দাউদ

১০৬৯.

কোনো সমাবেশে অংশগ্রহণ করে যদি তুমি দেখ যে,
সেখানে অপ্রয়োজনীয় ও বাজে কথা বেশি বলা হয়েছে,
তাহলে সমাবেশ ত্যাগ করার আগে তুমি দোয়া করবে :
'হে আল্লাহ! তুমি মহাপবিত্র।
সকল প্রশংসা তোমার।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।
আমি তওবা করছি। তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।
তোমার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করছি।'
তাহলে এরকম বাজে সমাবেশে অংশগ্রহণের পাপ
মাফ করে দেয়া হবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ

শপথ-অভিশাপ

১০৭০.

কখনো কোনো সৃষ্ট জীব বা কল্পিত দেবদেবী বা বাপ-দাদা বা
পূর্বপুরুষের নামে শপথ করবে না। শপথ করতে হলে শুধু
আল্লাহর নামে শপথ করবে অথবা নীরব থাকবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৭১.

তুমি যে জিনিসের মালিক নও,
তা কাউকে দেয়ার শপথ তুমি করতে পারো না।

–*সাবিত ইবনে দাহাক (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৭২.

কেউ যদি জেনেশুনে মিথ্যা শপথ করে বলে যে,
আমি যদি সত্য বলে না থাকি তবে আমি মুসলিম নই, অমুক ধর্মের।
তা হলে আসলেই সে নিজ ধর্মচ্যুত হয়ে অন্য ধর্মের অনুসারী হয়ে গেল।

–*সাবিত ইবনে দাহাক (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৭৩.

মিথ্যা শপথ করে যদি তুমি কারো খুব সামান্য ধনসম্পত্তিও আত্মসাৎ করো,
তবে মহাবিচার দিবসে তুমি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।
বঞ্চিত হবে জান্নাত থেকে।

–*আবু উমামা আয়াস ইবনে সালাবা (রা);* মুসলিম

১০৭৪.

পারিবারিক কোনো বিষয়ে শপথ করে
পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলা গুরুতর পাপ।
এর চেয়ে নিয়মমতো কাফফারা দিয়ে শপথভঙ্গ করা উত্তম।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৭৫.

তুমি কোনো শপথ করার পর যদি সেটার কোনো
ভালো বিকল্পের সন্ধান পাও, তবে ভালো বিকল্প গ্রহণ করবে।
পরে শপথভঙ্গের কাফফারা আদায় করবে।
কাফফারা হচ্ছে : একজন দাসমুক্তি বা ১০ জন গরিবকে
দুই বেলা খাবার বা পোশাক দান করা।
যদি এর কোনোটিই করার সামর্থ্য না থাকে,
তবে তিন দিন রোজা রাখবে।

–আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা); বোখারী, মুসলিম

১০৭৬.

কাউকে অভিশাপ দেয়া একজন বিশ্বাসীর জন্যে অত্যন্ত অশোভন।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); মুফরাদ, তিরমিজী

১০৭৭.

কোনো বিশ্বাসীকে লানত বা অভিশাপ দেয়া
তাকে খুন করার সমান অপরাধ।

–সাবিত ইবনে দাহাক (রা); বোখারী, মুসলিম

১০৭৮.

অতিরিক্ত অভিসম্পাতকারীরা মহাবিচার দিবসে
সুপারিশকারী বা সাক্ষী হতে পারবে না।

–আবু দারদা (রা); মুসলিম, ইবনে হিব্বান, আহমদ

১০৭৯.

যখন কেউ কাউকে বা কোনোকিছুকে অভিশাপ দেয়,
তখন অভিশাপ যাকে দেয়া হলো,
সে তা পাওয়ার জন্যে যথার্থ বলে বিবেচিত না হলে
তা অভিশাপদাতার ওপরই আপতিত হয়।
(বুমেরাং-এর মতো ফিরে আসে।)

–আবু দারদা (রা); আবু দাউদ

১০৮০.

মজলুমের অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ো না।
মজলুমের প্রার্থনা সরাসরি আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়।
আর আল্লাহ কারো ওপর অত্যাচার অনুমোদন করেন না।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); মেশকাত

১০৮১.

তোমরা অন্যকে 'হে কাফের!' বলে সম্বোধন কোরো না।
কারণ সে কাফের (সত্য অস্বীকারকারী) না হলে
এই সম্বোধন ও পরিণতি তোমার ওপর বর্তাবে।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); বোখারী, মুসলিম

১০৮২.

বাতাস আল্লাহর একটি রহমত। বাতাস কখনো কল্যাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে
আসে, কখনো তা শাস্তির কারণ হয়। তোমরা বাতাসকে গালি দিও না।
প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে দেখলে এ থেকে কল্যাণ পাওয়ার জন্যে
তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো এবং
এর অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহর আশ্রয় চাও।

–আবু হুরায়রা (রা); আবু দাউদ

১০৮৩.

কখনো নিজেকে, নিজের সন্তানকে বা নিজের সম্পদকে
অভিশাপ দেবে না বা এ সম্পর্কে বদদোয়া করবে না।
এমন হতে পারে—যখন তুমি বদদোয়া করছ,
সে সময়টা আল্লাহর কাছে দোয়া কবুলের সময়।
আর তখন তোমার এই অভিশাপ বা বদদোয়া কবুল হয়ে যেতে পারে।

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); মুসলিম

সফর

১০৮৪.

নবীজী (স) সফরে যাওয়ার জন্যে বাহনে আরোহণ করার পর
তিন বার তাকবির (আল্লাহ মহান! আল্লাহ মহান! আল্লাহ মহান!) বলতেন।
তারপর দোয়া করতেন : 'সকল মহিমা আল্লাহর,
যিনি এই বাহনকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন।
তাঁর সাহায্য ছাড়া আমরা একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না।
আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে।
হে আল্লাহ! আমরা এই সফরকালে যেন
নেকি অর্জন করতে পারি, ধর্মপরায়ণ ও সৎকর্মশীল থাকতে পারি।
এমন কাজ যেন করতে পারি, যা তুমি পছন্দ করবে।
হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে এ সফরকে তুমি আরামদায়ক করে দাও,
আমরা যেন সহজেই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারি। এই সফরে তুমিই
আমাদের রক্ষক আর পেছনে রেখে যাওয়া পরিবার-পরিজনের অভিভাবক।
হে আল্লাহ! সফরের কষ্ট ও বিপদ-আপদ থেকে এবং
সফর থেকে ফিরে এসে পরিবারে কোনো বিপর্যয় কিংবা সম্পদের কোনো
ক্ষয়ক্ষতি দেখা থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'
আর সফর থেকে ফিরেও তিনি একই দোয়া পড়ার পর
এর সাথে আরো বলতেন : 'আমরা নিরাপদে ফিরে এসেছি।
আমরা তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, তাঁরই ইবাদত করছি, তাঁরই প্রশংসা করছি।'

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* মুসলিম, আবু দাউদ

১০৮৫.

সফরের সময় নবীজীর (স) দোয়া : 'হে আল্লাহ! সফরের কষ্ট ও
প্রতিকূলতা থেকে, বিপন্ন অবস্থায় ফেরত আসা থেকে,
লাভ করার পর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে, মজলুমের অভিশাপ থেকে,
পরিবার ও সম্পদের অপ্রীতিকর ও বীভৎস অবস্থা দেখা থেকে
আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি।'

–*আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা);* মুসলিম, তিরমিজী

১০৮৬.

কোনো ব্যক্তি কোথাও যাত্রাবিরতি করার পর যখন প্রার্থনা করে :
'হে আল্লাহ! তোমার সৃষ্টির সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে
আমি তোমার কালামের ওসিলায় তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি'—
সে ব্যক্তি সে স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত
সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে।

–*খাওলা বিনতে হাকেম (রা);* মুসলিম, ইবনে মাজাহ

১০৮৭.

নবীজী (স) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্যে সকালকে
বরকতময় করে দাও'। তিনি যখনই কোনো অভিযানে
সাহাবীদের পাঠাতেন, সকালবেলায় তারা রওনা দিতেন।

–*সাখর ইবনে ওয়াদাহা (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

১০৮৮.

রাতে একা সফর করার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আমি যা জানি
তা যদি অন্যেরা জানত, তবে কেউই রাতে একা যাত্রা করত না।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী

১০৮৯.

নবীজী (স) বৃহস্পতিবার সফর বা অভিযানে বের হওয়া পছন্দ করতেন।

–*কাব ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

১০৯০.

সফর কষ্টকর। সফর পানাহার ও ঘুমের স্বাভাবিক ধারায় বিঘ্ন ঘটায়।
কাজেই সফরের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পর দ্রুত
পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসা উচিত।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

কারফাসা/ বঙ্গাসন

১০৯১.

নবীজী (স) প্রায়শই কারফাসা ভঙ্গিতে (বঙ্গাসনে) বসতেন।

–আবু উমামা (রা); তাবারানী

১০৯২.

আমি রসুলকে (স) কারফাসা ভঙ্গিতে (বঙ্গাসনে) বসে
খেজুর খেতে দেখেছি।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); মুসলিম

১০৯৩.

আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে
কারফাসা ভঙ্গিতে (বঙ্গাসনে) বসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।
তিনি বললেন, এটা সুন্নত।
আমরা বললাম, আমাদের মনে হয় এভাবে বসাটা কষ্টকর।
তিনি বললেন, 'কখনো নয়!
বরং এটা আমাদের রসুলের (স) সুন্নত।'

–তাওয়াস (র); তিরমিজী

রোগ নিরাময়

১০৯৪.

আল্লাহ্ প্রতিটি রোগের নিরাময় পাঠিয়েছেন।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী

১০৯৫.

বিশ্বাস বা ঈমানের পর তোমার প্রতি
স্রষ্টার সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা।

–আবু বকর সিদ্দীক (রা); আহমদ

১০৯৬.

তোমার ওপর তোমার শরীরের হক রয়েছে।
অতএব শরীরের হক ঠিকভাবে আদায় করো।

–আবু জুহাইফা (রা); বোখারী

১০৯৭.

মানুষ (সাধারণভাবে) আল্লাহ প্রদত্ত দুটি নেয়ামত—
স্বাস্থ্য ও সম্পদের (সময় ও অর্থের সবচেয়ে বেশি) অপচয় করে।
ফলে যতটা ইবাদত করা উচিত ছিল, তা করতে সে ব্যর্থ হয়।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); বোখারী

১০৯৮.

যখন আল্লাহ কোনো বিশ্বাসীকে দৈহিক রোগ-ব্যাধি দেন,
সুস্থ অবস্থায় সে যে কাজ বা আমল করত,
অসুস্থতার পুরো সময়টাতে তার আমলনামায়
সে নেকিগুলোই লেখা হতে থাকবে। আল্লাহ তাকে নিরাময় করলে
তিনি তাকে সকল গুনাহ থেকে মুক্ত করে দেন।
আর যদি মৃত্যু দান করেন, তবে তাকে ক্ষমা করে দেন।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); বোখারী, হাকেম

১০৯৯.

যখন কোনো বিশ্বাসী বিপদ-আপদ, রোগশোক, দুঃখকষ্ট,
দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা-বেদনা, আঘাত-দুর্ঘটনা, দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়,
তখন আল্লাহ এগুলোকে তার গুনাহর কাফফারা করে দেন।
(যদি সে ধৈর্য ধরে।)

–আবু সাঈদ (রা), আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম, আহমদ, মুফরাদ

১১০০.

আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ! আমি যখন তোমার সবচেয়ে প্রিয়
দুটি জিনিস (দু-চোখ) তোমার কাছ থেকে নিয়ে নিই
আর দৃষ্টিশক্তি হারানোর পরও তুমি যখন ধৈর্যশীল থাকো,
তখন আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব জান্নাত দিয়ে।'

–আবু উমামা (রা), আনাস (রা); মুফরাদ

১১০১.

মান্না বা মাশরুমের পানি চোখের রোগ নিরাময়ে সহায়ক।

–সাঈদ ইবনে জায়েদ (রা); বোখারী, মুসলিম

১১০২.

মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের নিরাময় কালোজিরায় আছে।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী, ইবনে মাজাহ

১১০৩.

জ্বর জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের খুবই নগণ্য একটা নমুনা।
তোমরা পানি দিয়ে তা ঠান্ডা করো।

–আয়েশা (রা); বোখারী, মুসলিম

১১০৪.

তোমরা জ্বরকে গালি দিও না। কামারের হাপর যেভাবে
লোহার মরিচা পরিষ্কার করে, তেমনি জ্বর তোমাকে গুনাহমুক্ত করে।

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); মুসলিম, ইবনে হিব্বান

রোগী দেখতে যাওয়া

১১০৫.

রোগীদের দেখতে যাও এবং শবযাত্রায় অংশ নাও।
তাহলে আখেরাতের কথা বেশি বেশি মনে পড়বে।

—*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* বোখারী, ইবনে হিব্বান

১১০৬.

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যখন কেউ আপন ভাই বা কোনো
অসুস্থ মানুষকে দেখতে যায়, তখন একজন ঘোষক তাকে বলে,
'তুমি আনন্দিত হও, তোমার যাত্রা শুভ হোক,
জান্নাতে তোমার মর্যাদা সুউচ্চ হোক'।

—*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, আহমদ

১১০৭.

কেউ যখন কোনো অসুস্থ মানুষকে দেখতে যায়,
তখন সে আল্লাহর রহমতের ছায়ায় প্রবেশ করে।
যতক্ষণ পর্যন্ত সে রোগীর সাথে থাকে,
ততক্ষণ পর্যন্ত সে রহমত দ্বারা পুরস্কৃত হতে থাকে।

—*আলী ইবনে আবু তালিব (রা);* ইবনে মাজাহ

১১০৮.

রোগীকে দেখতে গিয়ে নবীজী (স) বললেন—
'ইনশাল্লাহ! তুমি গুনাহমুক্ত হবে, সুস্থ হবে।'

—*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* বোখারী

১১০৯.

যখন তুমি কোনো পীড়িতকে দেখতে যাও, তখন তাকে সান্ত্বনা দাও
এবং বলো—'তুমি সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হবে।'

—*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* মেশকাত

১১১০.

রোগীকে দেখতে গেলে তার পাশে বসবে।
মৃদু স্বরে কথা বলবে।
সেখানে উপস্থিত কারো সাথে কোনো বিষয়ে
তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়বে না।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* মেশকাত

১১১১.

রোগীকে দেখতে গিয়ে সেখানে বেশিক্ষণ বসে থাকবে না।
(কারো উপস্থিতি যদি রোগী বেশি পছন্দ করে তবে ভিন্ন কথা।)

–*সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র);* মেশকাত

১১১২.

যখন তোমরা কোনো রোগীর কাছে যাবে, তখন ভালো কথা,
ইতিবাচক কথা বলবে (নেতিবাচক কথা বলবে না)।
কারণ তোমরা তখন যা বলো,
ফেরেশতারা তার সাথেই ‘আমিন’ বলেন।

–*উম্মে সালামা (রা);* মুসলিম, মেশকাত

স্নেহ-মমতা-সম্মান

১১১৩.

একজন বৃদ্ধ বিশ্বাসীকে সম্মান করা,
কোরআনের জ্ঞানের ধারকবাহক ও অনুসরণকারীকে সম্মান করার
মধ্য দিয়ে আসলে আল্লাহর মহিমাকেই সম্মান করা হয়।

–*আবু মুসা আশয়ারী (রা);* আবু দাউদ

১১১৪.

যে ছোটদের স্নেহ করে না আর যে বড়দের সম্মান করে না,
সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

–আবদুল্লাহ ইবনে *আমর (রা);* আবু দাউদ, তিরমিজী

১১১৫.

নবীজী (স) তাঁর পুত্র ইব্রাহিমের কাছে যখন গেলেন,
তখন ইব্রাহিম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিলেন।
নবীজীর (স) চোখে অশ্রুধারা নেমে এলো।
তা দেখে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বলে উঠলেন,
হে আল্লাহর রসুল! আপনিও কাঁদছেন?
নবীজী (স) বললেন, 'এটা হচ্ছে মমতা, হৃদয়ের কোমলতা।'
এই বলে আবার কাঁদতে শুরু করলেন।
তারপর বললেন, চোখ থেকে অশ্রুর ধারা নামে,
হৃদয় শোকে ভেঙে পড়ে, কিন্তু আমরা মুখে এমন কথা বলি
যাতে আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হন।
আর হে ইব্রাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকার্ত।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

প্রাণীর সাথে আচরণ

১১১৬.

প্রত্যেক প্রাণীর সাথে ভালো ব্যবহার করা সাদাকা বা দান।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১১১৭.

কেউ যে-কোনো পশুপাখি বা প্রাণীর উপকার করলে
তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, আবু দাউদ

১১১৮.

কোনো প্রাণীর মুখে আঘাত করবে না বা দাগ দেবে না।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম, তিরমিজী, মুফরাদ

১১১৯.

এক অভিযানে আমরা কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি করলাম। নবীজী (স)
প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার প্রয়োজনে একটু আড়ালে গেলেন।
আমরা দুই বাচ্চাসহ একটি লাল পাখিকে দেখতে পেলাম।
আমরা পাখির ছানা দুটি ধরে নিয়ে এলাম। মা পাখিটি আমাদের
সামনে এসে মাটির সাথে পেট লাগিয়ে ডানা ঝাপটাতে লাগল।
এরই মধ্যে নবীজী (স) এসে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন,
কে পাখির ছানা ধরে এনে একে কষ্ট দিচ্ছে?
যাও, ছানা দুটোকে পাখির বাসায় রেখে আসো।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* আবু দাউদ

১১২০.

তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কারণ মোরগ নামাজের জন্যে
ভোরে তোমাকে জাগিয়ে দেয়।

–*জায়েদ ইবনে খালেদ (রা);* আবু দাউদ

১১২১.

কখনো প্রাণীর লড়াইয়ের (ষাঁড়, মোরগ ইত্যাদি)
আয়োজন করবে না বা এতে অংশগ্রহণ করবে না।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

১১২২.

কোনো জীবিত প্রাণীকে চাঁদমারির অর্থাৎ গুলি ছোড়া বা
তীর নিক্ষেপ করার লক্ষ্যবস্তু বানাবে না।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); বোখারী, মুসলিম

১১২৩.

শিকার বা গবাদি পশু পাহারার উদ্দেশ্য ছাড়া
যে শুধু শখ করে কুকুর পোষে,
তার ভালো কাজের নেকি থেকে প্রতিদিন
দুই কিরাত পরিমাণ নেকি কমে যায়।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

১১২৪.

এক মহিলা একটি বিড়ালকে খাবার ও পানি না দিয়ে বেঁধে রেখেছিল।
ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে বিড়ালটি ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়।
নবীজী (স) বলেন, শাস্তি হিসেবে মহিলার জন্যে বরাদ্দ হয় জাহান্নাম।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); বোখারী, মুসলিম

১১২৫.

একদিন পথিমধ্যে একটি ক্ষুধার্ত উট দেখে
নবীজী (স) বললেন, নির্বাক প্রাণীগুলোর ব্যাপারে
তোমরা আল্লাহর বিরাগভাজন হওয়াকে ভয় করো।
ওরা সুস্থ সবল থাকলে ওদের ওপর আরোহণ করবে।
অসুস্থ দুর্বল হলে ওদের যথাযথ যত্ন নেবে।

–সহল ইবনে হানযালিয়া (রা); আবু দাউদ

অশুভ লক্ষণ

১১২৬.

অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই। তবে আমি 'ফাল' পছন্দ করি।
'ফাল' হচ্ছে ভালো কথা। ভালো কথা আমাকে পুলকিত করে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

১১২৭.

অশুভ লক্ষণ বলে কোনোকিছু একজন বিশ্বাসীকে তার নির্ধারিত
দায়িত্ব পালন বা কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারে না।
কখনো খারাপ কিছু দেখলে দোয়া করবে :
'হে আল্লাহ! তুমিই সকল কল্যাণের উৎস।
তুমিই সকল অকল্যাণ দূর করতে পারো।
সকল অকল্যাণ দূর করে কল্যাণে সব পরিপূর্ণ করার শক্তি ও ক্ষমতা
শুধু তোমারই আছে (তুমি কল্যাণের পথ সহজ করে দাও)।'

–*উরওয়াহ ইবনে আমির (রা);* আবু দাউদ

১১২৮.

যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে হারানো জিনিস
সম্পর্কে জানতে চাইল এবং গণকের কথা বিশ্বাস করল,
৪০ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবে না।

–*সাফিয়া বিনতে আবু ওবায়েদ (রা);* মুসলিম

১১২৯.

রেখা টেনে বা পাখি তাড়িয়ে শুভাশুভ নিরূপণ হচ্ছে শয়তানি চর্চা।

–*কাবিশা ইবনে মুখারিক (রা);* আবু দাউদ

ধর্মাচার

হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকা
সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

–নবীজী (স)

হালাল-হারাম

১১৩০.

আমার কাছে ইবাদতের চেয়েও প্রিয় হচ্ছে সত্যজ্ঞান।
আর তোমাদের জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন
হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকা।

–সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা); হাকেম

১১৩১.

হারাম খাদ্যপুষ্ট দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
হারাম খাদ্যে গঠিত দেহ জাহান্নামের আগুনের জন্যে উত্তম।

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); আহমদ, বায়হাকি

১১৩২.

কারো আয়ের বা উপার্জনের একটা অংশও অবৈধ হলে
তার নামাজ কবুল হবে না।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); আহমদ

১১৩৩.

অবৈধ আয় থেকে যদি কেউ দান করে,
আল্লাহ সেই দান কবুল করেন না।
এই আয়ে কোনো বরকতও দেন না।
যার উপার্জন পুরোটাই হারাম, তার নিবাস হবে জাহান্নাম।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); আহমদ

১১৩৪.

নবীজী (স) ডান হাতে এক টুকরা সিল্ক ও বাম হাতে
এক টুকরা সোনা নিয়ে বললেন, আমার পুরুষ উম্মতের জন্যে
এ দুটি জিনিস হারাম। তবে মহিলাদের জন্যে হালাল।

–আলী ইবনে আবু তালিব (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

১১৩৫.

কোনো পশু জবেহ করার সময় যদি আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যাও, তবে (খাওয়ার আগে) আল্লাহর নাম নাও এবং খাও।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* দারাকুতনি, আশকালানী

১১৩৬.

কিছু কিছু মানুষ আমাদের নিকট মাংস নিয়ে আসে। কিন্তু আমরা জানি না ওরা এই প্রাণী জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়েছিল কিনা। আমরা কী করব? নবীজী (স) বললেন, 'তোমরা বিসমিল্লাহ বলে নাও এবং খাও।'

–*আয়েশা (রা);* বোখারী, আশকালানী

১১৩৭.

কুকুর বিক্রিলব্ধ টাকা থেকে খাওয়া তোমাদের জন্যে হারাম।

–*আবু মাসউদ (রা);* বোখারী, মুসলিম

১১৩৮.

পতিতার উপার্জন থেকে খাওয়া তোমাদের জন্যে হারাম।

–*আবু মাসউদ (রা);* বোখারী, মুসলিম

সংশয় বা সন্দেহপূর্ণ কাজ

১১৩৯.

যা হালাল বা বৈধ, তা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট।
যা হারাম বা অবৈধ, তা-ও তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট।
আর এ দুইয়ের মাঝে কিছু বিষয় আছে অস্পষ্ট, সংশয়পূর্ণ, সন্দেহজনক
(যা সুস্পষ্টভাবে হালালও নয়, আবার সুস্পষ্টভাবে হারামও নয়)—
এ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষেরই কোনো জ্ঞান নেই।
যে এই সন্দেহজনক বিষয়গুলো এড়িয়ে চলে (সে বুদ্ধিমান),
তার বিশ্বাস ও মর্যাদা সুরক্ষিত থাকে।
কিন্তু যে (বোকামি করে) সন্দেহজনক বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে,
শেষ পর্যন্ত সে আসলে হারাম বা অবৈধ কাজেই ডুবে যায়।
অতএব সংশয়পূর্ণ বিষয়ে সতর্ক থেকো।

–*নোমান ইবনে বশীর (রা);* বোখারী, মুসলিম

১১৪০.

কোনোকিছু নিয়ে সন্দেহ হলে তা থেকে বিরত থাকো।
যা সন্দেহমুক্ত তা গ্রহণ করো।
সত্য ও সঠিক কাজ অন্তরে শান্তি আনে।
আর সংশয় বা সন্দেহযুক্ত কাজ অন্তরে অস্থিরতা ও অশান্তি সৃষ্টি করে।

–*হাসান ইবনে আলী (রা);* তিরমিজী

ওজু

১১৪১.

মহাবিচার দিবসে আমার উম্মতদের ডাকা হবে
'গুররান মুহাজ্জলিন' বা শুভ্র সমুজ্জ্বল চেহারার অধিকারী হিসেবে।
এই ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হবে ওজুর কারণে। অতএব যারা তাদের চেহারার
ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে চাও, তারা নিয়মিত পরিপূর্ণ ওজু করো।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১১৪২.

আমি একরাতে নবীজীর (স) সাথে হাঁটছিলাম।
একসময় তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে আসার পর ওজু করলেন।
আমি পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। তিনি মুখমণ্ডল ও দুহাত ধুলেন।
মাথা মাসেহ করলেন। তাঁর পায়ে মোজা পরা ছিল। আমি মোজা খুলে দিতে
গেলে তিনি বললেন, আমি মোজা দুটি পবিত্র অবস্থায় পায়ে দিয়েছি।
খোলার প্রয়োজন নেই। তিনি উভয় মোজার ওপর দিয়ে মাসেহ করলেন।

–*মুগীরা ইবনে শুবা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১১৪৩.

একজন বিশ্বাসী ওজু করার সময় যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে,
তখন তার চোখ দিয়ে করা সকল গুনাহ পানির সাথে ভেসে চলে যায়।
যখন সে হাত ধৌত করে, তখন তার হাত দিয়ে করা সকল গুনাহ
পানির সাথে ভেসে যায়। যখন সে পা ধৌত করে, তখন পা দিয়ে করা
সকল গুনাহ ভেসে যায়। ওজুর মধ্য দিয়ে সে সকল
সগিরা গুনাহ (ছোট ছোট পাপ) থেকে মুক্ত হয়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

১১৪৪.

যে সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ ওজু করে, তার দেহ
এমনকি নখের ভেতর থেকেও পাপ পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে যায়।

–*উসমান ইবনে আফফান (রা);* মুসলিম

আজান

১১৪৫.

যেখানেই থাকো উচ্চস্বরে আজান দাও।
আজানদাতার সুউচ্চ ও মিষ্টি স্বর যারাই শুনবে,
মহাবিচার দিবসে তারাই তার জন্যে সাক্ষ্য দেবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (রা);* বোখারী

১১৪৬.

যখন তুমি আজান শোনো, তখন মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে
আজানের পুনরাবৃত্তি করো। আজান শেষে আমার ওপর দরুদ পড়ো।
আমার ওপর একবার দরুদ পড়লে
আল্লাহ তার ওপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করেন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* মুসলিম

১১৪৭.

আজান শোনার পর প্রার্থনা করো :
‘হে আল্লাহ! এই আজান ও নামাজের তুমিই প্রভু।
মুহাম্মদ (স)-কে ওসিলা, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিশ্রুত সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থান
দান করো।’ যে এই প্রার্থনা করবে, মহাবিচার দিবসে
তার সুপারিশ করা আমার জন্যে ওয়াজিব হয়ে যাবে।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* বোখারী

নামাজ

১১৪৮.

নামাজ হচ্ছে বিশ্বাসীর সাথে শরিককারী ও
সত্য অস্বীকারকারীর মধ্যে বিভাজন রেখা।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম

১১৪৯.

একজন বিশ্বাসী ও মুনাফেকের মধ্যেও বিভাজন রেখা হচ্ছে নামাজ।
যে নামাজ ত্যাগ করল, সে কুফরী করল।

–*বুরাইদা (রা);* তিরমিজী

১১৫০.

নবীজী (স) বললেন : তোমরা একটু ভেবে বলো,
তোমাদের ঘরের পাশ দিয়ে প্রবহমান ঝর্নাধারায় যদি দিনে পাঁচ বার
গোসল করো, তবে তোমাদের শরীরে কি কোনো ময়লা থাকবে?
সাহাবীরা বললেন, না, ময়লা থাকবে না। নবীজী (স) তখন বললেন,
দিনে পাঁচ বার ফরজ নামাজের বৈশিষ্ট্যও এই একইরকম।
আল্লাহ এই নামাজের মাধ্যমে একইভাবে নামাজীকে গুনাহমুক্ত করেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১১৫১.

দেহ-মনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, একাগ্রচিত্তের নামাজ এবং ধৈর্যের সাথে
আল্লাহর ইবাদত—আল্লাহর পথে জেহাদ করার মতোই সওয়াবের কাজ।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

১১৫২.

অন্যায় ও দুষ্কর্ম থেকে নিজেকে বিরত না রাখলে
আল্লাহর সাথে নামাজীর দূরত্ব বাড়তে থাকে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* ইবনে মাজাহ

১১৫৩.

নামাজ জান্নাতের চাবি।

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); আহমদ, মেশকাত

১১৫৪.

একাগ্রচিত্ততা (হুদরিল ক্বালব) ছাড়া নামাজ আল্লাহ গ্রহণ করেন না।

–আল ফজল ইবনে আব্বাস (রা); তিরমিজী

১১৫৫.

ইহসান (সবচেয়ে ভালোভাবে নামাজ পড়া) হলো,
তুমি এমনভাবে নামাজ পড়ো (ইবাদত করো), যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ।
কারণ তুমি যদি দেখতে না-ও পাও, নিশ্চিতই তিনি তোমাকে দেখছেন।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী

১১৫৬.

মহাবিচার দিবসে প্রথমেই হিসাব নেয়া হবে নামাজের।
নামাজ ঠিক থাকলে সে সফলকাম বলে গণ্য হবে।
এখানে হিসাব না মিললে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হবে।
ফরজ নামাজে যদি কোনো ঘাটতি থাকে,
তবে খোঁজ নেয়া হবে নফল নামাজ আছে কিনা।
নফল থাকলে তা দিয়ে ফরজের হিসাব মেলানোর সুযোগ দয়াময় দেবেন।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী

১১৫৭.

আল্লাহর নিকট প্রিয় কাজ হচ্ছে—
১. যথাসময়ে নামাজ আদায় করা।
২. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।
৩. আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা
(অর্থাৎ সত্য অনুসরণে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো)।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); বোখারী, মুসলিম

১১৫৮.

লোক-দেখানোর জন্যে নামাজ পড়া শিরক।
লোক-দেখানোর জন্যে রোজা রাখা শিরক।
লোক-দেখানোর জন্যে দান করা শিরক।

–*শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা);* আহমদ

১১৫৯.

নামাজের জন্যে যখন আজান দেয়া হয়,
তখন আজানের শব্দ শোনার সাথে সাথে শয়তান পালাতে থাকে।
আজান শেষ হলে সে ফিরে আসে। নামাজের একামত দেয়ার সময়
সে আবার পালিয়ে যায়। একামত শেষে সে ফিরে আসে এবং
মনে চিন্তার বেড়াজাল সৃষ্টি করে। যা নিয়ে (এতক্ষণ) নামাজী ভাবে নি—
এমন জিনিসের ভাবনাও মুহূর্তে মুহূর্তে নিয়ে আসে।
আর এই ভাবনার আবর্তে ডুবে গিয়ে
একসময় সে ভুলেই যায় যে, সে কত রাকাত নামাজ পড়েছে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১১৬০.

প্রাণবন্ত ও উৎফুল্ল অবস্থায় নামাজ আদায় করো।
ঝিমুনি বা ক্লান্তি এলে সতেজ অনুভূতি না আসা পর্যন্ত ঘুমাও।
কারণ ঝিমানো বা ক্লান্ত অবস্থায় নামাজ
কখনো প্রয়োজনীয় মনোযোগ পায় না।
ঝিমাতে ঝিমাতে সে হয়তো আল্লাহর ক্ষমাপ্রার্থনার পরিবর্তে
বিরক্তিতে নিজেকেই অভিশাপ দিয়ে ফেলে!

–*আয়েশা (রা), আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

১১৬১.

মসজিদে ফরজ নামাজ পড়ে ঘরের জন্যে কিছু
নফল (ও সুন্নত) নামাজ রেখে দাও। ঘরে এই নফল ও সুন্নত নামাজ
পড়লে তোমার ঘরের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম

১১৬২.

তোমরা তোমাদের নফল (ও সুন্নত) নামাজ ঘরে পড়ো।
ফরজ নামাজ ছাড়া সকল নামাজ ঘরে পড়াই উত্তম।

–*জায়েদ ইবনে সাবিত (রা);* বোখারী, মুসলিম

১১৬৩.

নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত জায়নামাজে বসে থাকবে, তোমার ওজু না ভাঙা পর্যন্ত ফেরেশতারা তোমার জন্যে দোয়া করতে থাকবে : 'হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা করো। ওর ওপর রহমত বর্ষণ করো।'

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

১১৬৪.

সবচেয়ে উত্তম নামাজ হচ্ছে, যে নামাজে নামাজী কিয়াম দীর্ঘায়িত করে।
(অর্থাৎ দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে সূরায় মনোযোগ দেয়)।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম

১১৬৫.

দীর্ঘ নামাজ ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ একজন মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা প্রকাশ করে।
তাই একক নামাজকে দীর্ঘায়িত করো আর ভাষণকে সংক্ষিপ্ত করো।

–*আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা);* মুসলিম

১১৬৬.

তোমরা নামাজে রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম' বলে
প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। আর সেজদায় আল্লাহর কাছে
আন্তরিক প্রার্থনায় ডুবে যাও। তোমার দোয়া কবুল হবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* মুসলিম

১১৬৭.

সেজদার সময় বান্দা তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়।
তাই সেজদায় তোমার প্রার্থনায় ডুবে যাও।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

১১৬৮.

নবীজী (স) আমার হাত ধরে বলেন, প্রত্যেক নামাজের পর প্রার্থনা করতে ভুলো না—'হে আল্লাহ! সুন্দরভাবে তোমার জিকির করতে, তোমার শোকরগোজার হতে, তোমার ইবাদত করতে তুমি আমাকে সাহায্য করো।'

–*মুয়াজ ইবনে জাবল (রা);* আবু দাউদ, নাসাঈ

১১৬৯.

সন্তানের বয়স সাত হলেই তাকে নামাজে উদ্বুদ্ধ করো। (ধীরে ধীরে দৃঢ়তার সাথে উদ্বুদ্ধ করে তার মধ্যে নামাজের অভ্যাস গড়ে তোলো।) ১০ বছর বয়সে নামাজে গাফেলতি করলে শাস্তির ব্যবস্থা করো।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* আবু দাউদ

১১৭০.

তহবন্দ (পাজামা, প্যান্ট) টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে নামাজে দাঁড়াবে না। আল্লাহ এমন লোকের নামাজ কবুল করেন না।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ

১১৭১.

খাবার পরিবেশন করা হয়েছে আর অন্যদিকে নামাজের একামত দেয়া হচ্ছে—এমন হলে আগে খেয়ে নেবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* আহমদ

১১৭২.

পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে কখনো নামাজ পড়বে না। মলমূত্র ত্যাগ করে হালকা হয়ে নামাজ পড়বে।

–*সাওবান (রা);* ইবনে মাজাহ

১১৭৩.

নামাজের মধ্যে ওপরে, ডানে-বামে এদিক-সেদিক তাকাবে না। নামাজের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকানো গুরুতর অনিয়ম।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, তিরমিজী

১১৭৪.

সবচেয়ে বড় চোর হচ্ছে যারা নামাজ থেকে চুরি করে।
নবীজী (স) ব্যাখ্যা করে বললেন,
ঠিকমতো রুকু সেজদা না দেয়াই হচ্ছে নামাজ থেকে চুরি করা।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফল (রা);* তাবারানী

১১৭৫.

কবিরা গুনাহ (মহাপাপ) থেকে নিজেকে মুক্ত রাখলে
এবং নিয়মিত যথাসময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলে
আল্লাহ বান্দার সকল সগিরা গুনাহ (ছোট ছোট পাপ) মাফ করে দেবেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

১১৭৬.

একাগ্রচিত্তে সঠিক সময়ে নিয়মিত ফজরের নামাজ পড়ো।
আল্লাহ তোমার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। অতএব, হে মানুষ! সচেতন হও।

–*জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম

১১৭৭.

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে নিয়মিত ফজর ও আসরের নামাজ আদায় করবে,
সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

–*আবু মুসা আশয়ারী (রা);* বোখারী, মুসলিম

১১৭৮.

নবীজী (স) আমাকে তিনটি অসিয়ত করেছেন—
১. রমজান মাস ছাড়া প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখা।
২. সূর্যোদয়ের পর দুই রাকাত চাশতের নামাজ পড়া।
৩. বিতর নামাজ পড়ে ঘুমাতে যাওয়া।

–*আবু দারদা (রা);* মুসলিম

জামাতে নামাজ

১১৭৯.

জামাতে নামাজ পড়া একা নামাজ পড়ার চেয়ে ২৭ গুণ বেশি সওয়াবের।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); বোখারী, মুসলিম

১১৮০.

নবীজী (স) হেদায়েতের সঠিক প্রক্রিয়া শিখিয়েছেন।
হেদায়েতের একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে, মসজিদে গিয়ে
জামাতের সাথে নামাজ পড়া।

–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); মুসলিম

১১৮১.

কোনো জনপদে যদি তিন জন লোকও থাকে এবং তারা যদি
সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নামাজ না পড়ে, তবে শয়তান তাদের ওপর সওয়ার হয়।
কাজেই জামাতের সাথে নামাজ পড়া তোমাদের জন্যে অত্যাবশ্যক।
দলচ্যুত ভেড়াই নেকড়ের শিকার হয়।

–আবু দারদা (রা); আবু দাউদ

১১৮২.

যখন তোমরা কাউকে নিয়মিত মসজিদে আসতে দেখো,
তখন তার বিশ্বাসের সাক্ষী হও।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা); তিরমিজী

১১৮৩.

সকাল বা সন্ধ্যায় একজন মানুষ যখন
নামাজ পড়ার জন্যে মসজিদে যায়,
তখন তার প্রতিটি যাত্রার জন্যে আল্লাহ জান্নাতে
মেহমানদারির আয়োজন সম্পন্ন করেন।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

১১৮৪.

মানুষ যদি জানত—আজান দেয়া ও জামাতে প্রথম কাতারে
থাকার মধ্যে কী পরিমাণ নেকি ও মর্যাদা রয়েছে,
তাহলে প্রয়োজনে তারা প্রতিযোগিতা করে আজান দেয়া ও জামাতে
প্রথম কাতারে থাকা নিশ্চিত করত। আর নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদে
আগে আসার নেকি ও মর্যাদা কত তা যদি সে জানত,
তাহলে আগে সময়মতো আসার জন্যে তারা প্রতিযোগিতা করত।

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

১১৮৫.

জামাতে নামাজে অংশ নেয়ার জন্যে তুমি যতক্ষণ অপেক্ষা করবে,
তোমার অপেক্ষার পুরো সময়টাই তুমি নামাজরত বলে গণ্য হবে।

–সহল আসসাঈদী (রা), আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ

১১৮৬.

নামাজের একামত হওয়ার পর
জামাতে শামিল হওয়ার জন্যে দৌড়াদৌড়ি কোরো না।
শান্তভাবে স্বাভাবিক গতিতে আসো।
যতদূর পাও জামাতে আদায় করো।
বাকি অংশ একা পড়ো।

–আবু মাসউদ (রা), আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

১১৮৭.

জামাতে নামাজের একামত দিলে আগের ফরজ নামাজ ছাড়া
অন্য কোনো নামাজ পড়া যাবে না।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

১১৮৮.

নামাজ পড়া ও সফর ছাড়া রাত জেগে গল্প বা আড্ডা দিও না।
(কারণ এতে ফজরের নামাজ কাযা হয়ে যেতে পারে)

–জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); তিরমিজী, মুফরাদ (বোখারী)

১১৮৯.

তোমরা কেউই ধর্মের ব্যাপারে (বাড়াবাড়ি করে) মানুষকে কষ্ট দিও না—
মানুষকে ধর্মবিদ্বেষী করে তুলো না।
যখনই তোমরা কেউ ইমামতি করবে, নামাজ সংক্ষিপ্ত করবে।
কারণ জামাতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বালক বৃদ্ধ দুর্বল ও
জরুরি কাজ ফেলে আসা মানুষও থাকতে পারে।
যখন একা নামাজ পড়বে তখন দীর্ঘসময় নিতে পারো।

—*আবু হুরায়রা (রা), আবু মাসউদ (রা);* বোখারী, মুসলিম

১১৯০.

মুনাফেকদের কাছে ফজর ও এশার নামাজ
জামাতে পড়া খুবই কষ্টকর বোঝা বলে মনে হয়।
যদি তারা এই দুই নামাজ জামাতে পড়ার মাহাত্ম্য বুঝতে পারত,
তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাতে শামিল হতো।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১১৯১.

যে এশার নামাজ জামাতে পড়ল, সে যেন অর্ধেক রাত
নফল নামাজ পড়ল। আর যে ফজরের নামাজও জামাতে পড়ল,
সে যেন সারারাত নফল নামাজ পড়ল।

—*উসমান ইবনে আফফান (রা);* মুসলিম, আহমদ

১১৯২.

আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান যার রয়েছে, তেলাওয়াত যার সুন্দর,
কেরাত যার মধুর, সে-ই নামাজে ইমামতি করবে।
যদি এদিক থেকে সবাই সমান হয়, তবে সুন্নাহর জ্ঞান যার বেশি,
সে ইমামতি করবে। যদি সুন্নাহর জ্ঞানেও সবাই সমান হয়,
তবে হিজরতে যে প্রথম, সে ইমামতি করবে। হিজরতেও যদি
সবাই সমান হয়, তবে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ যে, সে ইমামতি করবে।
কেউ অন্যের অধিকার বা প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি করবে না।

—*আবু মাসউদ (রা);* মুসলিম

কাতার সোজা করা

১১৯৩.

নামাজের জন্যে সারিবদ্ধ হও। কাঁধের সাথে কাঁধ মেলাও।
দুজনের মধ্যে যেন কোনো দূরত্ব না থাকে।
শয়তানের জন্যে দুজনের মাঝখানে
কোনো ফাঁকা জায়গা রেখো না।
যখন কেউ কাঁধের সাথে কাঁধ লাগিয়ে সারি ঠিক করে দাঁড়ায়,
আল্লাহ তাকে (রহমতের সাথে) সংযুক্ত রাখেন।
আর যে ব্যক্তি সারি থেকে বিযুক্ত হয়,
আল্লাহ তাকে (রহমত থেকে) বিযুক্ত করেন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* আবু দাউদ

১১৯৪.

নামাজে কাতার সোজা করে দাঁড়াবে।
আগে-পিছে আঁকাবাঁকা করে দাঁড়াবে না।
কাতার আঁকাবাঁকা করে দাঁড়ালে তোমাদের অন্তরে
বিভেদ ও বিভ্রান্তি বাড়তে পারে।

–*আবু মাসউদ (রা);* মুসলিম, নাসাঈ

১১৯৫.

কাতার সোজা ও সমান করা নামাজ কায়েমের জন্যে
(নামাজের পরিপূর্ণতার জন্যে) অপরিহার্য।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

১১৯৬.

জামাতে নামাজের ক্ষেত্রে প্রথম সারি পূর্ণ করো।
তারপর পরবর্তী সারি।
ঘাটতি যদি কিছু থাকে তা থাকবে শেষ সারিতে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* আবু দাউদ

১১৯৭.

নামাজের জন্যে মসজিদে আগে এলে সামনের কাতারে দাঁড়াও।
যারা পরে আসবে, পরের কাতারে দাঁড়াবে।
আগে এসে পেছনে বসার অভ্যাস সৃষ্টি কোরো না।
যদি কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী আগে এসে পেছনে বসতে
অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাদেরকে পেছনেই ফেলে রাখেন।

–আবু সাঈদ খুদরী (রা); মুসলিম

জুমআর নামাজ

১১৯৮.

সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে জুমআর দিন হচ্ছে সর্বোত্তম।
জুমআর দিন বেশি বেশি দরুদ পড়ো।
তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়।

–আউস ইবনে আউস (রা); আবু দাউদ

১১৯৯.

গোসল করে তোমরা জুমআর নামাজ পড়তে যাও।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বোখারী, মুসলিম

১২০০.

নবীজী (স) জুমআর খুতবা দেয়ার সময় দেখলেন
এক ব্যক্তি বসে থাকা মানুষদের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে আসছে।
তিনি খুতবা থামিয়ে তাকে বলেন, তুমি বসে যাও।
তুমি তো অন্যদের কষ্ট দিচ্ছ।

–আবদুল্লাহ ইবনে বিশর (রা); আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান

১২০১.

জুমআর নামাজকে অবহেলা করবে না। অবহেলাকারীদের অন্তরে
আল্লাহ মোহর মেরে দেবেন। তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

তাহাজ্জুদ নামাজ

১২০২.

ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হচ্ছে তাহাজ্জুদ নামাজ
(গভীর রাতের নামাজ)।

–*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী, মুসলিম

১২০৩.

তাহাজ্জুদ নামাজ দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়বে।
শেষবার এক রাকাত যোগ করে বিতরে পরিণত করবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

১২০৪.

যখন কেউ তার স্ত্রীকে রাতে ঘুম থেকে জাগায় এবং
দুজন মিলে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে অথবা দু-রাকাত নামাজ পড়ে,
তখন আল্লাহর জিকিরকারীর তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

–*আবু হুরায়রা (রা), আবু সাঈদ খুদরী (রা);* আবু দাউদ

১২০৫.

ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে গিয়ে
যদি ঝিমুনি চলে আসে এবং সঠিকভাবে সূরা পাঠ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়
এবং কী পড়েছ তা যদি তুমি খেয়াল রাখতে না পারো,
তবে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

১২০৬.

তোমরা নৈশ ইবাদত শুরু করে কিছুদিন পর
তা আবার বাদ দিয়ে দিও না।
(অর্থাৎ কোনো ভালো অভ্যাস পরিত্যাগ কোরো না।)

–*আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

তারাবির নামাজ

১২০৭.

নবীজী (স) রমজানে তারাবি পড়তে উৎসাহিত করতেন, কিন্তু কখনও এ ব্যাপারে হুকুম করেন নি (যাতে তারাবির নামাজ বাধ্যতামূলক হয়ে না যায়)। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি রমজানে স্বেচ্ছায় গভীর বিশ্বাস ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে তারাবির নামাজ পড়বে, আল্লাহ তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

[আমি এক রমজানের রাতে ওমর ইবনে খাত্তাবের (রা) সাথে মসজিদে গিয়ে দেখি—বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে, কেউ একাকী বা বিচ্ছিন্নভাবে তারাবির নামাজ পড়ছে। ওমর (রা) বললেন, আমার মনে হয় এদের সবাইকে একজন ক্বারীর ইমামতিতে একত্র করলে ভালো হবে। অতএব তিনি উবাই ইবনে কাব (রা)-এর ইমামতিতে সবাইকে একত্র করলেন। আরেক রাতে আমি তাঁর সাথে মসজিদে গেলাম। দেখি, সবাই উবাই ইবনে কাব (রা)-এর কেরাতের সাথে তারাবি আদায় করছে। ওমর (রা) তখন মন্তব্য করলেন, আহ! কী কল্যাণকর বেদাত! রাতের নামাজ দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ! (তখন থেকে জামাতে তারাবি ও কোরআন খতম করার নিয়ম চালু হয়)]

–*আবদুর রহমান ইবনে আবদ আল কারী (রা);* বোখারী

যাকাত

১২০৮.

তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে যাকাত আদায় করো।

–জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); মুসলিম, নাসাঈ

১২০৯.

কোনো যাকাতযোগ্য ধনসম্পদ প্রাপ্তির
একবছর পূর্ণ হলে তার যাকাত দিতে হবে।
একবছর পূর্ণ না হলে তার যাকাত দিতে হবে না।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); তিরমিজী

১২১০.

যাকাতযোগ্য অর্থ-সম্পত্তির যাকাত আদায় করতে হবে
৪০ ভাগের এক ভাগ।

–আলী ইবনে আবু তালিব (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

১২১১.

হে নারীরা! অলঙ্কারসহ তোমরা তোমাদের
সম্পদের যাকাত আদায় করো।

–জয়নব (রা); মেশকাত

১২১২.

যার যাকাত ফরজ হবে সে যদি যাকাত আদায় না করে,
তবে মহাবিচার দিবসে চূড়ান্ত বিচার
সম্পন্ন হওয়ার আগেই কঠিন শাস্তি শুরু হবে।
হিসাবনিকাশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি চলতে থাকবে।
তারপর তার গন্তব্য জাহান্নাম বা জান্নাত তার দৃষ্টিগোচর হবে।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

১২১৩.

ব্যবসার জন্যে তৈরি করা সামগ্রীর যাকাত দিতে হবে।

–*সামুরাহ ইবনে জুন্দুব (রা);* আবু দাউদ

১২১৪.

নবীজী (স) মুয়াজ ইবনে জাবলকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময়
সুস্পষ্টভাবে বলে দেন যে,
তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাদের বলবে—
আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং যাকাত আদায় ফরজ করেছেন।
তাদের মধ্যে যারা ধনী, তাদের কাছ থেকে
যাকাত আদায় করে গরিবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা),* বোখারী, মুসলিম

রোজা

১২১৫.

রোজা রাখো, যাতে তোমরা সুস্থ থাকতে পারো।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আবু হুরায়রা (রা);* তাবারানী

১২১৬.

রোজা সবরের অর্ধেক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।

–*সুফিয়ান সাওরী (র);* তিরমিজী

১২১৭.

সবকিছুর জন্যেই যাকাত (শুদ্ধি প্রক্রিয়া) রয়েছে।
শরীরের যাকাত হচ্ছে রোজা।

–*আবু হুরায়রা (রা);* ইবনে মাজাহ

১২১৮.

আল্লাহ বলেন, মানুষের প্রতিটি আমল বা কাজ হচ্ছে
তার নিজের জন্যে। আর রোজা হচ্ছে কেবল আমার জন্যে।
(আমার জন্যেই সে খাবার ও পানীয় গ্রহণ থেকে
বিরত থাকে এবং যৌন কামনা-বাসনাকে সংযত করে।)
তাই রোজার পুরস্কার আমিই তাকে দেবো।
রোজা হচ্ছে (পাপাচার ও জাহান্নামের আগুনের বিরুদ্ধে) বর্ম।
অতএব তোমরা যখনই রোজা রাখো, তখন ফালতু আজেবাজে
অপ্রয়োজনীয় কথা বলবে না, চেঁচামেচি করবে না।
কেউ গালি দিলে বা ঝগড়া করতে এলে বলবে, আমি রোজাদার।
রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মৃগনাভির (বিশেষ সুগন্ধি)
গন্ধের চেয়েও পছন্দনীয়। রোজাদার দুটি আনন্দ লাভ করে।
প্রথমত, ইফতারের সময়। দ্বিতীয় আনন্দ লাভ করবে—
যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১২১৯.

মানুষের প্রত্যেকটি সৎকর্মের নেকি আল্লাহ গুণিতক করেন।
১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি দান করেন।
আর রোজার নেকি আল্লাহ নিজে দেবেন,
কোনো সীমা ছাড়া, তাঁর ইচ্ছানুসারে।

—*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

১২২০.

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আত্মশুদ্ধির নিয়তে যে রমজান মাসে রোজা রাখে,
তার অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১২২১.

অসুস্থতা বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া
কেউ রমজান মাসের একটি রোজাও ত্যাগ কোরো না।
এই একটি রোজার পরিবর্তে সারাজীবন ধরে রোজা রাখলেও—
যা তুমি হারিয়েছ তা কখনো পূরণ হবে না।

—*আবু হুরায়রা (রা);* তিরমিজী, ইবনে মাজাহ

১২২২.

যদি তুমি রোজা রাখার কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ করে
কিছু খেয়ে ফেলো বা পান করো, তবে তুমি অবশ্যই রোজা পুরো করবে।
(ভুলবশত খেয়ে ফেলায় তোমার রোজা ভেঙে যাবে না)
আসলে আল্লাহই তোমাকে খাইয়েছেন।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১২২৩.

রোজাদার যদি মিথ্যাচার ও অশোভন কাজ পরিহার না করে,
তবে তার পানাহার বর্জন আল্লাহর কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না।

—*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী

সেহরি ও ইফতার

১২২৪.

(রোজার নিয়তে ফজরের আজানের আগে) সেহরি খাও।
সেহরির মধ্যে বরকত রয়েছে।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

১২২৫.

আমাদের রোজা এবং খ্রিষ্টান-ইহুদিদের
রোজার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সেহরি খাওয়া।

–*আমর ইবনুল আস (রা);* মুসলিম

১২২৬.

যখন পূর্ব দিগন্তে রাতের আগমন ঘটে,
দিন বিশ্রামে চলে যায় এবং পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্তমিত হয়,
তখন রোজাদারের অবশ্যই ইফতার করা উচিত।

–*ওমর ইবনে খাত্তাব (রা);* বোখারী, মুসলিম

১২২৭.

বিশ্বাসীরা যতদিন পর্যন্ত সময় হলে (অহেতুক) দেরি না করে
দ্রুত ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের পথে থাকবে।

–*সহল ইবনে সাদ (রা);* বোখারী, মুসলিম

১২২৮.

যখন কোনো রোজাদার রোজা নেই এমন কাউকে আপ্যায়ন করে,
তখন তার আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা
রোজাদারের ওপর রহমত বর্ষণ করতে থাকে।

–*উম্মে আমারাহ আল আনসারিয়া (রা);* তিরমিজী

খেজুর দিয়ে ইফতার

১২২৯.

ইফতার করো খেজুর দিয়ে।
খেজুরে বরকত রয়েছে।
খেজুর না পেলে পানি দিয়ে।
কারণ পানি উত্তম পরিষ্কারক।

–আনাস ইবনে মালেক (রা), সালমান ইবনে আমীর (রা); তিরমিজী

১২৩০.

নবীজী (স) ইফতার করতেন তিনটি তাজা-পাকা খেজুর দিয়ে।
তাজা-পাকা খেজুর না পেলে তিনটি শুকনো খেজুর দিয়ে।
আর শুকনো খেজুর না পেলে তিন ঢোক পানি পান করে।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); তিরমিজী

১২৩১.

খেজুর খাও। খেজুরে রয়েছে নিরাময়গুণ।

–আবু হুরায়রা (রা); তিরমিজী

রোজাদারকে আপ্যায়ন

১২৩২.

একজন রোজাদারকে ইফতারের সময় যে আহার করাল,
রোজা রাখার সমান সওয়াব সে পাবে,
কিন্তু তাতে রোজাদারের সওয়াবে কোনো ঘাটতি হবে না।

–জায়েদ ইবনে খালেদ (রা); তিরমিজী

এতেকাফ ও শবে কদর

১২৩৩.

নবীজী (স) রমজানের শেষ ১০ দিন মসজিদে এতেকাফ করতেন।
নিজে সারারাত জাগতেন। নিজের পরিবারবর্গকে জেগে থাকতে
উদ্বুদ্ধ করতেন। কঠোর সাধনা ও ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।
নবীজীর (স) ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণও
রমজানের শেষ ১০ দিন এতেকাফ করেছেন।

–*আয়েশা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১২৩৪.

তোমরা রমজানের শেষ ১০ বেজোড় রাতগুলোয়
(২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ রমজানের রাতে) শবে কদর অনুসন্ধান করো।

–*আয়েশা (রা);* বোখারী

১২৩৫.

পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আত্মশুদ্ধির নিয়তে
কদরের রাতে নফল ইবাদতে মগ্ন হও,
তোমার অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১২৩৬.

কদরের রাত পেলে আমি কী প্রার্থনা করব?
নবীজী (স) বললেন, কদরের রাত পেলে তুমি প্রার্থনা করো—
‘হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল।
তুমি ক্ষমা করতে ভালবাসো। আমায় ক্ষমা করো।’

–*আয়েশা (রা);* তিরমিজী

নফল রোজা

১২৩৭.

রমজানে সারা মাস রোজা রাখার পর কেউ যদি শাওয়াল মাসে
ছয় দিন রোজা রাখে, তাহলে সে যেন সারাবছর রোজা রাখল।

–আবু আইয়ুব (রা); মুসলিম

১২৩৮.

রমজান মাস ছাড়া প্রতি মাসে পর পর তিন দিন
রোজা রাখার জন্যে চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে
(আইয়ামে বেজের) রোজা রাখা উত্তম।

–আবু যর গিফারী (রা); তিরমিজী

১২৩৯.

রমজান মাসের পর রোজা রাখার উত্তম মাস হচ্ছে মহররম।
তোমরা শুধু শুক্রবার রোজা রেখো না।
রোজা রাখলে পরে বা আগে একদিন রোজা যুক্ত করে নেবে।
(অর্থাৎ পর পর দুদিন রোজা রাখবে)

–আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, মুসলিম

১২৪০.

নবীজী (স) আশুরার দিন নিজে রোজা রাখতেন এবং
অন্যদের রোজা রাখতে বলতেন।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); বোখারী, মুসলিম

১২৪১.

নবীজী (স) রোজার রাতে কোনো স্ত্রীর সাথে মিলিত হলে
ফজরে ঘুম থেকে উঠে গোসল করে নিতেন এবং
স্বাভাবিকভাবে রোজা অব্যাহত রাখতেন।

–উম্মে সালামা (রা), আয়েশা (রা); মুসলিম

ফিতরা ও ঈদ

১২৪২.

বয়সে ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল মুসলমান ফিতরা দেবে।
ঈদুল ফিতরের নামাজের জন্যে বের হওয়ার আগেই
ফিতরা আদায় করবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা);* বোখারী, মুসলিম

১২৪৩.

তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো, চাঁদ দেখে রোজা বন্ধ করো।
যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে না পাও,
তবে শাবান মাস ৩০ দিন গণনা করো।
একইভাবে মেঘের কারণে যদি শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখতে না পারো,
তবে রমজান মাসকেও ৩০ দিন গণনা করো।

–*আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

১২৪৪.

নবীজী (স) এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যেতেন,
আরেক রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* বোখারী

হজ

১২৪৫.

নবীজীকে (স) জিজ্ঞেস করা হলো—কোন কাজটি সর্বোত্তম?
তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর বিশ্বাস।
প্রশ্ন করা হলো, তারপর? তিনি বললেন,
আল্লাহর নির্দেশ পালনে সর্বাত্মক চেষ্টা (জেহাদ) করা।
প্রশ্ন করা হলো, তারপর?
তিনি বললেন, নির্মল হজ—ত্রুটি ও গুনাহমুক্তির হজ।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১২৪৬.

যদি কেউ হজ পালনকালে বাজে কথা বলা
ও গুনাহ করা থেকে বিরত থাকে,
তবে সে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরে যায়।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

জানাজা/ কবর

১২৪৭.

অনন্ত বা মহাজাগতিক সফরে কবর হলো প্রথম সোপান।

–*উসমান ইবনে আফফান (রা);* তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, আহমদ

১২৪৮.

কোনো বিশ্বাসী মারা গেলে দ্রুত তার দাফনের ব্যবস্থা করো।
কোনো বিশ্বাসীর লাশ (অকারণে) তার পরিবারবর্গের মাঝে
আটকে রাখা উচিত নয়।

–*হোসেইন ইবনে ওয়াহ ওয়াহ (রা);* আবু দাউদ

১২৪৯.

যখনই শবযাত্রা তোমার পাশ দিয়ে যাবে, তখন উঠে দাঁড়াবে।

[এক জায়গায় নবীজী (স) কয়েকজন সাহাবীসহ বসে আলাপ করছিলেন। এমন সময় তাদের সামনে দিয়ে শবযাত্রা যাচ্ছিল। নবীজী (স) উঠে দাঁড়ালেন। সাহাবীরাও উঠে দাঁড়ালেন। একজন সাহাবী বললেন, শবযাত্রা তো একজন ইহুদির। তখন নবীজী (স) একথা বলেন।]

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* বোখারী, নাসাঈ, আবু দাউদ

১২৫০.

যে ব্যক্তি কোনো মৃতকে গোসল করানোর পর
তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য গোপন রাখে,
আল্লাহ তাকে ৪০ বার ক্ষমা করবেন।

–*আবু রাফি আসলাম (রা);* হাকেম

১২৫১.

তোমরা কোনো মৃতের জানাজায় অংশ নিলে
তার জন্যে আন্তরিকভাবে দোয়া কোরো।

–*আবু হুরায়রা (রা);* আবু দাউদ, মেশকাত

১২৫২.

কোনো মুসলমান মারা গেলে তার জানাজায় যদি
আল্লাহর সাথে শরিক করে নি এমন ৪০ ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে
তার জন্যে দোয়া করে, আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন।

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* মুসলিম

১২৫৩.

কারো জানাজায় শরিক হয়ে শতাধিক বিশ্বাসী ব্যক্তির সবাই যদি
আন্তরিকভাবে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করে,
তবে তাদের প্রার্থনা কবুল হবে।

–*আয়েশা (রা);* মুসলিম, নাসাঈ

১২৫৪.

কবরের পথে মৃত ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস অনুসরণ করে।
১. আত্মীয়পরিজন। ২. তার ধনসম্পদ। ৩. তার কাজ।
আত্মীয়পরিজন ও ধনসম্পদ ফিরে যায়।
তার সাথে থাকে শুধু তার কাজ (সৎ হোক বা অসৎ)।

–*আনাস ইবনে মালেক (রা);* বোখারী, মুসলিম

১২৫৫.

আমাদেরকে (নারীদেরকে) শবযাত্রায় অংশ নেয়ার অনুমতি দেয়া হতো না,
তবে এই নিষেধাজ্ঞা পালনে আমাদের ওপর কোনো কড়াকড়ি করা হয় নি।

–*উম্মে আতিয়া (রা);* বোখারী, মুসলিম

১২৫৬.

লাশ দাফনে গড়িমসি কোরো না।
এক ছন্দময় গতিতে লাশ কবরের দিকে নিয়ে যাও।
নেককার সৎকর্মশীল ব্যক্তির লাশ হলে তুমি তাকে দ্রুত পৌঁছে দিচ্ছ
অনন্ত কল্যাণের মাঝে। আর লাশ যদি অসৎ দুরাচারী ব্যক্তির হয়,
তাহলে তুমি তোমার কাঁধ থেকে অকল্যাণ নামিয়ে দিচ্ছ দ্রুত।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১২৫৭.

জানাজা শেষে লাশ যখন কবরস্থ করার জন্যে কাঁধে বহন করে
নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সৎকর্মশীল বান্দার লাশ বলতে থাকে,
'আমাকে দ্রুত নিয়ে চলো, আমাকে দ্রুত নিয়ে চলো।'
আর পাপাচারীর লাশ আর্তনাদ করতে থাকে,
'হায়! আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'
মানুষ ছাড়া সবাই তার আওয়াজ শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনত,
তাহলে আর্তনাদের তীব্রতায় সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত।

–*আবু সাঈদ খুদরী (রা);* বোখারী

১২৫৮.

তোমরা কখনো কবরের দিকে মুখ করে নামাজ পড়বে না এবং
কবরের ওপর বসবে না।

–*আবু মারশাদ কান্নাজ (রা);* মুসলিম, আবু দাউদ

১২৫৯.

কবরের ওপর বসবে না, কবর পাকা করবে না এবং
কবরের ওপর কোনো নির্মাণ কাজ করবে না।

–*জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা);* মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ

১২৬০.

স্বামী ছাড়া কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা যাবে না।
অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস ১০ দিন শোক পালন করা যাবে।

–*উম্মে হাবিবা (রা);* বোখারী, মুসলিম

১২৬১.

লাশ দাফন করার পর নবীজী (স) কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন,
আল্লাহর কাছে মৃতের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং সে যেন দৃঢ়চিত্তে
সকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারে সেজন্যে দোয়া করো।
কারণ এখনই তার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে।

–*উসমান ইবনে আফফান (রা);* আবু দাউদ, হাকেম

মৃতের জন্যে বিলাপ

১২৬২.

দুটি কারণে একজন মানুষ জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত হতে পারে।
এক. কাউকে বংশের খোঁটা দিলে।
দুই. মৃতের জন্যে বিলাপ করে কাঁদলে।

–*আবু হুরায়রা (রা);* মুসলিম

১২৬৩.

মৃতের জন্যে উচ্চস্বরে বিলাপকারী নিজের মৃত্যুর পূর্বে
তওবা না করলে তাকে মহাবিচার দিবসে
আলকাতরার তৈরি পোশাক ও দস্তার তৈরি রুমাল
মাথায় পরিয়ে হাজির করা হবে।

–*আবু মালেক আশয়ারী (রা);* মুসলিম

১২৬৪.

নবীজীর (স) কাছে বায়াত করার সময়
মেয়েদের শপথের একটি অংশ ছিল যে,
আমরা মৃতের জন্যে বিলাপ করে কাঁদব না।

–*উম্মে আতিয়া (রা);* বোখারী, মুসলিম

কবর জেয়ারত

১২৬৫.

মদিনায় কয়েকটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়
নবীজী (স) কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দোয়া করেন :
'হে কবরবাসীরা! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।
আল্লাহ তোমাদের ও আমাদের ক্ষমা করুন।
তোমরা আমাদের পূর্বসূরি। আমরা তোমাদের উত্তরসূরি।'

–*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা);* তিরমিজী

১২৬৬.

সুযোগ পেলেই কবর জেয়ারত করো।
আখেরাতের কথা মনে রাখার এটাই সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি।

–*আবু হুরায়রা (রা);* ইবনে মাজাহ, মেশকাত

১২৬৭.

কবর জেয়ারত করো। এতে পরকালের কথা মনে পড়বে।
পার্থিব ভোগবিলাসে নিরাসক্তি সৃষ্টি হবে।

–*আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা);* ইবনে মাজাহ

১২৬৮.

মসজিদে নববীর ঝাড়ুদার কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে একদিন দেখতে না পেয়ে
রসুল (স) তার কথা সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন।
তারা বললেন, সে মারা গেছে। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন,
আমাকে তোমরা খবর দাও নি কেন! আমাকে তার কবরে নিয়ে চলো।
তিনি কবরের কাছে গিয়ে তার জন্যে দোয়া করলেন।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

বালাগাল উলা বি-কামালিহি
কাশাফাদ্দুজা বি-জামালিহি
হাসুনাৎ জামিয়ু খিসালিহি
সাল্লু আলায়হি ওয়া আলিহি।

–শেখ সাদী (র)

শূন্য থেকে পূর্ণতায় তুমি নিজ মহিমায়
ঘোর আঁধার দূর হলো তোমার আলোকপ্রভায়
চরিত্রে তোমার শুদ্ধাচারের প্রকাশ তামাম
তোমার করুণাধারার প্রতি হাজার সালাম।

হে মানুষ শোনো

বিদায় হজের মর্মবাণী

[শুক্রবার, ৯ জিলহজ, ১০ হিজরি সনে হজের সময় আরাফা ময়দানে দুপুরের পর হযরত মুহাম্মদ (স) লক্ষাধিক সাহাবার সমাবেশে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। হামদ ও সানার পর তিনি বলেন :]

হে মানুষ! তোমরা আমার কথা শোনো।
এরপর এই স্থানে তোমাদের সাথে আর একত্রিত হতে
পারব কিনা, জানি না।

হে মানুষ! আল্লাহ বলেন, 'হে মানবজাতি!
তোমাদেরকে আমি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে
সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে সমাজ ও গোত্রে
ভাগ করে দিয়েছি, যেন তোমরা
পরস্পরের পরিচয় জানতে পারো'।

অতএব শুনে রাখো, সকল মানুষ সমান।
মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই।
আরবের ওপর কোনো অনারবের, অনারবের ওপর কোনো আরবের
শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি সাদার ওপর কালোর বা কালোর ওপর সাদার
কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে
বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, যে আল্লাহকে ভালবাসে।

হে মানুষ! শুনে রাখো, অন্ধকার যুগের সকল বিষয় ও প্রথা আজ থেকে
বিলুপ্ত হলো। জাহেলি যুগের রক্তের দাবিও রহিত করা হলো। ....

হে মানুষ! শুনে রাখো, অপরাধের দায়িত্ব কেবল
অপরাধীর ওপরই বর্তায়। পিতা তার পুত্রের জন্যে আর
পুত্র তার পিতার অপরাধের জন্যে দায়ী নয়।

হে মানুষ! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্মান, তোমাদের সম্পদ
পরস্পরের জন্যে চিরস্থায়ীভাবে হারাম (অর্থাৎ পবিত্র ও নিরাপদ)
করা হলো, যেমন আজকের এই দিন, আজকের এই মাস,
এই শহর সকলের জন্যে হারাম। ...

হে মানুষ! তোমরা ঈর্ষা ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকবে।
ঈর্ষা ও হিংসা মানুষের সকল সদ্‌গুণকে ধ্বংস করে।

হে মানুষ! নারীদের সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি।
তাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ কোরো না।
তাদের ওপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে,
তেমনি তোমাদের ওপর তাদেরও অধিকার রয়েছে।
সুতরাং তাদের কল্যাণের দিকে সবসময় খেয়াল রেখো।

হে মানুষ! অধীনস্থদের সম্পর্কে সতর্ক হও।
তোমরা নিজেরা যা খাবে, তাদেরও তা খাওয়াবে।
নিজেরা যা পরবে, তাদেরও তা পরাবে।
শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই
তার মজুরি পরিশোধ করবে।

হে মানুষ! বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে
অন্যের সম্মান, ধন ও প্রাণ নিরাপদ।
সে নিজের জন্যে যা পছন্দ করে
অন্যের জন্যেও তা-ই পছন্দ করে।

হে মানুষ! বিশ্বাসীরা পরস্পরের ভাই।
সাবধান! তোমরা একজন আরেকজনকে হত্যা করার মতো
কুফরী কাজে লিপ্ত হয়ো না।...

হে মানুষ! শুনে রাখো, আজ হতে বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব বা
কৌলিন্যপ্রথা বিলুপ্ত করা হলো। কুলীন বা শ্রেষ্ঠ সে-ই, যে
বিশ্বাসী ও মানুষের উপকার করে।

হে মানুষ! ঋণ অবশ্যই ফেরত দিতে হবে।
বিশ্বস্ততার সাথে প্রত্যেকের আমানত রক্ষা করতে হবে।
কারো সম্পত্তি—সে যদি স্বেচ্ছায় না দেয়,
তবে তা অপর কারো জন্যে হালাল নয়।
তোমরা কেউ দুর্বলের ওপর অবিচার কোরো না।

হে মানুষ! জ্ঞানীর কলমের কালি
শহিদের রক্তের চেয়েও মূল্যবান।
জ্ঞানার্জন প্রত্যেক নরনারীর জন্যে ফরজ।
কারণ জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথ দেখায়।
জ্ঞানার্জনের জন্যে প্রয়োজনে তোমরা চীনে যাও।

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত করবে।
নামাজ কায়েম করবে,
যাকাত আদায় করবে,
রোজা রাখবে,
হজ করবে আর
সঙ্ঘবদ্ধভাবে নেতাকে অনুসরণ করবে;
তাহলে তোমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারবে।

হে মানুষ! শুনে রাখো,
একজন কুশ্রী কদাকার ব্যক্তিও যদি
তোমাদের নেতা মনোনীত হয়,
যতদিন পর্যন্ত সে আল্লাহর কিতাব অনুসারে
তোমাদের পরিচালিত করবে,
ততদিন পর্যন্ত তার আনুগত্য করা
তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

হে মানুষ! শুনে রাখো,
আমার পর আর কোনো নবী নেই।

হে মানুষ! আমি তোমাদের কাছে দুটো আলোকবর্তিকা রেখে যাচ্ছি।
যতদিন তোমরা এ দুটোকে অনুসরণ করবে,
ততদিন তোমরা সত্যপথে থাকবে।
এর একটি হলো, আল্লাহর কিতাব।
দ্বিতীয়টি হলো, আমার জীবন-দৃষ্টান্ত।

হে মানুষ! তোমরা কখনোই ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না।
কেননা অতীতে বহু জাতি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণে
ধ্বংস হয়ে গেছে।

হে মানুষ! প্রত্যেককেই শেষবিচারের দিনে
সকল কাজের হিসাব দিতে হবে।
অতএব সাবধান হও!

হে মানুষ! তোমরা যারা এখানে হাজির আছ,
আমার বাণী সবার কাছে পৌঁছে দিও।
যার কাছে বাণী পৌঁছাবে, হতে পারে সে তোমার চেয়েও
এ বাণীর উত্তম সংরক্ষক ও প্রচারক।

(এরপর তিনি জনতার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলেন)

হে মানুষ! আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি?

সকলে সমস্বরে জবাব দিলো : হাঁ!

এরপর নবীজী (স) বললেন,
হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো!
আমি আমার সকল দায়িত্ব পালন করেছি!

•●•

তথ্য উৎস

হাদীসের শেষে রেওয়ায়েতকারী ও হাদীস গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থগুলোর পুরো নাম ও সংকলকের পরিচিতি :

বোখারী : সহীহ বোখারী যা বোখারী শরীফ নামে খ্যাত। হাদীসের সংখ্যা ৭,৫৬৩। সংকলক ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম ইবনে আল-মুগীরা আল বোখারী (৮১০-৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ)।

মুফরাদ : আল আদাব আল মুফরাদ। বইটিতে শুদ্ধাচার-সম্পর্কিত ১,৩২২টি হাদীস রয়েছে। সংকলক ইমাম বোখারী।

মুসলিম : সহীহ মুসলিম। হাদীসের সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত হাজার। সংকলক ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে আল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম ইবনে ওয়ারাত আল কুশায়রী আল নিশাপুরী (৮২১-৮৭৫)।

মুয়াত্তা : ইসলামিক আইনশাস্ত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে এই সংকলনটির। হাদীসের সংখ্যা প্রায় ১,৯০০। সংকলক ইমাম মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালেক ইবনে আবু আমর আল মাদানী (৭১১-৭৯৫)।

নাসাঈ : সুনান আন-নাসাঈ। হাদীসের সংখ্যা ৫,৭৫৮। সংকলক ইমাম আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব ইবনে আলী ইবনে সিনান আন-নাসাঈ (৮২৯-৯১৫)।

আবু দাউদ : সুনান আবু দাউদ। হাদীসের সংখ্যা ৫,২৭৪। সংকলক ইমাম আবু দাউদ সোলায়মান ইবনে আশাস ইবনে ইসহাক আল আজদী আল সিজিস্তানি (৮১৭/১৮-৮৮৯)।

তিরমিজী : জামে আত-তিরমিজী। হাদীসের সংখ্যা প্রায় ৪,৪০০। সংকলক ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা আত-তিরমিজী (৮২৪-৮৯২)।

ইবনে মাজাহ : সুনান ইবনে মাজাহ। হাদীসের সংখ্যা ৪,৩৪১। সংকলক ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে আবদুল্লাহ আর-রবী। ইবনে মাজাহ (৮২৪-৮৮৭) নামেই তিনি পরিচিত।

দারিমি : সুনান আল দারিমি। হাদীসের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার। সংকলক আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ফজল আল দারিমি (৭৯৭-৮৬৯)।

আহমদ : মুসনাদ আহমদ। হাদীসের সংখ্যা ২৮,১৯৯। সংকলক ইমাম আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল আশ শায়বানী (মৃত্যু ৮৫৫)।

ইবনে খুজায়মা : সহীহ ইবনে খুজায়মা। হাদীসের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। সংকলনটি প্রস্তুত করেন ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুজায়মা (৮৩৭-৯২৩)।

তাবারানী : আল মুজাম আল কবির, আল মুজাম আল-আওসাত ও আল মুজাম আস-সগীর—এই তিনটি হাদীস গ্রন্থের সংকলক ইমাম আবুল কাসিম সোলায়মান ইবনে

আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মুতাইয়ির আল-লাখমি আশ-শামি আত-তাবারানী আল-হাম্বলী (৮৭৪-৯৭১)। তিনটি হাদীস গ্রন্থে মোট হাদীসের সংখ্যা ২৬,৭০০।

ইবনে হিব্বান : সহীহ ইবনে হিব্বান। হাদীসের সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত হাজার। সংকলক ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান আল বুসতি (৮৮৪-৯৬৫)।

বাজ্জার : মুসনাদ আল বাজ্জার। হাদীসের সংখ্যা ৩২৭। সংকলক হাফেজ আবু বকর আহমেদ আল বাজ্জার (মৃত্যু ৯০৪)।

আত-তাবাকাত-উল কুবরা : নবীজী (স), সাহাবা ও তাবেঈনদের জীবনচরিত বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। রচয়িতা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সাদ (৭৮৪-৮৪৫)।

দারাকুতনি : সুনান আল দারাকুতনি। হাদীসের সংখ্যা ৪,৮৩৬। সংকলক ইমাম আবু হাসান আলী ইবনে ওমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল দারাকুতনি (৯১৮-৯৯৫)।

আবু ইয়ালা : মুসনাদ আবু ইয়ালা। হাদীসের সংখ্যা ৭,৫৫৫। সংকলক ইমাম আবু ইয়ালা আল-মসুলি (৮২৫-৯১৯)।

বায়হাকি : সুনান আল কুবরা লিল বায়হাকি ও শুআবুল ঈমান। মোট হাদীস সংখ্যা প্রায় ৩৩ হাজার। গ্রন্থ দুটির সংকলক ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আল বায়হাকি (৯৯৪-১০৬৬)।

হাকেম : মুস্তাদরাক আল হাকেম। হাদীসের সংখ্যা ৯,০৪৫। সংকলক আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ হাকেম আল নিশাপুরী (৯৩৩-১০১৪)।

নববী : আল আরবাঈন আল নববীয়াহ বা নববীর ৪০ হাদীস। সংকলক ইমাম আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে শরফ আন-নববী (১২৩৪-১২৭৭)।

রিয়াদুস সালেহীন : সিহাহ সিত্তাহ থেকে নির্বাচিত ১,৮৯৬টি হাদীসের এই সংকলনটি প্রস্তুত করেন ইমাম নববী (১২৩৪-১২৭৭)।

আত তারগিব : আত তারগিব ওয়াত তারহিব। হাদীস সংখ্যা প্রায় এক হাজার। সংকলক হাফেজ জাকিউদ্দীন আবদুল আজিম আল মুনজারি (মৃত্যু ১২৫৮)।

মেশকাত : মেশকাত আল-মাসাবিহ। হাদীসের সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। সংকলক ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতিব আল-তাবরিযি (মৃত্যু ১৩৪০)।

আশকালানী : বুলুগ আল-মারাম মিন আদিল্লাত আল-আহকাম। হাদীসের সংখ্যা ১,৩৫৮। সংকলক ইমাম শিহাব আল দীন আবুল ফজল আহমদ ইবনে নূর আল দীন ইবনে হাজার আল-আশকালানী (১৩৭২-১৪৪৯)।

আল সুয়ুতি : আল জামিউস সগীর। হাদীস সংখ্যা ১০,০৩১। সংকলক জালালউদ্দিন আল সুয়ুতি (১৪৪৫-১৫০৫)।

এহিয়া : এহিয়া উলমুদ্দিন। চার ভাগে বিভক্ত ও ৪০টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আত-তুসী গাজ্জালীর (১০৫৮-১১১১) শ্রেষ্ঠ রচনা।

রেওয়ায়েতকারীদের পরিচিতি

(হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে ১২৯ জনের পরিচিতি বর্ণানুক্রমে)

সাহাবা

১. আউফ ইবনে মালেক (রা) : আউফ ইবনে মালেক ইবনে আবু আউফ আশজায়ী।

২. আদী ইবনে উমাইরাহ (রা) : আদী ইবনে উমাইরাহ আল কিন্দী।

৩. আদী ইবনে হাতেম (রা) : বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈয়ের পুত্র। বর্ণিত হাদীস ৪০-এর বেশি।

৪. আদ্দা ইবনে খালেদ (রা) : আল আদ্দা ইবনে খালেদ ইবনে হাওদা।

৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) : খাজরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার। নবীজীর (স) ওফাতের আগ পর্যন্ত ১০ বছর আনাস (রা) তাঁর খেদমত করেন। বর্ণিত হাদীস ২,২৮৬।

৬. আবু আইয়ুব (রা) : প্রকৃত নাম খালেদ ইবনে জায়েদ। খাজরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার। নবীজী (স) তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। বর্ণিত হাদীস ১৫০।

৭. আবু উমামা (রা) : আবু উমামা সুদাঈ ইবনে আজলান আল বাহিলী। তার বর্ণিত প্রায় ২৫০টি হাদীস বোখারী ও মুসলিম শরীফে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৮. আবু উসায়েদ (রা) : আবু উসায়েদ মালিক ইবনে রাবিয়া। বনু খাজরাজ।

৯. আবু ওমর আল বারা (রা) : আনসার সাহাবী।

১০. আবু ওবায়দা (রা) : আবু ওবায়দা ইবনে আল জাররাহ। বনু হারিস ইবনে ফিহ্‌র। নবীজী (স) তাকে আমিন-উল উম্মত ঘোষণা করেন।

১১. আবু কাতাদা (রা) : খাজরাজ গোত্রের বনু সুলাইম। নবীজী (স) তাকে মুসলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী হিসেবে ঘোষণা করেন। বর্ণিত হাদীস ১৭০।

১২. আবু কাবশা আমর (রা) : আবু কাবশা আমর ইবনে সাদ।

১৩. আবু দারদা (রা) : প্রকৃত নাম উয়াইমির ইবনে জায়েদ। খাজরাজ গোত্রের বনু হারিস। নবীজীর (স) জীবদ্দশায় পুরো কোরআন মুখস্থ করেন। শতাধিক হাদীস বর্ণনা করেন।

১৪. আবু বকর সিদ্দিক (রা) : প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ ইবনে উসমান। কোরাইশদের বনু তাঈম। প্রথম খলিফা (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)।

১৫. আবু বাকরাহ (রা) : নুফাই ইবনে মাসরুহ। মুক্ত ক্রীতদাস। বর্ণিত হাদীস ১৩৩।

১৬. আবু বারজাহ আল আসলামী (রা) : আবু বারজাহ নাদলাহ ইবনে ওবায়েদ আল আসলামী। ওহুদ, খায়বর ও মক্কা অভিযানে অংশ নেন।

১৭. আবু মাসউদ (রা) : আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর। আনসারী সাহাবী। বর্ণিত হাদীস ১০২।

১৮. আবু মারশাদ কান্নাজ (রা) : আবু মারশাদ কান্নাজ ইবনে হুসাইন। বদরী সাহাবী।

১৯. আবু মুসা আশয়ারী (রা) : আবু মুসা আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আশয়ারী। ইয়েমেনের আশায়ির গোত্রের লোক। বর্ণিত হাদীস ৩৬০।

২০. আবু সাঈদ রাফাই (রা) : আবু সাঈদ রাফাই আল মুয়াল্লা।

২১. আবু যর গিফারী (রা) : বনু গিফার। প্রথম 'আসসালামু আলাইকুম' উচ্চারণকারী। নবীজী (স) তাঁর সম্পর্কে বলেন : আসমানের নিচে ও জমিনের ওপর আবু যরের চেয়ে বড় সত্যবাদী আর কেউ নেই। বর্ণিত হাদীস ২৩১।

২২. আবু রাফি আসলাম (রা) : ইসলাম গ্রহণের আগে কপ্টিক খ্রিষ্টান ছিলেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী। মদীনায় নবীজীর (স) খাদেম ছিলেন।

২৩. আবু শোরাইহ খোয়ালিদ (রা) : আবু শোরাইহ খোয়ালিদ ইবনে আমর। বনু খুজাই।

২৪. আবু সাঈদ খুদরী (রা) : সাঈদ ইবনে মালিক ইবনে সিনান। বনু খাজরাজ। বর্ণিত হাদীস ১,১৭০।

২৫. আবু হুরায়রা (রা) : আবদুর রহমান ইবনে সাখর। বনু দাওস। আসহাবে সুফফা। বর্ণিত হাদীস ৫,৩৭৪। ৮০০ তাবেঈ হাদীস শিক্ষা নেন তার কাছ থেকে।

২৬. আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) : হুদায়বিয়ার চুক্তির পর ইসলাম গ্রহণকারী। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

২৭. আবদুর রহমান ইবনে গনম (রা) : আবদুর রহমান ইবনে গনম আল আশয়ারী। ইয়েমেনের আশায়ির গোত্রের লোক।

২৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) : বনু হাশেম। বর্ণিত হাদীস ১,৬৬০।

২৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) : নবীজী (স) তাকে হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করেন। প্রথম হাদীস সংকলনের প্রণেতা। বর্ণিত হাদীস ৭০০।

৩০. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ (রা) : আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ আল খাতেমী।

৩১. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) : বনু আদী। বর্ণিত হাদীস ২,৬৩০।

৩২. আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা) : জুবাইর ইবনে আওয়ামের পুত্র। বনু আসাদ।

৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে বুশর (রা) : আবদুল্লাহ ইবনে বুশর আল মাজিনী।

৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) : বনু হুদাইল। প্রথম প্রকাশ্যে কোরআন তেলাওয়াতকারী। নবীজী (স) বলেন, কোরআন যেভাবে নাজিল হয়েছে সেভাবে যদি শুনতে চাও, ইবনে মাসউদের তেলাওয়াত শোনো। বর্ণিত হাদীস ৮৪৮।

৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফল (রা) : আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফল আল মুজানী।

৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) : আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস আল-মুজানী।

৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) : ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাম ছিল আল-হুসাইন ইবনে সালাম। বনু কায়নুকা (ইহুদি গোত্র)। তাওরাতে পণ্ডিত হিসেবে আরবে সুপরিচিত ছিলেন। জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত প্রথম সাহাবী।

৩৮. আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা) : বনু আউস। ওহুদের শহিদ হানযালার (রা) পুত্র।

৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রা) : আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম ইবনে জুহরা।

৪০. আমর ইবনে আউফ (রা) : আমর ইবনে আউফ আল মুজানী।

৪১. আমর ইবনে আবাসা (রা) : আমর ইবনে আবাসা ইবনে খালেদ আস-সুলামী।

৪২. আমর ইবনুল আস (রা) : বনু সাহম। মিশর বিজয়ী সেনাপতি।

৪৩. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) : ইসলামের প্রথম শহিদ সুমাইয়ার (রা) পুত্র। মসজিদে নববী নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। বর্ণিত হাদীস ৪০-এর বেশি।

৪৪. আল ফজল ইবনে আব্বাস (রা) : বনু হাশেম। বর্ণিত হাদীস ৪০-এর বেশি।

৪৫. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) : বনু হাশেম। চতুর্থ খলিফা (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)। কাতিবে ওহী। নবীজী (স) বলেন, আমি হচ্ছি জ্ঞানের নগরী আর আলী তার দরজা। বর্ণিত হাদীস ৫৮৬।

৪৬. আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা) : আসমা বিনতে ইয়াজিদ ইবনে সাকান। ৮১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতার জন্যে সুখ্যাত।

৪৭. আহওয়াস ইবনে হাকিম (রা) : আল আহওয়াস ইবনে হাকিম ইবনে উমাইর।

৪৮. আয়াস ইবনে আবদুল্লাহ (রা) : আয়াস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জুবাব।

৪৯. আয়েশা (রা) : আয়েশা বিনতে আবু বকর। নবীজীর (স) তৃতীয় স্ত্রী। তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি ও প্রখর বুদ্ধিমতী ছিলেন। বর্ণিত হাদীস ২,২১০।

৫০. ইতবান ইবনে মালেক (রা) : বনু সালিম। বদরী সাহাবী।

৫১. ইমরান ইবনে হোসেইন (রা) : খুজাহ গোত্রের লোক।

৫২. উকবা ইবনে আমির (রা) : বনু জুহায়না। বর্ণিত হাদীস ৪০-এর বেশি।

৫৩. উবাই ইবনে কাব (রা) : বনু খাজরাজ। কাতিবে ওহী, নবীজীর (স) জীবদ্দশায় কোরআনে হাফেজ ও নবীজীর (স) পত্রলেখক।

৫৪. উবাদা ইবনে সামিত (রা) : বনু খাজরাজ গোত্রপতি। বর্ণিত হাদীস প্রায় ২০০।

৫৫. উম্মে আতিয়া (রা) : নুসাইবা বিনতে আল হারিস। নবীজীর (স) সেনাপতিত্বে একাধিক যুদ্ধে অংশ নেন। বর্ণিত হাদীস প্রায় ৪০।

৫৬. উম্মে কুলসুম (রা) : উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে মুআইত।

৫৭. উম্মে সালামা (রা) : উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া। বনু মখযুম। নবীজীর (স) ষষ্ঠ স্ত্রী। বর্ণিত হাদীস পৌনে চারশ।

৫৮. উম্মে হাবিবা (রা) : রামলা বিনতে আবু সফিয়ান। বনু উমাইয়া। নবীজীর (স) স্ত্রী। ৬৫টি হাদীস বর্ণনা করেন।

৫৯. উরওয়াহ ইবনে আমির (রা) : উরওয়াহ ইবনে আমির আল কুরাইশী।

৬০. উসমান ইবনে আফফান (রা) : বনু উমাইয়ার ধনাঢ্য পরিবারের সফল ব্যবসায়ী। তৃতীয় খলিফা (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)। কাতিবে ওহী। বর্ণিত হাদীস ১৪৬।

৬১. উসামা ইবনে জায়েদ (রা) : জায়েদ ইবনে হারিসার পুত্র। বর্ণিত হাদীস ১২৮।

৬২. ওবায়দুল্লাহ ইবনে মিহসান (রা) : ওবায়দুল্লাহ ইবনে মিহসান আল আনসারী।

৬৩. ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) : বনু আদী। দ্বিতীয় খলিফা (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য বিলুপ্তির নায়ক। বর্ণিত হাদীস ৫৩৯।

৬৪. ওয়াহশি ইবনে হারব (রা) : আফ্রিকান বংশোদ্ভূত। হামজাকে (রা) হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করেন ভণ্ড নবী মুসায়লামাকে হত্যার মধ্য দিয়ে।

৬৫. ওয়াসিলা ইবনে আল আসকা (রা) : আসহাবে সুফফার অন্যতম সদস্য।

৬৬. কাব ইবনে মালেক (রা) : বদর ও তাবুক অভিযান ছাড়া বাকি সব অভিযানে নবীজীর (স) সঙ্গী হন। বর্ণিত হাদীস ৪০-এর বেশি।

৬৭. কাব ইবনে উজরাহ (রা) : বায়াতে রিদওয়ানে অংশ নেন। সূরা বাকারার ১৯৬ নং আয়াত তার অসুস্থতার প্রেক্ষিতে নাজিল হয় বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত।

৬৮. কাবিশা ইবনে মুখারিক (রা) : কাবিশা ইবনে মুখারিক আল হিলালী।

৬৯. কাবিসা ইবনে বুরমাহ (রা) : কাবিসা ইবনে বুরমাহ আল আসাদী।

৭০. খাব্বাব ইবনে আরাত (রা) : প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারী। পেশায় কর্মকার। উন্নত মানের তরবারি নির্মাণে পারদর্শী ছিলেন। বদরী সাহাবী।

৭১. খাওলা বিনতে হাকেম (রা) : প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী।

৭২. খানসা বিনতে খিদাম (রা) : খানসার অভিযোগের প্রেক্ষিতেই নবীজী (স) নির্দেশ দেন, বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রীর সম্মতি আবশ্যক।

৭৩. জয়নব (রা) : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) স্ত্রী। বনু সাকীফ।

৭৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) : বনু খাজরাজ। বর্ণিত হাদীস দেড় হাজারের বেশি।

৭৫. জাবির ইবনে সুলাইম (রা) : আবু জুরাই জাবির ইবনে সুলাইম।

৭৬. জারির (রা) : জারির ইবনে আবদুল্লাহ। বনু বাজিলা গোত্রপতি। নবীজীর (স) জীবদ্দশায় ইয়েমেনে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বর্ণিত হাদীস ২০০।

৭৭. জায়েদ ইবনে সাবিত (রা) : মাত্র ১১ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণকারী। অন্যতম কাতিবে ওহী, নবীজীর (স) পত্রলেখক ও কোরআনের ওপর বিশেষজ্ঞ।

৭৮. জায়েদ ইবনে খালেদ (রা) : জায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানি।

৭৯. জুবাইর ইবনে আওয়াম (রা) : বনু আসাদ। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী। ইসলামের সফলতম সেনাপতিদের একজন। বর্ণিত হাদীস ৪০-এর বেশি।

৮০. জুবাইর ইবনে মুতিম (রা) : বনু নওফেল।

৮১. নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) : আন নাওয়াস ইবনে সামআন আল আনসারী।

৮২. নাফি ইবনে আবদুল হারিস (রা) : তায়েফের বনু সাকীফ। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা।

৮৩. নোমান ইবনে বশীর (রা) : বনু খাজরাজ। বর্ণিত হাদীস ১৬৪।

৮৪. ফাদালা ইবনে ওবায়েদ (রা) : ফাদালা ইবনে ওবায়েদ আল আনসারী।

৮৫. ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) : বনু কায়েস। বর্ণিত হাদীস ৩০-এর বেশি।

৮৬. বারা ইবনে আজিব (রা) : আউস গোত্রের বনু হারিসা। বর্ণিত হাদীস ৩০০।

৮৭. বুরাইদাহ ইবনে আল হাসিব (রা) : বনু আসলাম। বর্ণিত হাদীস ১৪৬।

৮৮. মাকিল ইবনে ইয়াসর (রা) : মাকিল ইবনে ইয়াসর আল মুজানী।

৮৯. মামের (রা) : মামের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাদলাহ।

৯০. মিকদাম ইবনে আসওয়াদ (রা) : মিকদাম ইবনে আমর আল বাহরাইনি। প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারী। ক্বারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৯১. মুগীরা ইবনে শুবা (রা) : বনু সাকীফ। বর্ণিত হাদীস ১৩৩।

৯২. মুশতারিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) : আল মুশতারিদ ইবনে শাদ্দাদ আল ফিহরি।

৯৩. মুয়াজ ইবনে জাবল (রা) : বনু খাজরাজ। নবীজীর (স) জীবদ্দশায় কোরআন সংকলনকারী। নবীজী (স) বলেন, জান্নাতে আলেমদের অগ্রভাগে থাকবে মুয়াজ।

৯৪. মোয়াবিয়া (রা): বনু উমাইয়া। আবু সুফিয়ানের পুত্র। উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

৯৫. মোয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রা) : মোয়াবিয়া ইবনে হায়দা আল কুশায়রী।

৯৬. রাফেহ ইবনে আমর (রা) : কিনানা গোত্রের বনু গিফার।

৯৭. রাবিয়া ইবনে কাব (রা) : বনু আসলাম। আসহাবে সুফফা।

৯৮. রবী বিনতে মুআউয়ায (রা) : রবী বিনতে মুআউয়ায ইবনে আফরা।

৯৯. রাফি ইবনে খাদিজ (রা) : কৈশোরে ইসলাম গ্রহণকারী। বর্ণিত হাদীস প্রায় ৪০।

১০০. শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) : আবু ইয়ালা শাদ্দাদ ইবনে আওস ইবনে সাবিত।

১০১. সহল ইবনে সাদ (রা) : আনসার সাহাবী। প্রায় দুইশ হাদীস বর্ণনা করেন।

১০২. সহল ইবনে হুনাইফ (রা) : আনসার সাহাবী। বর্ণিত হাদীস প্রায় ৪০।

১০৩. সাঈদ ইবনে জায়েদ (রা) : বনু আদী। কাতিবে ওহী।

১০৪. সাওবান (রা) : ইয়েমেনের অধিবাসী। নবীজীর (স) আজাদকৃত দাস।

১০৫. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) : বনু জোহরা। পারস্য বিজয়ী সেনানায়ক। বর্ণিত হাদীস ২৭০।

১০৬. সাদ ইবনে উবাদা (রা) : সাদ ইবনে উবাদা ইবনে দুলাইম। বনু খাজরাজ গোত্রপতি। দ্বিতীয় আকাবায় মনোনীত ১২ জন নকীবের একজন।

১০৭. সাফিয়া বিনতে আবু ওবায়েদ (রা) : তায়েফের বনু সাকীফ।

১০৮. সামুরাহ ইবনে জুন্দুব (রা) : গাতাফানদের বনু ফাজারা। বর্ণিত হাদীস ১২৩।

১০৯. সালমান ইবনে আমীর (রা) : সালমান ইবনে আমীর আদ-দাব্বী।

১১০. সালমান ফারসি (রা) : পিতৃপ্রদত্ত নাম রুজবেহ খোশনুদান। জন্ম ও বেড়ে ওঠা পারস্যে। পবিত্র কোরআনের প্রথম অনুবাদক (ফারসি ভাষায়)। বর্ণিত হাদীস ৪০-এর বেশি।

১১১. সালামা ইবনে আকওয়াহ (রা) : সালামা ইবনে আমর ইবনে আকওয়াহ।

১১২. সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রা) : বনু সাকীফ।

১১৩. সুফিয়ান ইবনে উসায়েদ (রা) : ইয়েমেনের হাদরামাউতের লোক।

১১৪. সোয়াদ ইবনে মোকাররিন (রা) : সোয়াদ ইবনে মোকাররিন আল মুজানী।

১১৫. হারিস আল আশয়ারী (রা) : আবু মালিক আল হারিস ইবনে আসিম আশয়ারী।

১১৬. হাকিম ইবনে হিজাম (রা) : উম্মুল মুমিনীন খাদিজার ভ্রাতুষ্পুত্র। ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। শিবে আবু তালিবের অবরোধ প্রত্যাহারে ভূমিকা রাখেন।

১১৭. হাসান ইবনে আলী (রা) : নবীজীর (স) নাতি। জ্ঞান, সহিষ্ণুতা ও দরিদ্রের প্রতি সমমর্মিতার জন্যে স্মরণীয়।

১১৮. হুজাইফা ইবনে ইয়ামন (রা) : হুজাইফা ইবনে ইয়ামন ইবনে জাবির। তাকে বলা হতো রসুলের (স) গোপন তথ্যের সংরক্ষক।

তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈন

১১৯. আবু ইদ্রিস আল খাওলানী (র) : দামেশকে ফকীহ ও কাজী ছিলেন।

১২০. আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা (র) : আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা আশয়ারী।

১২১. আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) : আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা ইবনে হাসিব।

১২২. আমর ইবনে শোয়াইব (র) : আমর ইবনে শোয়াইব ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস।

১২৩. ইবনে আবু লায়লা (র) : আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা। ১২০ জন সাহাবীর সান্নিধ্য লাভ করেন।

১২৪. নাফি (র) : বিখ্যাত মুহাদ্দিস।

১২৫. মাশরুক (র) : মাশরুক ইবনে আল আজদা। ইবনে মাসউদের ছাত্র।

১২৬. সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র) : ফিকহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্যে প্রখ্যাত ছিলেন।

১২৭. সুফিয়ান সাওরী (র) : আবু আবদুল্লাহ সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ইবনে মাশরুক আল সাওরী। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ। কোরআনের তাফসির রচনার একজন পথিকৃৎ।

১২৮. হাসান বসরী (র) : আবু সাঈদ আবুল হাসান ইয়াসার আল-বসরী। শৈশবে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামার (রা) তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন।

১২৯. হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) : হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ।

(স) : নবীজীর নামের পর উল্লেখ করা হয়। পূর্ণ রূপ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। এর অর্থ—তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

(রা) : সাহাবীদের নামের পর উল্লেখ করা হয়। এর পূর্ণ রূপ 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' (পুরুষদের ক্ষেত্রে) বা 'রাদিয়াল্লাহু আনহা' (নারী সাহাবীদের ক্ষেত্রে)। এর অর্থ—তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করুন।

(র) : তাবেঈ, তাবে-তাবেঈন ও বুজুর্গদের নামের পর উল্লেখ করা হয়। পূর্ণ রূপ 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' (পুরুষদের ক্ষেত্রে) বা 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহা' (নারীদের ক্ষেত্রে)। এর অর্থ—তার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

গ্রন্থপঞ্জি

1. *The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari,* 9 vols. Translator: Dr. Muhammad Muhsin Khan. New Delhi: Kitab Bhavan, 1987.
2. *Manners in Islam: Al-Adab Al-Mufrad.* Imam Bukhari. Translator: Maulana Khalid Khan Garhi & Rafiq Abdur Rehman. Karachi: Darul Ishaat, 2002.
3. *Al-Adab Al-Mufrad. Imam Bukhari,* Translator: Adil Salahi. Leicester: UK Islamic Academy, 2017.
4. *Al-Adab Al-Mufrad. Imam Bukhari.* Editor: Iqbal Ahmad Azami. Leicester: UK Islamic Academy, 2005.
5. *English Translation of Sahih Muslim,* 7 vols. Translator: Nasiruddin al-Khattab. Riyadh: Darussalam, 2007.
6. *English Translation of Jami At-Tirmidhi,* 6 Vols. Translator: Abu Khaliyl. Riyadh: Darussalam, 2007.
7. *English Translation of Sunan An-Nasa'i,* 6 Vols. Translator: Nasiruddin al-Khattab. Riyadh: Darussalam, 2007-2008.
8. *English Translation of Sunan Abu Dawud,* 5 vols. Translator: Yaser Qadhi. Riyadh : Darussalam, 2008.
9. *English Translation of Sunan Ibn Majah,* 5 vols. Translator: Nasiruddin al-Khattab. Riyadh: Darussalam, 2007.
10. *English Translation of Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal,* 4 vols. Translator: Nasiruddin al-Khattab. Riyadh: Darussalam, 2012-2016.
11. *Bulugh Al-Maram.* Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Translator: Muhammad bin Ismail As-Sanani. Riyadh: Darussalam, 2002.
12. *Miskat Al-Masabih : The Niche of Lamps,* 4 vols. Mohammed ben Abdullah Al-Khatib At-Tabrizi, Translator: Dr. Muhammed Mahdi Al-Sharif. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2012.
13. *Mishkat-ul-masabih,* 3 vols. Mohammed ben Bin Abdullah-al Khatib Al-Tabrizi, Translator: Abdul Hameed Siddiqui. New Delhi: Kitab Bhavan, 2009.
14. *Al-Hadith* (English Translation and commentary of Mishkat-ul-Masabih), 4 vols. Translator: Maulana Fazlul Karim. New Delhi: Islamic Book Service (P) Ltd, 2008-2011.
15. *Al-Shama'il al-Muhammadiyyah.* Imam al-Tirmidhi. Birmingham: Dar Al-Arqam, 2015.

16. *Riyadh-us-Saleheen,* 2 vols. Imam Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf An-Nawawi, Translator: S. M. Madni Abbasi. Riyadh: International Islamic Publishing House, 1983-84.
17. *A Sufi Study of Hadith.* Maulana Ashraf Ali Thanawi, Translator: Shaykh Yusuf Talal Delorenzo. London: Turath Publishing, 2010.
18. *Spiritual Teachings of the Prophet.* Tayeb Chourief, Translator: Edin Q. Lohja. Louisville, KY: Fons Vitae, 2011.
19. *Forty Gems: Sayings of the Holy Prophet.* Imam Sharf al-Din Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, Translator : Dr. Muhammad Yusuf Abbasi. Delhi: International Islamic Publishers, 1988.
20. *How He Treated Them?* Muhammad Saalih Al-Munajjid. Riyadh: Zad Group Publishing, 2014.
21. *Interactions of the Greatest Leader.* Muhammad Saalih Al-Munajjid. Riyadh: Zad Group Publishing, 2014.
22. *110 Ahadith Qudsi.* Translator: Syed Masood-ul-Hasan. Riyadh: Darussalam, 2006.
23. *Muwatta*. Imam Malik Ibn Anas, Translator: Mohammed Rahimuddin. New Delhi: Kitab Bhavan, 1996.
24. *The 200 Hadith.* Editor: Abdul Rahim Alfahim. Makkah: Muslim World League, 1998.
25. *A Day with The Prophet.* Ahmad Von Denffer. Riyadh: International Islamic Publishing House, 2008.
26. *Forty Hadiths on Good Moral Values.* Yahya M. A. Odingo. Riyadh: International Islamic Publishing House, 2010.
27. *Forty Hadiths on Poisonous Social habits.* Yahya M. A. Odingo. Riyadh: International Islamic Publishing House, 2012.
28. *Contemplation: An Islamic Psychospiritual Study.* Malik Badri (Introduction by Allamah Yusuf Al-qardawi). Hendron, VA: The International Institute of Islamic Thought, 2000.
29. The Sayings of Muhammad (S), Abdullah Al-Mamun Al-Suhrawardy, Kolkata, Lekha Prokashoni, 1998.
30. Ihya Ulum-id-Din, 4 vols. Imam Ghazzali, Translator: Maulana Fazlul Karim. New Delhi: Islamic Book Service, 1996.
31. *365 sayings of Prophet Muhammad (pbuh).* Translator: Abdur Raheem Kidwai. Mumbai: Jaico Publishing House, 2008.

বিষয়ভিত্তিক হাদীস ॥ সংক্ষিপ্তসূচি

(বাংলা আদ্যক্ষর অনুসারে)

প্রিয় পাঠক,

'হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী' নবীজীর (স) পবিত্রবাণীর শাব্দিক অনুবাদ নয়। নবীপ্রেমিক হিসেবে তাঁর পবিত্রবাণীর যে অন্তর্নিহিত অর্থ আমি উপলব্ধি করেছি, তা-ই আন্তরিকতার সাথে মায়ের ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে মর্মার্থ অনুধাবনে, প্রকাশে বা মুদ্রণে কোথাও কোনো ভুল হয়ে থাকলে আল্লাহ গাফুরুর রাহীমের কাছে করজোড়ে অবনতমস্তকে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সকল ভুলভ্রান্তি মুক্ত করে সিরাতুল মুস্তাকিম, সাফল্যের সরলপথে পরিচালিত করুন।

প্রিয় পাঠক,

'হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী' সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

যোগ ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক,

শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

E-mail : info@quantummethod.org.bd

প্রতিটি
কাজ
আমি
সবচেয়ে
ভালোভাবে
করব

আল কোরআন
বাংলা মর্মবাণী

বাংলা ভাষায় কোরআনের সরল মর্মবাণী, যা পাঠ করে সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব—এক জীবনে আমরা যা চাই, তার সবই সাজানো রয়েছে কোরআনের পরতে পরতে। সুস্থ সুন্দর সুখী পরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে যা প্রয়োজন, পাতায় পাতায় রয়েছে তারই দিক-নির্দেশনা।

অনন্য এই প্রকাশনার রয়েছে চারটি ধরন

১. মূল আরবি ও বাংলা মর্মবাণী — হাদিয়া ৭৯৫/-
২. বাংলা মর্মবাণী (বোর্ড বাঁধাই) — হাদিয়া ৫৯৫/-
৩. বাংলা মর্মবাণী (পেপারব্যাক) — হাদিয়া ২৫০/-
৪. আমপারা ও সপ্ত সূরা — হাদিয়া ২৫/-

alQuran.org.bd

বইটি অনলাইনে ফ্রি পড়ুন।
ডাউনলোড করুন।
পরিচিতদের সাথে শেয়ার করুন।